উত্তপ্ত জনপদ

প্রথম প্রকাশ: ১৯৮৮

এক

ক্যানাডিয়ান ট্রেইল ধরে ক্লিফটন হাউসের দিকে এগিয়ে আসছে এক নিঃসঙ্গ ঘোড়সওয়ার, লম্বা পা-অলা একটা বাকস্কিন হাঁকাচ্ছে। অশ্বারোহীর চোখজোড়া সবুজ, মাথায় চ্যাপ্টা কিনারাঅলা কালো টুপি, পরনে কালো শার্ট, চ্যাপস। সাংরি দ্য ক্রিসটসের পাদদেশের কঠিন লাভা স্তর পেছনে ফেলে এল আগন্তুক, একই সময়ে দ্য বারলোও অ্যান্ড স্যান্ডারসন স্টেজ এসে থামল ক্লিফটন হাউসের সামনে।

সহজ স্বাভাবিক ভঙ্গিতে ঘোড়ার পিঠে বসেছে আগন্তুক, পুরু ধুলোর আস্তরণ ঘোড়ার পিঠে, ঘামছে। আগন্তুকের শার্টের একটা হাতা ছেঁড়া, রক্তাক্ত ব্যান্ডেজ দেখা যাচ্ছে ফাঁক দিয়ে। সরাসরি আস্তাবলে গিয়ে থামল সে, স্যাডল থেকে নেমে সবার আগে ঘোড়ার বিশ্রামের ব্যবস্থা করল। তারপর চোখ ফেরাল ক্লিফটন হাউসের দিকে। সবাই দেখল: একজোড়া পিস্তল ঝুলছে ওর কোমরে, হোলস্টারদুটো উরুর সঙ্গে বাঁধা। টুপি নামিয়ে চোখ আড়াল করল ও, রুক্ষ পথে শব্দ তুলে এগিয়ে এল, ঢুকে পড়ল ভেতরে, 'খাওয়ার কিছু আছে?' জিজ্ঞেস করল। 'রসদপত্রও কিনতে চাই।'

'সব হবে, স্টেজ যাত্রীরা খাচ্ছে, সোজা ঢুকে যাও।'

দোরগোড়ায় থামল আগন্তুক, ভেতরে পা দেয়ার আগে জরিপ করল কামরাটা। ছ'জন স্টেজ যাত্রীকে দেখা যাচ্ছে: দুজন মহিলা, অপর চারজন পুরুষ। এছাড়া কয়েকজন স্থানীয় কাউহ্যান্ড আর তিনজন ট্রেইল-হার্ড কর্মীকেও দেখতে পেল আগন্তুক। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সবার চেহারা পরখ করে একটা টেবিলে গিয়ে বসল।

স্টেজ যাত্রী মহিলাদের একজন আগন্তুকের হাতের রক্তাক্ত ব্যান্ডেজের দিকে কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাকাল, তবে কামরার অন্য কেউ ব্যাপারটা লক্ষ্য করেছে কিনা বোঝা গেল না। কাপে কফি ঢেলে চুমুক দিল মেয়েটা। আবার কালো পোশাক পরা আগন্তুকের দিকে তাকাল, বসার আগে টুপি খুলে রেখেছে লোকটা, একমাথা কোঁকড়া চুল বেরিয়ে পড়েছে। একহারা বলিষ্ঠ গড়ন ওর, বিশাল। আবার ব্যান্ডেজের দিকে দৃষ্টি গেল তার।

'তুমি আহত!' হঠাৎ বলল মেয়েটা, 'কি হয়েছে হাতে?'

বিব্রত হলো আগন্তুক, মুখ তুলে তাকাল, 'কিছু না,' বলল সে, 'সামান্য আঁচড় লেগেছে।'

'কিন্তু আমার মোটেও সামান্য মনে হচ্ছে না,' বলল মেয়েটা, 'ক্ষতটার যত্ন নেয়া দরকার।'

'ধন্যবাদ,' কিছুটা গম্ভীর কণ্ঠে জবাব দিল আগন্তুক, 'নেব।'

নীরবে কয়েকটা মুহূর্ত কাটল, তারপর আচমকা কাউহ্যান্ডদের একজন অপরজনকে উদ্দেশ্য করে বলে উঠল, 'তোমার আবার কি হলো, আইক? যত্ন পাবার ইচ্ছে?' কণ্ঠে বিদ্রূপ।

দীর্ঘদেহী আগন্তুক কিছুটা বিব্রত হলেও জবাব দিল না। এবার আরেকজন বলল, 'কিসের আঁচড় কে জানে, এক আঁচড়েই লেজ তুলে পালাচ্ছে দেখছি!'

হঠাৎ নিস্তব্ধতা নামল কামরায়। বিশালদেহী আগন্তুকের চেহারা ম্লান অথচ কঠিন হয়ে উঠল। মুখ তুলে শীতল দৃষ্টিতে টেবিলের ওপর দিয়ে লোকটার দিকে তাকাল ও। কঠিন অথচ সুদর্শন এক তরুণ, বেপরোয়া ভাবভঙ্গি চেহারায়।

'ঠাট্টা করছ,' বলল আগন্তুক, 'আমি কিছু মনে করিনি।'

আগন্তুকের পাশের লোকটা আচমকা উবু হয়ে গেল, পর মুহূর্তে বেঞ্চ থেকে গড়িয়ে পড়ল মেঝেয়। সোনালি চুল যুবকের আশপাশের লোকগুলোও সরে পড়ল দ্রুত। আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল যুবক। 'ঠাট্টা করিনি,' নাক কুঁচকে বলল সে, 'আমার ধারণা সত্যি সত্যি তুমি পালাচ্ছ!

কথা শেষ করবার আগেই পিস্তলের দিকে হাত বাড়াল সে। এবং পরের ঘটনা বিস্ময়ে অভিভূত দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করল কামরার সবাই। বিশালদেহী আগন্তুক যেন ইচ্ছে করেই সোনালি চুল যুবককে পিস্তলের বাঁট স্পর্শ করার সুযোগ দিল, পরক্ষণে ঝলসে উঠল তার পিস্তল, ট্রিগার টিপে দিল ও।

কেঁপে উঠল যুবক, খাপ ছেড়ে আধাআধি বেরিয়ে এসেছিল তার পিস্তল, যথাস্থানে ফিরে গেল আবার। এক পা পিছিয়ে গেল সে, বসে পড়ল বেঞ্চ-এ, তারপর মুখ থুবড়ে ওপাশের মেঝেয়। কাশির সঙ্গে রক্ত বেরিয়ে এল মুখ দিয়ে, একটু পর নিঃসাড় হয়ে গেল তার দেহ।

কিছুক্ষণের জন্যে পিনপতন নীরবতা। তারপর নারী কণ্ঠের তীব্র আর্তনাদে চারদিক কেঁপে উঠল। আতঙ্কে বিস্ফারিত চোখে আগন্তুকের দিকে তাকাল সে। 'তুমি···তুমি খুনী!' চোখ মুখ বিকৃত করে চিৎকার করে উঠল।

পিস্তল হাতে এক পা পিছিয়ে এল আগন্তুক, একে একে সবার দিকে তাকাল। 'তোমরা সবাই সাক্ষী, দোষটা ওর, আমি ওকে মারতে চাইনি; গোলমাল করার উদ্দেশ্য নিয়েও এখানে আসিনি আমি। চুপচাপ খাচ্ছিলাম, আমার সঙ্গে খামোকা লাগতে গেল কেন ছেলেটা?'

প্রথমে কেউ কিছু বলল না, অবশেষে মুখ খুলল একজন বুড়ো মত লোক। 'মন খারাপ কোরো না, স্ট্রেঞ্জার, তোমার কোন দোষ নেই। টেক্সাসে একজনকে খুন করার পর থেকেই গোলমাল করার ফিকিরে ছিল ছেলেটা···।'

'তাই বলে তুমি রেহাই পাবে না,' বলল আরেকজন, 'ছেলেকে মেরেছ শুনলেই তোমাকে খুন করার জন্যে খেপে উঠবে টেটলো, তোমার চামড়া না তুলে ছাড়বে না।'

আরেকটু পেছনে এসে পিস্তলটা হোলস্টারে ঢোকাল আগন্তুক। 'ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ার ইচ্ছে নেই,' বলল ও, 'মালপত্র নিয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই চলে যাচ্ছি আমি।'

আবার টেবিলে এসে বসল আগন্তুক। বাঁ হাতে দুটো স্যান্ডউইচ বানিয়ে রুমালে জড়িয়ে চ্যাপ্‌সের পকেটে ঢোকাল, তারপর উঠে পাশের কামরার দিকে পা বাড়াল। ডেস্কের ওপর রসদ-পত্রের বস্তা রেখে অপেক্ষা করছিল স্টকটন। 'এই নাও, তোমার জিনিসপত্র। আমিও সাক্ষী, ফেয়ার শুটিং ছিল ওটা। নাও, এগুলো তোমার, দাম দেয়ার দরকার নেই।'

'ধন্যবাদ,' আগন্তুক ইতস্তত করল, 'কিন্তু দাম নেবে না কেন?'

'জোর করলে দুঃখ পাব,' গম্ভীর চেহারায় বললো স্টকটন। 'এগুলো তোমাকে উপহার দিচ্ছি, শ্যাননকে দেবার মত আমার আর কী আছে, বলো?'

ফিসফিস করে নামটা উচ্চারণ করল স্টকটন। ঝট করে তাকাল দীর্ঘদেহী আগন্তুক। 'ও নাম উচ্চারণ কোরো না।' বলল ও, 'কখনও না!'

'আচ্ছা,' জবাব দিল স্টকটন, 'কিন্তু আরও মানুষ তো রয়েছে,' ডাইনিং রুমের দিকে ইঙ্গিত করল সে। 'লাইভ ওক কান্ট্রি থেকে এসেছে জনসন, তোমাকে চিনে ফেলতে পারে।'

'আবারও ধন্যবাদ,' ঘুরে দাঁড়াল শ্যানন, থামল। 'আচ্ছা, টেটলো কে?'

কাউন্টারে বিশাল হাত রেখে সামনে ঝুঁকে এল টমাস স্টকটন, গম্ভীর চেহারা। সাতষট্টিতে ক্লিফটন হাউস প্রতিষ্ঠা করেছে সে, তখন রাউন্ড-আপ-এর কাউহ্যান্ডরা খেতে আসত এখানে, ক্রমে এটা এখন স্টেজ স্টেশনে পরিণত হয়েছে। সেই সময় এবং তারও আগে পশ্চিমের বহু এলাকা ঘুরেছে স্টকটন, দেশকে ভাল করে চেনে। দীর্ঘদেহী এই লোকটার নাম অনেক আগে থেকে তার জানা, শ্যানন আর টেটলো উভয়ই পরিচিত, তাই দুজন মুখোমুখি হলে ভয়ঙ্কর কিছু একটা ঘটে যেতে পারে বলে তার মনে হলো।

'এক নম্বর বাজে লোক। টেনেসীর অধিবাসী, হাড় বজ্জাত। ধূর্ত। সবচেয়ে বড় কথা ওর পূর্বপুরুষরা ছিল ঝগড়াটে। তোমাদের যে কোন একজনের মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত থামবে না সে।'

মাথা দোলাল শ্যানন। 'আচ্ছা। এখানে কেন এসেছে?'

'এখনও আসেনি, আসছে। ওদিকে দক্ষিণে যে তৃণভূমিটা রয়েছে, ছ'হাজার গরুর এক বিশাল পাল পাঠিয়ে দিয়েছে ওখানে, এটা দু'নম্বর; এর আগে একবার চার হাজার গরু পাঠিয়েছে, আরও দুটো পাল আসছে।'

'তবে তো বিরাট জায়গা দরকার হবে তার,' বলল শ্যানন। 'কোথায় যাবে ঠিক করেছে?'

'ঠিক না করে থাকলে,' জবাব দিল স্টকটন, 'পছন্দসই একটা জায়গা কেড়ে নেবে।' মাথা দুলিয়ে ডাইনিং রুমের দিকে ইঙ্গিত করল সে। 'একটু আগে যাকে মারলে, প্রচুর বকবক করেছে সে, জমি কীভাবে পেতে হয় তা নাকি ওদের জানা আছে; কথা বলার সময় পিস্তলে হাত বোলাচ্ছিল ছেলেটা।'

'পুরোনো ঘটনা,' বলল শ্যানন।

গম্ভীরভাবে মাথা দোলাল স্টকটন। 'এর ফলে বিপদে পড়বে ছোট র‍্যাঞ্চাররা, যাদের গানম্যান ভাড়া করার ক্ষমতা নেই। তবে টেটলোকে যদ্দূর জানি, সহজে অস্ত্রের সাহায্য নেবে না সে, যদি না তার কুটবুদ্ধি ব্যর্থ হয়—কুটবুদ্ধিতে তাকে হার

মানায় এমন লোক বিরল।'

পাহাড়ের উঁচু উপত্যকায় পৌঁছুল এক নিঃসঙ্গ অশ্বারোহী, বুনো অস্থির বিপজ্জনক পথে চলে স্বভাবতই সতর্ক থাকতে শিখেছে ও।

ইন্ডিয়ানদের সঙ্গে লড়াই এখন অতীত স্মৃতি, তবে সিউ, শ্যাইয়্যান, নেয পার্শ আর অ্যাপাচিরা এখনও মাঝে মধ্যে খেপে ওঠার চেষ্টা করে; কিন্তু ইন্ডিয়ানদের উচ্ছেদ করে যেখানে শাদা মানুষেরা বসতি করেছে, তারাও শান্তিতে নেই; দুএক জায়গায় হয়তো আপাত শান্তি বিরাজ করছে কিন্তু বেশির ভাগ এলাকার বাসিন্দারা সশস্ত্র অবস্থায় চলাফেরা করে, বিপদাশঙ্কায় সদা সতর্ক থাকে।

মোষের জায়গা দখল করে নিয়েছে গবাদিপশু। দুঃসাহসী অভিযাত্রীরা উপত্যকায় গরুর পাল নিয়ে এসেছে, সতেজ সবুজ ঘাস খেয়ে দ্রুত তাগড়া হয়ে উঠেছে ওরা। উপত্যকায় বসতি স্থাপিত হবার পর পাহাড়ের মত উঁচু এলাকায় সরে এসেছে অনেকে।

শীত, বসন্ত আর গ্রীষ্মকালীন চমৎকার চারণভূমি পাহাড়ী কিছু উপত্যকা এখনও বসতি স্থাপনের অপেক্ষায় রয়েছে। এমনি এক উপত্যকার ওপর দিয়ে এখন চলেছে শ্যানন। এক সময় থামল; এদিক ওদিক নজর বোলাল। সঙ্গে সঙ্গে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল, এমন একটা জায়গাই এতদিন খুঁজছিল, এখানে ঘর বানাবে ও।

আবার এগোল শ্যানন, জরিপ করল উপত্যকাটা। ডানে বাঁয়ে আকাশছোঁয়া রিজের দেয়াল, পূর্বেও প্রচুর পাহাড়-চূড়া চোখে পড়ছে, পশ্চিমে ঢালু হয়ে গেছে উপত্যকা, তারপর হঠাৎ এক বিন্দুতে পৌঁছে খাড়া নেমে গেছে ছয়শো ফুট। ঢালের প্রান্তে এসে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল শ্যানন, দূরের নীল পর্বতমালার দিকে তাকিয়ে রইল পলকহীন চোখে। তারপর হঠাৎ একটা শব্দে সতর্ক হয়ে উঠল। অস্পষ্ট, শোনা যায় না বললে চলে। বাতাসের শব্দ–ফিসফিস করে কথা বলছে যেন।

পাইনবন, পাথরের স্তূপ আর ক্ষয়ে যাওয়া পাহাড়ী গহ্বরে বাড়ি খেয়ে প্রতিধ্বনি তুলছে বাতাস। এমন অদ্ভুত শব্দ কখনও শোনেনি শ্যানন, যেন বহু দূরে কোথাও গান বাজছে, তারই সুরের রেশ লাগছে কানে। অপরিচিত সুর। অপূর্ব! তন্ময় হয়ে শুনতে লাগল ও। অবশেষে ঘুরে সদ্য আবিষ্কৃত উপত্যকার ওপর নজর বোলাল। কমপক্ষে দুশো একর বিস্তৃত হবে উপত্যকাটা। ঘাসে ছাওয়া মাঠ, অফুরন্ত পানি, আর বাতাসের এই ফিসফিসানি! ভ্যালি-অভ-দ্য-হুইস্পারিং উইন্ড!

সৌভাগ্য বলতে হবে, এমন চমৎকার উপত্যকার খোঁজ পাওয়া গেছে, এখানে শান্তিতে থাকতে পারবে ও, আর কোথাও যাওয়ার দরকার হবে না। কথাটার অর্থ বোঝার আগেই সিদ্ধান্তে পৌঁছুল শ্যানন, মাথা দোলাল, মনস্থির করতে পেরে সন্তুষ্ট।

হ্যাঁ, এখানেই শেষ হবে ওর পথ চলা, অবসান ঘটবে ভবঘুরে জীবনের। হত্যাকারীর কুখ্যাতি নিয়ে এখানে সেখানে আর পালিয়ে বেড়াবে না।

সমভূমি থেকে হঠাৎ এখানে হাজির হতে পারে পরিচিত কেউ, ওর পরিচয় ফাঁস হয়ে যেতে পারে। তবে সৌভাগ্যক্রমে ওকে চেনে এমন লোকের সংখ্যা নগণ্য, শ্যানন সম্পর্কিত অধিকাংশ বর্ণনা বিভ্রান্তিকর। অবশ্য ক্লিফটন হাউসের ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটতে পারে, ওই ছেলেটা ওকে চিনত না, অনর্থক বড়াই করে যেচে লাগতে এসে মারা পড়ল। যাক গে, যেটা গেছে, গেছে: ও-জায়গা পেছনে ফেলে বহু বন্ধুর পথ অতিক্রম করে এখানে পৌঁছেছে ও, জীবনের বাকি দিনগুলো এখানেই কাটিয়ে দেবে। উপত্যকার নিকষ অন্ধকারে জোনাকী পোকার মত আলো ছড়াতে লাগল শ্যাননের ক্যাম্পফায়ারের আগুন।

সকালে উঠে শ্যানন দেখতে পেল, কৌতূহলী ক্যুগারের দল নেমে এসেছিল পাহাড় থেকে, একটা গ্রিজলি ভালুকের পায়ের ছাপও চোখে পড়ল। একটা হরিণ শিকার করে খাওয়ার পাট চুকাল ও, তারপর কাজে নামল। খোলা আকাশের নিচে রাতের পর রাত কাটিয়ে ভিটি বানানো শুরু করল। রিজের পাদদেশের চ্যাপ্টা পাথর এনে সযত্নে ঘরের ভিটি আর মেঝে তৈরি করতে লাগল। তিনটে কামরা বানানোর মত জায়গায় পাথর বিছানো শেষ হলে চুনোমাটির গুঁড়ো আর মাটি মিশিয়ে সিমেন্ট বানাল, গাঁথুনি শুরু করল দেয়ালের।

শ্লথ এবং অমানুষিক পরিশ্রমের কাজ, কিন্তু মোটেও ক্লান্ত বোধ করছে না শ্যানন। পুরো একটা মাস প্রায় নীরবে কেটে গেল। এই সময় উপত্যকায় ওর কাজ করার শব্দ ছাড়া আর কোন সভ্য মানুষের সাড়া পাওয়া যায়নি। কাজ করতে করতে পরবর্তী কর্মপন্থা স্থির করল ও। বাড়ির কাজ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। আশপাশের সব ওঅটরহোল পরিষ্কার করা হয়েছে, কেবিনের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া ঝর্নায় বাঁধ দিয়েছে ও।

শিগগিরই খাদ্য আর অস্ত্র সংগ্রহের জন্যে নিকটতম বসতিতে যেতে হবে, কিন্তু অদ্ভুত এক রকম অনীহা বোধ করছে শ্যানন⋯ইচ্ছে করছে না। টেটলোর ছেলেকে হত্যা করার পর আতঙ্কে দিশেহারা সেই মেয়েটার চেহারা বারবার মনে পড়ে যাচ্ছে। ঘটনার তাৎপর্য মেয়েটা বুঝতে পারেনি। পশ্চিমে নতুন এসেছে সে, ঠিক, তবু কারও এমন দৃষ্টি মুখোমুখি হওয়া মোটেও সুখকর অভিজ্ঞতা নয়।

মেয়েটা কে? সুন্দরী নিঃসন্দেহে⋯।

সেই তার মত কী?⋯মাথা নাড়ল শ্যানন। না। রিটার মত সুন্দরী কেউ নেই, থাকতে পারে না।

উপত্যকা বাসের সপ্তম সপ্তাহের শেষ দিন। বাকস্কিনের পিঠে জিন চাপাল শ্যানন, রওনা হলো শহরের উদ্দেশ্যে। শহরটার নাম হর্সহেড, এছাড়া জায়গাটা সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানে না ও। কীভাবে যেতে হবে তাও অজানা, ক্যানিয়নে খুঁজে পথ বার করতে হবে।

ওয়েস্টওঅটর ক্রীকের দুপাশে এলোমেলোভাবে গড়ে ওঠা শহর হর্সহেড। প্রধান সড়কটা আড়াআড়িভাবে ক্রীক অতিক্রম করেছে। এক কালের পাথুরে স্টেজ স্টেশন, ইন্ডিয়ানদের সঙ্গে লড়াই এবং মরমন বসতির স্মৃতি নিয়ে ক্রীকের পুব তীরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। নিচু ছাদের একতলা বাড়িটা, আট ফুটের মত লম্বা চালায় ঢাকা বারান্দায় অসংখ্য নাম খোদাই করা বহু ব্যবহারে মসৃণ কয়েকটা

বেঞ্চ। দরজার মাথায় চৌকাঠে ঝুলছে একটা সাইনবোর্ড: *'হর্সহেড স্টেজ স্টেশন, খাবার এবং পানীয়ের জন্যে আসুন।'* একটা ছ'ফুটি বার-এ মদ সার্ভ করা হয় এখানে, কিন্তু ছ'বছর হলো খাবার বিক্রি বন্ধ। স্টেজ স্টেশনের পুবে দোতলা ওয়েস্টওঅটর হোটেল অ্যান্ড স্যালুন; শহরের অভিজাত লোকরা সচরাচর এখানেই খেতে আসে। হোটেলের পুবে এলি পুটম্যানের হার্নেস শপ; নাপিতের দোকান আর ল-ইয়ার রবার্ট আর্লির অফিস, তারপর ছড়ানো ছিটানো কিছু ঘরবাড়ি, ক্রমশ নিচু হয়ে গেছে ওগুলোর ছাদ; সব শেষে যথারীতি লাস্ট চান্স স্যালুন।

স্টেজ স্টেশনের উল্টোদিকে শেরিফের অফিস এবং জেলহাউস। টাউন মার্শালের অফিসও একই ভবনে। কিন্তু ওদের দুজনের মাঝে তেমন সদ্ভাব নেই। শেরিফের অফিসের পাশে এবং হোটেলের বিপরীতে অ্যাসে অফিস, তারপর সারবেঁধে দাঁড়ানো পাইননাট স্যালুন, দ্য এম্পোরিয়াম, রিয়েল এস্টেট অফিস, ডায়মন্ড হোটেল অ্যান্ড গ্যাম্বলিঙ হল এবং আরও কিছু দালানকোঠা।

হর্সহেডের পশ্চিম এলাকার অধিবাসীরা স্বনির্ভর। পুব পাড়ের বাসিন্দাদের সঙ্গে এদের সুসম্পর্ক নেই।' কটনউড, নানা জাতের উইলো আর অন্যান্য গাছপালার একটা জঙ্গল ক্রীকের তীর দখল করে রেখেছে, কিছুটা আড়াল করেছে সেতুটিকে। গাছপালার ওপাশে করাল আর লিভারি স্ট্যাবলের ওয়্যাগন-ইয়ার্ড, তার পেছনে বিরাট স্ট্যাবল; স্ট্যাবলের পেছনে একটা বাঙ্কহাউস, এখানে আলাদা কোন কামরা নেই, কতগুলো বাঙ্ক পাতা, যে কেউ ইচ্ছে করলে রাত কাটাতে পারে; গোটাকতক টেবিলও আছে।

বাঙ্কহাউসের লাগোয়া স্যাভোরি'স স্যালুন, কিন্তু এখানকার খাবার দাবার সুস্বাদু নয়। শহরের কঠিন জায়গা এটা। সংকীর্ণ দীর্ঘ একটা দালান, ভেতরে বড়সড় একটা বার, টেবিলও রয়েছে বেশ কিছু। প্রতিষ্ঠার পর থেকে শহরের গুণ্ডাপাণ্ডা আর ভবঘুরে যত কাউহ্যান্ডের আস্তানায় পরিণত হয়েছে।

ধূলিধূসর রাস্তার উল্টোদিকে হিচিং রেইলের পেছনে করালের ঠিক উল্টোদিকে রহস্যময় ব্যক্তিত্ব, চল্লিশ বছর বয়স্ক দীর্ঘদেহী সুদর্শন ডাক্তার রেইনের অফিস। লোকে বলে, রিও গ্র্যান্ডির পশ্চিম তীরে তার মত দক্ষ সার্জন দ্বিতীয়টি নেই। প্রায় সময়েই মদে বুঁদ হয়ে থাকে, কিন্তু সুস্থ অবস্থায় অনায়াস দক্ষতায় আহতদের শরীর থেকে বুলেট বের করে আনে, ছুরির ক্ষতে ব্যান্ডেজ বাঁধে, শহরের এপাশের আইন রক্ষার দায়িত্ব পালন করে। স্যাভোরি'স স্যালুন অথবা বাঙ্কহাউসের সামনে প্রায়ই গোলাগুলি মারপিট হয়, সেই দিক থেকে তার অফিসের অবস্থান যথার্থ বলা যায়।

ডাক্তার বাড়ির পশ্চিমে ডিলানস ক্লাব, একটা বড় আকারের টেবিল আর বেশ কিছু চেয়ারঅলা একটা আড্ডাখানা। সিগার আর সিগারেটের ধোঁয়ায় অন্ধকার থাকে সব সময়। একটা খুদে বার-এ মদ সরবরাহের ব্যবস্থা রয়েছে, যদিও ওটা স্যালুন নয়। শহরের সর্বস্তরের লোকের এখানে আনাগোনা, ডিলান ক্যাভালরির একজন প্রাক্তন সার্জেন্ট। মেক্সিক্যান ওঅর, গৃহযুদ্ধ আর ইন্ডিয়ানদের সঙ্গে লড়াইয়ের পোড় খাওয়া এক যোদ্ধা।

আরও পশ্চিমে ডিলানসের পাশে দুটো পরিত্যক্ত দালান, ওগুলোর পর রয়েছে কামারশালা, তার ওপাশে একটা ক্যানিয়ন, মেসার পাথুরে শরীরে ক্রীকের চেয়ে গভীর একটা খাদ, কিন্তু জল নেই; কেবল বৃষ্টির সময় নেমে আসা পাহাড়ী ঢলে কানায় কানায় ভরে ওঠে, এই খাদের ওপর প্রাকৃতিক সেতু রয়েছে।

পাহাড় থেকে নেমে শহরের পুব পাশে পৌঁছুল ফ্র্যাঙ্ক শ্যানন, স্টেজ স্টেশনের সামনে ঘোড়া থামাল। স্যাডল থেকে নেমে বাকস্কিনকে হিচ রেইলের সঙ্গে বাঁধল। এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে কাগজ তামাক বের করে সিগারেট বানাল, তীক্ষ্ণ চোখে জরিপ চালাল রাস্তায়, কেউ ওকে লক্ষ্য করছে কিনা দেখল, কিছুটা ধারণা নেয়ার চেষ্টা করল শহর সম্পর্কে। তারপর উবু হয়ে হিচ রেইলের নিচ দিয়ে এপাশে এসে টুপিটা ঠিক মত মাথায় বসাল, স্টেশনের সামনে অলস ভঙ্গিতে দাঁড়ানো লোকটার দিকে তাকাল। 'শহরটা বেশ সুন্দর,' মন্তব্য করল ও।

আড় চোখে ওকে দেখল লোকটা, তারপর কোমরে ঝোলানো পিস্তল জোড়ার দিকে তাকাল। 'কি জানি,' হাতের পিঠে মুখ মুছে বলল সে, 'ডিলানের কাছে গিয়েছিলে?'

'চিনি না,' বলল শ্যানন। 'কে সে?'

আড়মোড়া ভাঙল লোকটা, তারপর মাথা বাঁকিয়ে শহরের পশ্চিম দিকে ইঙ্গিত করল। 'এখানে থাকতে হলে ওর সঙ্গে জানাশোনা থাকা দরকার। ভাল লোক।' কথা শেষ করে ঘুরে দাঁড়াল লোকটা, হাঁটতে হাঁটতে অদৃশ্য হয়ে গেল।

ভুরু কুঁচকে ওর গমনপথের দিকে তাকিয়ে রইল ফ্র্যাঙ্ক শ্যানন, তারপর হোটেলের দিকে পা বাড়াল। লোকটা বেশ লম্বা, ভাবল ও, ছ'ফিটের চেয়ে বেশি হবে, কাঁধ দুটো চওড়া, বোঝা যায় প্রচণ্ড শক্তি রাখে। হাঁটাচলার ভঙ্গিতে মনে হয় কাঠুরে, কাউহ্যান্ড নয়। ওয়েস্টওঅটর হোটেলে ঢুকে ডাইনিং রুম খুঁজে বার করল শ্যানন, কামরার পেছন দিকে একটা টেবিল বেছে বসে পড়ল। মেনুতে চোখ বুলিয়ে অবাক হয়ে গেল ও। প্যারীর কোন হোটেলে ঢুকে পড়ল না তো!

মেনুর পৃষ্ঠা উল্টে চলল শ্যানন। একটা পৃষ্ঠায় কাউ-কান্ট্রির সাধারণ খাবারের নাম দেখা যাচ্ছে, কিন্তু অন্যান্য পাতায় অন্তত পঞ্চাশটা ফরাসী খাবারের নাম।

'অবাক হয়েছ মনে হচ্ছে?'

মুখ তুলে তাকাল শ্যানন। মাঝারি উচ্চতার চওড়া কাঁধঅলা এক লোক এসে দাঁড়িয়েছে সামনে, ভেস্ট-এ শেরিফের ব্যাজ। ব্যাজ থেকে দৃষ্টি সরিয়ে লোকটার রুক্ষ চেহারার দিকে তাকাল শ্যানন। ঠোঁটের ওপর চমৎকার করে ছাঁটা শাদা একশোজোড়া গোঁফ শোভা পাচ্ছে, গাঢ় নীল চোখে ঠাণ্ডা দৃষ্টি হাসিমুখে দেখছে ওকে।

'হ্যাঁ,' জবাব দিল শ্যানন। 'সেটাই তো স্বাভাবিক। বসো, শেরিফ।'

'ধন্যবাদ,' উল্টোদিকের চেয়ারটা টেনে বসে পড়ল শেরিফ। 'আমি লিল মেসি। শহরের দু'পিস্তলঅলা কেউ এলে সবার আগে পরিচয়ের পালা চুকিয়ে ফেলি।'

মেনুর পাতায় চোখ নামাল শ্যানন। ওয়েস্ট্রেস এলে বলল, 'পপেদিস দ্য ভ্য প্রভেনশল দাও আমাকে। বাবুর্চিকে বলো ম্যাদেইরা ছাড়া অন্য সস আমি খাই না।'

হাসল মেসি, কিন্তু তার চোখজোড়া সতর্ক এবং কৌতূহলী। 'দারুণ খুশি হবে আরনলেভেন, ওর রান্নার হাত চমৎকার, কেউ ফরাসী খাবার চাইলে দ্বিগুণ উৎসাহে কাজ করে। আর ফরমাশের বহর দেখলে অবাক হয়ে যাবে। আসলে পশ্চিমের রূপই আলাদা,' আবার বলল সে, 'কত রুচির, কত রকমের মানুষ যে দেখবে। একবার টেক্সাস ট্রেইলে আমাদের দলে ইউনিভারসিটি পড়ুয়া দুজন ছাত্রকে দেখেছিলাম, একজন ছিল সরবোনের ছাত্র, অন্যজন হাইডেলবার্গের।

'হ্যাঁ,' সতর্ক হয়ে উঠেছে শ্যানন। শেরিফ টেক্সাসের দিকে গিয়ে থাকলে শ্যাননের নাম অজানা থাকার কথা নয়–যদি ঘটনাটা অনেকদিন আগের না হয়। 'নতুন দেশ দেখার আকাঙ্ক্ষা সবাইকে টেনে আনে এখানে।'

'এখানে থাকছ?' কথোপকথনের ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করল শেরিফ।

'হুঁ, ইচ্ছে আছে।'

'কোথায়? স্থির করেছ?'

'করেছি।'

মুহূর্তের নীরবতা, তারপর শেরিফ জানতে চাইল, 'জায়গাটা কোথায়, বলা যাবে? তোমাকে আগে কখনও দেখিনি কিনা!'

মাথা দুলিয়ে উত্তর-পশ্চিমে ইঙ্গিত করল শ্যানন। 'ওদিকে।' সবুজ চোখে শেরিফের দিকে তাকাল ও। 'আমিও কিন্তু তোমাকে আগে কখনও দেখিনি। যাকগে, মেসি, একটা কথা এখনই পরিষ্কার করে রাখি। আমার কোমরে দুটো পিস্তল ঝুলতে দেখে নিশ্চয়ই কৌতূহলী হয়ে পড়েছ। ভাবছ আমি কী চাই। আমি চাই বিনা উৎপাতে থাকতে। নির্ঝঞ্ঝাটে থাকব বলে ওদিকে একটা নির্জন জায়গা বেছে নিয়েছি। জরুরী প্রয়োজন না হলে মাসে একবারের বেশি শহরের ধারেকাছে আসব না। গোলমাল করার সামান্যতম ইচ্ছে আমার নেই। আমি কখনও মদ খেয়ে মাতাল হই না। আসলে,' আবার বলল, 'মদ খেয়ে কিছু ভোলা যায় না, ভুলে থেকে লাভও নেই। কথা দিচ্ছি, আমার দিক থেকে এখানে কোনরকম ঝামেলা হবে না। ছোটখাট একপাল গরু পুষব ভাবছি, কারও ব্যাপারে মাথা ঘামাব না। আর আমার ব্যাপারে কেউ নাক না গলালে আমি খুশি হব।'

'যুক্তিসঙ্গত কথা,' মাথা দুলিয়ে সায় দিল শেরিফ। 'শহরের কাউকে চেনো?'

'না। তুমি আসার আগে মাত্র একজনের সঙ্গে কথা হয়েছে। সে যেচে ডিলানের সঙ্গে দেখা করতে বলল আমাকে।'

ভেতরে ভেতরে মৃদু উত্তেজনা বোধ করল লিল মেসি, আবার শ্যাননের দিকে তাকাল সে, পরিমাপ করতে চাইল ওর ক্ষমতা। অবশেষে সাবধানে বলল, 'আমি হলে করতাম না, অন্তত এখন নয়। পরে যখন আসবে তখন দেখা করো। ডিলান,' আবার বলল সে, 'কঠিন মানুষ। রাজ্যের যত ভবঘুরে, রাসলার, গানম্যান, আউট-ল, হতচ্ছাড়া বদমাশের দেখা পাবে ওর ওখানে।'

'সে নিজেও গরু চুরি করে?'

'করলেও জানার উপায় নেই। ডিলান প্রাক্তন আর্মি সার্জেন্ট, লড়াকু লোক; চতুর এবং ক্ষমতাবান। শেরিডানের সঙ্গে ছিল।'

'আমিও,' শান্ত কণ্ঠে জবাব দিল শ্যানন।

দরজা বন্ধ হবার শব্দে ঝট করে মুখ তুলে তাকাল ও, নড়তেও ভুলে গেল কিছুক্ষণের জন্যে। দোরগোড়ায় এসে দাঁড়িয়েছে ক্লিফটন হাউসে দেখা সেই মেয়েটা, ওকে দেখছে, চিনতে পেরে বিস্ফারিত হয়ে গেল চোখজোড়া। চট করে উঠে দাঁড়াল শ্যানন। 'হাউডি, ম্যা'ম? ভাল?'

অদ্ভুত দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকাল মেয়েটা, তারপর মাথা দোলাল, এগিয়ে এসে কাছের একটা টেবিলে বসল। কিছু না বললেও কৌতূহলী হয়ে উঠল শেরিফ লিল মেসি। খাবার এনে শ্যাননের সামনে নামিয়ে রাখল ওয়েট্রেস। শ্যাননের নির্দেশে কফি এনে দিল শেরিফকে। সামনে ঝুঁকল সে, মুখ তুলে তাকাল শ্যানন।

'বাবুর্চি বলেছে, খাঁটি ম্যাদেইরা ছাড়া ও সস বানায় না,' বলল মেয়েটা।

হাসল শ্যানন। 'মেসি, মনে হচ্ছে আরও ঘন ঘন এখানে আসতে হবে আমার, এত ভাল খাবার ফেলে দূরে থাকা কঠিন। নিজের রান্না আর কত খাওয়া যায়!'

আবার দরজা খুলে গেল, তিনজন পরিশ্রান্ত কাউহ্যান্ড ঢুকল ভেতরে, একটা টেবিলের চারপাশে চেয়ার টেনে বসে পড়ল। তিনজনের মুখেই খোঁচা খোঁচা দাড়ির জঙ্গল। বোঝা যায়, বহুদূর থেকে এসেছে। চেহারায় অনেক পথ চলার ছাপ। কাউহ্যান্ডদের একজন বিশালদেহী, ফোলা ফোলা গাল, চওড়া গর্দান; আরেকজনের গালে বেশ বড় একটা ক্ষতচিহ্ন, ডান হাতের কড়ে আঙুল নেই; তৃতীয়জনের ফ্যাকাসে চেহারা, চোখজোড়া প্রায় শাদা; কোমরের বেল্টে পিস্তল গোঁজা।

টেবিলে বসে কামরার চারদিকে নজর বোলাল ওরা। শেরিফকে সতর্ক চেহারায় মাপল। ওদের কৌতূহলী দৃষ্টির সামনে নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে বসে রইল মেসি। শ্যাননকে দেখে ওদের চেহারায় শ্রদ্ধার ভাব ফুটে উঠল। লম্বা লোকটা বারবার দেখতে লাগল ওকে, এর আগে কোথায় দেখেছে মনে করার চেষ্টা করছে যেন।

হোটেলের খাবার চমৎকার, কফিও ভাল। দিনের পর দিন পথ চলা, ওঅটর হোলের ধারে রাত কাটানো—এসবের পর এখন যেন স্বর্গের দেখা পেয়েছে ও। খানিক পর পর চোখ তুলে ক্লিফটন হাউসের সেই মেয়েটার দিকে তাকাচ্ছে শ্যানন, দুবার চোখাচোখি হয়ে গেল। কি নাম মেয়েটার?—ভাবল ও। এখানে থাকতে এসেছে কি?

এক মুহূর্ত ইতস্তত করে শেরিফের কাছে প্রশ্নটা রাখল ও। 'আমি ভেবেছি ওকে চেনো,' বলল শেরিফ। 'আসলে কদিন আগে পুব থেকে এসেছে ও। শহরের সেরা উকিল রবার্ট আর্লির ভাগ্নী লরি ওয়েবস্টার।'

'পশ্চিমে নতুন,' আবার বলল মেসি। 'কিন্তু চমৎকার ঘোড়া হাঁকায়। রিটা উইলিয়ামসকে বাদ দিলে সেরা ঘোড়সওয়ার।'

আপাদমস্তক শিউরে উঠল শ্যানন। পুরো একটি মিনিট চুপ করে রইল, তারপর ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কার কথা বললে?'

'রিটা উইলিয়ামস, ওদিকে দক্ষিণ-পশ্চিমে "এস-আর" র‍্যাঞ্চের মালিক। নিজেই চালায়। অবশ্য অভিজ্ঞ একজন ফোরম্যান আছে। পশ্চিমা মেয়েদের মত ঘোড়া হাঁকায় রিটা, শুনেছি রিও গ্র্যান্ডির তীরের লাইভ ওক কান্ট্রি থেকে এসেছে।'

'ঠিক জানো? নামটা পরিচিত ঠেকছে। ভুল করছ না তো?'

রসিকতার সুরে হাসল মেসি। 'বন্ধু,' মন্তব্য করল, 'ওকে একবার দেখলে জীবনেও ভুলতে পারবে না। স্প্যানিশ আর আইরিশ রক্ত বইছে ওর শরীরে, সুন্দরী আর কাকে বলে! মেয়ে, কিন্তু কীভাবে নিজেকে রক্ষা করতে হয় জানে। পুরুষের মতই পিস্তল আর উইনচেস্টার চালাতে পারে। কোনরকম ফালতু ব্যাপারে পাবে না তাকে। ওর সঙ্গে কেউ ঝামেলা করার চেষ্টা বা সাহস করে না। ফোরম্যানটা সারাক্ষণ ছায়ার মত থাকে পাশে। দশাসই শরীরের এক মেক্সিক্যান, সিক্স-গুটার দিয়ে ওকে কোয়েলের মাথা নামাতে নিজের চোখে দেখেছি।'

'কদিন হলো এখানে থাকছে?'

'বেশি দিন না, সাত আট মাস। এখানে এসে ড্যান ম্যারাব্‌ল-এর র‍্যাঞ্চটা কিনেছে, খোলনলচে বদলে ফেলেছে একেবারে। চেনা মুশকিল। নতুন করে র‍্যাঞ্চ হাউস বানিয়েছে, আস্তাবল বসিয়েছে। গরু আনিয়েছে বাইরে থেকে। তবে এবার মনে হচ্ছে কিছুটা ঝামেলা পোহাতে হবে ওকে, নতুন একটা আউটফিট আসছে এদিকে।'

কফিতে চুমুক দিল মেসি। 'কম্ব রিজের ওপাশে শহরের দক্ষিণ পশ্চিমের তৃণভূমিতে নিজের গরু চরায় রিটা। চারণভূমি হিসেবে জায়গাটা ভাল, নতুন আউটফিটের সঙ্গে ঝামেলায় জড়িয়ে পড়তে না হলে লাভজনক ভাবে র‍্যাঞ্চটা চালিয়ে নিতে পারবে ও।'

শেরিফ বিদায় নিলে লরি ওয়েবস্টারের দিকে মন দিল শ্যানন। দ্বিধায় ভুগছে, মেয়েটার সঙ্গে আলাপ করতে চায়, ওকে সব ব্যাখ্যা করে বলা দরকার। কিন্তু মেসির কথাগুলো বারবার ঘুরে আসছে মনে।

রিটা উইলিয়ামস এখানে! 'এস-আর' ব্র্যান্ডের অর্থ কি হতে পারে? শ্যানন আর রিটা? বিশ্বাস হয় না...একটা নির্দিষ্ট ব্র্যান্ড ব্যবহারের অনেক কারণ থাকতে পারে। ও এখানে এসেছে শিগ্‌গিরই জানতে পারবে রিটা, এবং অনিবার্যভাবে আবার ওদের দেখা হবে!

কামরার ওপাশে লম্বা চওড়া লোকটা এখনও জরিপ করছে ওকে, সঙ্গীদের কি যেন বলছে ফিসফিস করে। ব্যাপারটাকে গুরুত্ব দিল না শ্যানন, উঠে দাঁড়াল, এগিয়ে গেল লরি ওয়েবস্টারের দিকে। 'কিছু মনে কোরো না, মিস ওয়েবস্টার,' বলল ও, 'আসার পথে তোমাকে অস্বস্তিতে ফেলে দেয়ার জন্য ক্ষমা চাইছি। আমি সেদিন ইচ্ছে করে লড়াই করিনি, আমাকে বাধ্য করা হয়েছিল।'

'জানি। আমার বরং তোমার কাছে ক্ষমা চাওয়া উচিত, আসলে চোখের সামনে ঘটনাটা দেখে স্থির থাকতে পারিনি...তবে এখন বুঝতে পারছি, সেই দিন বাধ্য হয়ে হত্যা করেছিলে তুমি।'

'ধন্যবাদ,' এক পা পিছিয়ে এল শ্যানন। 'চলি, আবার দেখা হবে।'

হোটেল থেকে বাইরে বেরিয়ে এল শ্যানন, বুঝতে পারছে ডাইনিং রুমের অপর তিনজন লোকের দৃষ্টি ওর দিকে।

কড়া রোদে ঝলমল করছে রাস্তা। খড় কাঠ আর ধুলোর সুবাস ভাসছে হাওয়ায়। রসদপত্র নিয়ে এবার ফিরতে হয়. কিন্তু ইচ্ছে করেই দেরি করছে ও,

ফিরে যেতে মন চাইছে না।

আজ যদি শহরে এসে থাকে রিটা? এমন তো হতে পারে এই মুহূর্তে কোন দোকানে কেনাকাটা করছে ও? কিন্তু রিটার সঙ্গে দেখা হলেও কিই বা আশা করতে পারে শ্যানন? একদিন ওর কাছ থেকে পালিয়ে এসেছিল, অনিশ্চিত জীবনের সঙ্গে মেয়েটাকে জড়াতে চায়নি, কারণ যে কোন মুহূর্তে গুলি খেয়ে মারা যাবার আশঙ্কা রয়েছে। এক সময় এটাই যুক্তিসঙ্গত কাজ বলে মনে হয়েছিল।

জনপদে ওর নাম কিংবদন্তীতে পরিণত হয়েছে, সবাই রহস্যময় চরিত্র হিসেবে জানে ওকে, পিস্তলে যার দক্ষতা হিকক, টম্পসন, ইয়্যার্প আর সাডেনের সমকক্ষ; জনশ্রুতি: ও নাকি হারডিনের চেয়েও ক্ষিপ্র, ওর স্নায়ু ডক হ্যালিডের চেয়ে শক্ত। কিন্তু খুব কম লোক ওকে সামনাসামনি চেনে, কারণ এক জায়গায় বেশিদিন থাকেনি ও, ভিন্ন ভিন্ন নাম ব্যবহার করেছে।

বারান্দার খুঁটি আর একটা বিশাল কটনউডের আড়াল থেকে লোক তিনজনকে হোটেল থেকে বেরিয়ে ঘোড়ায় চাপতে দেখল শ্যানন। তিনটে ঘোড়ার গায়েই 'ফোর-টি' ব্র্যান্ড। ওরা চলে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল ও, তারপর এম্পোরিয়ামের দিকে পা বাড়াল। প্রয়োজনীয় রসদপত্র কিনল, তারপর সেতু পেরিয়ে পশ্চিম শহরে এসে লিভারি স্ট্যাবলের সামনে ঘোড়া থামাল।

'প্যাক হর্স পাওয়া যাবে?'

'ডিলানকে জিজ্ঞেস করো, ও-ই ঘোড়ার মালিক।'

ইতস্তত করল শ্যানন। ডিলান ওকে চিনে ফেলতে পারে। অসংখ্য লোক শেরিডানের বাহিনীতে ছিল, কিন্তু আর যাই হোক এই শহরের কেউ ওর পরিচয় জেনে যাক তা চায় না ও। অথচ রসদপত্র নেয়ার জন্যে অতিরিক্ত ঘোড়া না হলে চলছে না।

করালের দিকে ইঙ্গিত করল লোকটা। 'হয়তো বুটিদারটা বিক্রি করতে পারে।'

মুখ থেকে পাইপ নামিয়ে উঠে দাঁড়াল সে। ছোটখাট গড়নের লোকটা, পরিশ্রমী, হাতের কড়া তার প্রমাণ। 'মার্শালের সঙ্গে দেখা হয়েছে।'

'মেসি? হ্যাঁ।'

'মেসি তো শেরিফ। মার্শাল হ্যারি লটের কথা বলছি আমি। এখনও দেখা না হয়ে থাকলে, হবে, অচেনা লোকদের ওপর হামলে পড়ার অভ্যেস আছে তার। লটের মতে, লোকজনকে ভেড়া বানিয়ে রাখতে না পারলে নাকি শহর চালানো যায় না।'

'মেসির সঙ্গে তার সম্পর্ক কেমন?'

'খারাপ। মেসি খুব ভাল মানুষ।'

একটু ইতস্তত করল লোকটা। 'আমার নাম হ্যামেট। এক কাজ করি, ডিলান ঘোড়া বিক্রি করবে কিনা জেনে আসি, ঠিক আছে?'

'তাহলে তো খুব ভাল হয়।'

---

* 'ঘেরাও' দেখুন।

করালে ঢুকে ঘোড়া দেখতে লাগল শ্যানন। এই ধরনের ঘোড়া খামারে দেখা যায় না। বাছাই করা স্বাস্থ্যবান পশু—আউট-লরা সচরাচর এইসব ঘোড়ার খোঁজ করে; কারণ পালানোর জন্যে দ্রুত গতির ঘোড়া প্রয়োজন ওদের। করালের কোণ ঘুরতেই দেখল, একটু আগে ও যেখানে দাঁড়িয়েছিল, বিশাল চওড়া কাঁধঅলা এক লোক দৌড়ে এসে দাঁড়িয়েছে সেখানে, এদিক ওদিক তাকাচ্ছে। লোকটার লম্বাটে চোয়ালে একটা রুক্ষ ভাব। হোলস্টারের পিস্তল দুটো উরুর সঙ্গে বাঁধা। অবিন্যস্ত নোংরা পোশাক পরনে। ভেস্টের বুকে ব্যাজ সাঁটা।

রাস্তা বরাবর ডিলানের ক্লাব ঘরের দিকে তাকাল লট, অপেক্ষা করতে লাগল। সিগারেট বানিয়ে ধরাল শ্যানন। বাইরে এসে সিঁড়ির কাছে থমকে দাঁড়াল হ্যামেট। ওকে ডাকল লট, রাস্তা পেরিয়ে এগিয়ে গেল সে। ওদের কথোপকথন স্পষ্ট শুনতে পেল শ্যানন।

'ঘোড়াটার মালিক কই?'

'বার-এ যাবে বলছিল,' বলল হ্যামেট। 'অচেনা।'

'দেখতে কেমন?'

'ভালই। তবে কঠিন মানুষ, কেউ খোঁচাতে গেলে বিপদে পরবে।'

'স্যাভোরি'স-এ গেছে?'

'জানি না? এখানে অন্তত আসেনি।'

হ্যামেটকে পেছনে ফেলে স্যাভোরি'স স্যালুনের দিকে এগিয়ে গেল হ্যারি লট। পেছন থেকে ওর দিকে তাকিয়ে রইল হ্যামেট। তারপর বাকস্কিনকে নিয়ে শ্যাননের কাছে এল। 'বুটিদারটার দাম পনের ডলার হাঁকছে ডিলান। ঘোড়া কিনে জলদি পালাও। হ্যারি লট মাতাল, ঝামেলা করার তাল করছে।'

'ধন্যবাদ,' হ্যামেটের হাতে ঘোড়ার দাম দিয়ে বলল শ্যানন। তারপর বুটিদারের গলায় দড়ি পরাল; বাকস্কিনে উঠে বসে হ্যামেটের উদ্দেশে হাত নাড়ল, এগোল সামনে। গাছপালার আড়ালে আড়ালে ক্রীকে নামল। খুরের শব্দে লট বেরিয়ে আসতে পারে ভেবে সেতু পেরোনোর ঝুঁকি নিল না।

এম্পোরিয়ামে ফিরে একটা প্যাক-স্যাডল কিনল শ্যানন, বুটিদারের পিঠে চাপাল, চোখ কান খোলা রাখল হ্যারি লটের খোঁজে। বিরক্তির সঙ্গে উপলব্ধি করল, অনিবার্য একটা ব্যাপার অনর্থক পাশ কাটানোর চেষ্টা করছে ও।

হঠাৎ ঘোড়ার খুরের শব্দে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল শ্যানন। দশ-বার জনের এক দল রাইডার ছুটে আসছে ঝড় তুলে। ডায়মন্ড প্যালেস আর পাইননাটের সামনে ঝটপট ঘোড়া থেকে নেমে ফাঁকা গুলি আর হৈ-হুল্লোড় করতে করতে ভেতরে ঢুকে পড়ল তারা। সর্দার গোছের দীর্ঘদেহী একজন বাইরে থাকল, সঙ্গে ছিপছিপে ছোটখাট গড়নের ফ্যাকাসে চেহারার এক লোক—তার চোখজোড়া প্রায় শাদা।

লম্বা লোকটা দাঁত দিয়ে সিগারের গোড়া কাটল, ঠিক এই সময় স্যাভোরি'স থেকে বেরিয়ে ছুটে এল হ্যারি লট। 'এত হৈচৈ কিসের?' জিজ্ঞেস করল সে। 'গুলির আওয়াজ শুনলাম যেন?'

শীতল কর্তৃত্বের সুরে জবাব এল, 'ওরা আমার লোক, মার্শাল, ফাঁকা গুলি

করেছে। এখন থেকে প্রায়ই এখানে আসবে ওরা। তবে কোনরকম অঘটন ঘটবে না, সামান্য হট্টগোল ছাড়া–বোঝা গেছে?'

হ্যারি লটের চোখজোড়া জ্বলে উঠল। লোকটা কেবল ঝগড়াটে নয়, আরও বেশি কিছু, বুঝতে পারল শ্যানন। একপাশে সরে গেছে ফ্যাকাসে চেহারা, হঠাৎ নড়াচড়ায় দৃষ্টি আকৃষ্ট হলো, সূর্যালোকে এই প্রথম তার চেহারা দেখতে পেল ও। ডি হ্যাভালিক!

কুখ্যাত খুনী ডি হ্যাভালিক। সনোরা ক্যাটল ওঅরে নৃশংসতার জন্যে 'বুচার হ্যাভালিক' নাম কিনেছিল সে। চেহারা দেখে বোঝা যায় না, কিন্তু লোকটা র‍্যাটল সাপের চেয়েও মারাত্মক, বিদ্যুৎ গতিতে পিস্তল চালায়।

হ্যারি লট এখনও তাকে দেখেনি, কিংবা দেখলেও হিসেবে ধরেনি, দীর্ঘদেহীর দিকেই তার মনোযোগ, হত্যা করার জন্যে খেপে উঠেছে।

কাজটা কেন করল জানে না শ্যানন, হয়তো কারও মৃত্যু দেখতে চায় না বলে; নিচু গলায় হ্যারি লটের উদ্দেশে কথা বলে উঠল ও, 'সামলে, লট! ওই লোকটা হ্যাভালিক!'

নাম শুনে আড়ষ্ট হয়ে গেল হ্যারি লট। হ্যাভালিককে এক নজর দেখেই আবার দীর্ঘদেহীর দিকে ফিরল। 'তুমি কে?' জিজ্ঞেস করল।

'আমার নামটা মনে গেঁথে রাখো,' সোজা হয়ে দাঁড়াল লোকটা। 'জেরেড টেটলো! পঞ্চাশ জন রাইডার আছে আমার, এই শহরটাকে ধুলোর সঙ্গে মিশিয়ে দেবে একটু এদিক ওদিক হলেই!'

নির্বোধ নয় হ্যারি লট। ইতিমধ্যে তৃতীয় লোকটাকে দেখতে পেয়েছে সে। ওয়েস্টওঅটরের ডাইনিং রুমের সেই লম্বা লোকটা পঞ্চাশ গজ দূরে দাঁড়িয়ে ঘোড়ার পিঠে রাইফেল রেখে তাক করেছে লটকে।

হার মানা ছাড়া উপায় নেই, বুঝতে পারল লট।

'তোমার লোকদের সামলে রেখো,' বলল সে, 'তাহলে আমার দিক থেকে কোন ঝামেলা হবে না।' ঘুরে এম্পোরিয়ামের দিকে পা বাড়াল। বাঁকা চোখে তাকাল শ্যাননের দিকে।

হোটেলে ঢুকল টেটলো আর হ্যাভালিক। নাপিতের দোকানের সামনে ঘুরঘুর করতে লাগল রাইফেলধারী।

সন্দেহভরা চোখে শ্যাননকে জরিপ করল হ্যারি লট। 'আমার প্রাণ বাঁচিয়েছ তুমি,' বলল সে। 'আরেকটু হলেই গিয়েছিলাম!'

'কেউ মারা যাক আমি চাইনি।'

'হ্যাভালিকের কথা আগেও শুনেছি,' বলল ল্যারি লট। 'কিন্তু তুমি?'

'লোকে আমায় ন্যাশ বলে জানে। নামটা আমার ভাল লাগে।'

রসদপত্র বস্তায় ভরে আবার স্যাডলে চাপল শ্যানন, সেতু পেরিয়ে ভিলানস ক্লাবের পাশ দিয়ে স্যাভোরি'স স্যালুন পেছনে ফেলে পাহাড়ের দিকে এগিয়ে গেল।

উদ্ধত বুড়োর নাম জেরেড টেটলো, ক্লিফটন হাউসে ওর হাতে নিহত ছেলেটার বাবা! শত্রু হিসেবে ভয়ঙ্কর; এবং তার সঙ্গে রয়েছে ডি হ্যাভালিক!

দুই

হর্সহেড থেকে বেরিয়ে পশ্চিম দিকে এগিয়ে চলল শ্যানন। আর্লি অভ দ্য হুইস্পারিং উইন্ড উত্তরে, কিন্তু সরাসরি সেখানে যাবে না ও, তাতে কৌতূহলী যে কারও পক্ষে ওর ট্রেইল অনুসরণ করা সহজ হবে।

টেটলোকে দেখেই বুঝে গেছে শ্যানন, এবার কেমন প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হবে। ছেলের হত্যাকারী হাতের কাছে জানতে পারলে প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে অস্থির হয়ে উঠবে বুড়ো।

রিজের চূড়ায় উঠে কয়েকবার ব্যাক ট্রেইল জরিপ করল ও। ওর অনুমানে ভুল নেই, কেউ লেগেছে পেছনে। সন্ধ্যার দিকে একটা আঁকাবাঁকা প্রায় অব্যবহৃত ট্রেইল ধরে বাটস ক্যানিয়নের মুখে পৌঁছুল শ্যানন। ক্যানিয়নে ঢোকার আগে বেশ খানিকটা সময় নিল, জন্তু জানোয়ারের চরাচরের চিহ্ন আছে কিনা দেখতে। ক্যানিয়নের ভেতরটা গুহার মত, কালো অন্ধকার, তবু বাকস্কিনের ওপর আস্থা রেখে এগোল ও, জানে পাহাড়ী গেল্ডিংটা নিরাপদে পার করে নেবে ওকে। ক্যানিয়নের তলদেশ প্রায় শীতল।

প্রথম বাঁকে পৌঁছে উত্তর পশ্চিমের মালভূমির দিকে যাওয়া একটা সংকীর্ণ প্যাসেজ বেছে নিল ও। এ পথে বেরোনোর ট্রেইল আছে কিনা সে সম্পর্কে ধারণা নেই শ্যাননের, কিন্তু ঝুঁকি না নিয়ে পারছে না।

শাখা ক্যানিয়ন ধরে বেশ খানিকটা এগোনোর পর হঠাৎ ডানে মোড় নিল বাকস্কিন। ঘোড়া থামিয়ে স্যাডল থেকে নামল শ্যানন, হাতের আড়ালে দেশলাই জ্বেলে ক্যানিয়নের মাটি পরীক্ষা করল। বুনো হরিণ আর পাহাড়ী ঘোড়ার একটা ট্রেইলই বেছে নিয়েছে বাকস্কিন। আবার স্যাডলে চেপে বাক-কে আপন ইচ্ছেয় এগোতে দিল ও। ঘণ্টাখানেক পর মেসার চূড়ায় উঠে এল ওরা। উত্তরে পাহাড়ের গায়ে একটা 'নচ' দেখে সেদিকে ঘোড়া হাঁকাল শ্যানন।

শীতল রাত, তারাজ্বলা আকাশ যেন নিচে নেমে এসেছে। ঘোড়াকে বিশ্রাম দেয়ার জন্যে বার কয়েক যাত্রা বিরতি করল ও। চলার পথে যখনই পারছে পাথুরে চাতাল ধরে এগোচ্ছে। ভোরের দিকে একটা জুনিপার বনে ক্যাম্প করল শ্যানন, এক চিলতে ঘেসো জমিতে বেঁধে রাখল ঘোড়া দুটো।

শুকনো ডালপালা দিয়ে আগুন জ্বালল, যাতে ধোঁয়া না হয়। সময়টা সকাল। নাশতা বানিয়ে খেলো ও। আবার রওনা হবার আগে দূরবীন বের করে একটা পাথরের আড়ালে বসে মিনিট পনের খুঁটিয়ে আশপাশের এলাকা জরিপ করল। জনপ্রাণীর চিহ্ন নেই কোথাও, ধোঁয়ার ক্ষীণ রেখাও চোখে পড়ল না।

আবার ঘোড়ায় চাপল শ্যানন, এগিয়ে চলল আরও রুক্ষ কঠিন পাহাড়ের দিকে। সম্পূর্ণ এলাকাটা বিরান; দোমড়ানো চাতাল, বিশাল বেসিন, ছুরির ফলার মত সুচাল রিজ আর স্যান্ডস্টোনের ঢিবিতে ভরা। উত্তাপ ছড়াতে ছড়াতে মাথার

ওপর উঠে এল সূর্য। সূর্যের প্রখর আলোয় অদ্ভুতভাবে ক্ষয়ে যাওয়া স্যান্ডস্টোন ঢিবিগুলো ভূতের মত নাচতে লাগল। ওকে বিদ্রূপ করছে যেন ঘূর্ণি হাওয়া! বহুদূরে নীল পর্বতমালার সারি চোখে পড়ছে।

ঘামে পরনের কাপড় ভিজে গেছে, লোনা ঘাম ঢুকে পড়ছে চোখে। ঘামে ভিজে আরও গাঢ় হয়েছে বার্কস্কিনের রঙ। জুনিপারের পাতায় পাতায় জমে ওঠা ধূলিকণা ঝরছে ওদের মাথায়। কিন্তু থামল না ওরা, আরও উত্তরে এগিয়ে চলল। কাছেপিঠে কোন ওঅটর হোলের অস্তিত্বের কথা জানা নেই শ্যাননের। এদিকে এর আগে মানুষের পা পড়েছে বলে মনে হয় না।

বাতাসে ক্ষয়ে যাওয়া চ্যাপ্টা পাথরের ওপর দিয়ে একটানা প্রায় দশমাইল এগোল শ্যানন, এখন আর ট্রেইল খুঁজে পাবে না কেউ। হঠাৎ, যেন এতক্ষণ, উঁচু হতে হতে ক্লান্ত, ঢালু হয়ে নামতে শুরু করল মালভূমি; কয়েকটা বিরাট ধাপ পেরিয়ে একটা খুদে বেসিনে নামল ও। একটা বুনো ঘোড়ার ট্রেইল দেখে সেটা ধরে এগিয়ে একটা ছোট্ট চমৎকার নীল লেকের ধারে পৌছুল। এখানে ঘোড়াকে পানি খাইয়ে বিশ্রাম নিল, আয়েশ করে সিগারেট খেলো।

আবার যখন রওনা হলো, গোধূলির রঙ লেগেছে আকাশে, পুবে মোড় নিল ও। পাশে ব্লুজ পর্বতমালা। একটা প্রাকৃতিক বাঁধের ওপর দিয়ে পর্বতমালার দিকে গেছে পাহাড়ী ঘোড়ার ট্রেইল, এগোল সেটা ধরে। গভীর রাতে আরও একবার যাত্রাবিরতি করল। পরদিন ভোরের প্রথম আলোয় উপত্যকায় পৌঁছে গেল ও।

ওর অনুপস্থিতিতে এখানে কারও আসার আভাস চোখে পড়ল না। চুলোয় কফি চাপিয়ে ঘোড়া দুটোর পিঠ থেকে জিন লাগাম নামাতে শুরু করল শ্যানন। দলাইমলাই করল সযত্নে। এ ধরনের অত্যাচারে অভ্যস্ত বার্কস্কিন, আপত্তি করল না; কিন্তু প্রথমে নতুন মনিবের উদ্দেশ্য বুঝতে না পেরে অস্থির হয়ে উঠল বুটিদার, কিছুক্ষণের মধ্যেই শুকনো খড়ের আঁচড়ে আরাম বোধ করল সে, অবশেষে স্থির দাঁড়িয়ে থেকে উপভোগ করতে লাগল শ্যাননের আদর।

নাশতা সেরে বারান্দায় বসল শ্যানন। অস্ত্রগুলো পরিষ্কার করল। তারপর বেরোল খুদে জানোয়ার ধরার ফাঁদ পাতবে বলে। একান্ত বাধ্য না হলে গুলি ছুঁড়তে চায় না ও, গুলি না ছুঁড়েও অনেক শিকার করা যায়; তাছাড়া গুলি ছোঁড়ার ব্যাপারে শিকারীসুলভ অনীহাও কাজ করছে ওর মাঝে। মোকাসিন পায়ে হাঁটতে হাঁটতে কেবিনের প্রায় মাইল খানেক দূরে এসে পড়ল শ্যানন। কারণ ও জানে, এমন সময় আসতে পারে, যখন বাড়ির আশপাশে জন্তু-জানোয়ারের ওপর নির্ভর করতে হবে।

বুনো নিঃসঙ্গ জীবন যাপনে অভ্যস্ত শ্যানন। ইন্ডিয়ানের মত চলাফেরা করতে পারে; ওদের মত কষ্টও সইতে পারে। বুনো জীবনকে ওর মত চেনে খুব কম লোক। যদিও শহুরে আরাম আয়েশ সুযোগ সুবিধা ভাল লাগে, তবু এভাবে থাকলে স্বাচ্ছন্দ বোধ করে ও, অসুবিধে হয় না। কোন গাছ খাওয়া যায়, কোনটা ওষুধের কাজ করে; ক্যাম্পের জন্যে কিভাবে আশ্রয় আর থালাবাসন তৈরি করতে হয় সব ওর জানা। শুধু একটা হান্টিং নাইফ নিয়ে বা নিরস্ত্র অবস্থায়ই যে কোন জায়গায় বেঁচে থাকার ক্ষমতা রাখে।

গোলযোগের কেন্দ্র থেকে দূরে নির্জন এলাকা বেছে নিয়েছে ও, কিন্তু এখানেও মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে চাইছে ঝামেলা। অনভিজ্ঞ কোন লোকও এখানে কি ঘটতে যাচ্ছে তা অনুমান করতে পারবে। র‍্যাঞ্চ আর স্থায়ী জনবসতি থাকা সত্ত্বেও হর্সহেডকে ঠিক সংগঠিত সমাজ বলা যায় না। এই শহরের অধিবাসীদের অনেকেই পালিয়ে বেড়ানো ভবঘুরে; শক্ত সমর্থ এবং ভীষণ স্বাধীনচেতা; কিন্তু বেশির ভাগই গরিব। সামান্য জমিতে কয়েকটা গরু পুষে র‍্যাঞ্চিংয়ের চেষ্টা করছে। এরকম একটা জায়গায় বিশাল গরুর পাল নিয়ে হাজির হয়েছে জেরেড টেটলো, সঙ্গে অসংখ্য বেপরোয়া রাইডার। ভাল চারণভূমির এখানে অভাব। এই বিশাল গরুর পালের জন্য খাদ্যের ব্যবস্থা করা যাবে না।

টেটলো উদ্ধত স্বভাবের মানুষ, প্রতিটি কাজে সফল হয়ে ধারণা জন্মেছে, যে কোন কিছু চাইবার এবং নিয়ন্ত্রণের অধিকার একমাত্র তার। এদিকে স্থানীয় র‍্যাঞ্চাররাও একগুঁয়ে, গরুর মালিকের ওপর বেজায় অসন্তুষ্ট। এর চেয়ে মারাত্মক পরিস্থিতি আর হতে পারে না।

ভ্যালি-অভ-দ্য-হুইস্পারিং নিজের কেবিনে স্বস্তি বোধ করার মত কিছু দেখল না শ্যানন। লটের সঙ্গে টেটলোর আচরণের ভেতর দিয়েই সে কি ধরনের লোক পরিষ্কার হয়ে গেছে। কেউ বাধা দিতে গেলে নির্দ্বিধায় তাকে ধ্বংস করে দেবে সে।

রিটা উইলিয়ামসের উপস্থিতি আর টেটলোর ছেলেকে হত্যার ব্যাপার বাদ দিলে শ্যাননের সহানুভূতি খুদে র‍্যাঞ্চারদের প্রতি। সাম্রাজ্য নয় এখানে নিজস্ব একটা বসতি গড়ে তুলেছে ওরা। টেটলোর মত মাত্র একজনের ক্ষমতাবান হয়ে ওঠার অর্থ অসংখ্য মানুষের দুঃখ দুর্দশার সাগরে তলিয়ে যাওয়া। দুই প্রান্তের মধ্যে ভারসাম্য থাকা প্রয়োজন।

আজ থেকে প্রায় তিন বছর আগে এক বন্ধুকে সাহায্য করতে লাইভ ওক কান্ট্রিতে ছুটে গিয়েছিল ফ্র্যাঙ্ক শ্যানন*। সেখানে রিটা উইলিয়ামসের সঙ্গে পরিচয়। উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া একটা স্যালুন চালাত। স্যালুনটা আউট-ল অধ্যুষিত এলাকায় ছিল বলে বিক্রির চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে নিজেই চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিল ও। ওর বাবার বন্ধু দোআঁশলা এক তুখোড় ইয়াকু ইন্ডিয়ান, ক্রিস মেহলার ছিল ডানহাত, সর্বক্ষণের সঙ্গী। প্রথম দেখায়ই পরস্পরকে ভালবেসেছিল ওরা, কিন্তু শেষ পর্যন্ত নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছিল শ্যানন।

ওর অনিশ্চিত বিপদসঙ্কুল জীবনের সঙ্গে কোন মেয়েকে জড়াবার উপায় নেই। প্রতিদিন প্রতিটি মুহূর্তে বিপদাশঙ্কায় থাকতে হয় ওকে; ওর সঙ্গে জুটি বাঁধলে সারা জীবন নরক যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে মেয়েটাকে। কখন কীভাবে খ্যাতিলোভী গানম্যানের গুলিতে মরতে হবে ওকে, জানা নেই। ব্যাপারটা রিটা মেনে নিয়েছিল, তা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত এক রকম পালিয়েই গিয়েছিল ও।

ওই ঘটনার পরের বছর নিউ মেক্সিকোর সিডার ব্লাফ শহরে আবার ওদের

---

* 'অস্থির সীমান্ত' দেখুন।

দেখা হয়। শহরের কাছে এক পাহাড়ী উপত্যাকায় 'ন্যাশ' নাম নিয়ে সংসার পাতার পরিকল্পনা নিয়েছিল শ্যানন। ওখানে যাবার পর পরই জানতে পারে সীমান্তের সেই স্যালুন বিক্রি করে সিডার ব্লাফে চলে এসেছে রিটা উইলিয়ামস। নতুন করে হোটেল ব্যবসা চালু করেছে। কাছাকাছি থাকলেও সঙ্কোচে রিটাকে এড়িয়ে চলত ও। ভালই কাটছিল দিন। হঠাৎ একদিন টেক্সাস রেঞ্জার লী হল খবর পাঠাল কেইন ইউস্টন নাকি ভ্রাতৃহত্যার প্রতিশোধ নেয়ার জন্য শ্যাননের খোঁজে বেরিয়ে পড়েছে। শ্যানন যেন সাবধানে থাকে। এদিকে সিডার ব্লাফের এক ধনী ব্যবসায়ী-জমির মালিক শ্যাননসহ আরও কয়েক ঘর উপত্যকাবাসীকে উৎখাত করার জন্যে উঠে পড়ে লাগল। রিটাকে চাপ দিল তাকে বিয়ে করার জন্যে। ফলে দেখা দিল সঙ্কট, বাধল সংঘাত। সঙ্কটের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হলো রিটা। আর চুপচাপ বসে থাকতে পারল না শ্যানন। রিটাকে রক্ষা করতে আর নিজেকে বাঁচাতে আবার অস্ত্র তুলে নিল হাতে। জমি-মালিকের মোকাবিলা করল। ওকে মারতে এসে শেষ পর্যন্ত বন্ধুতে পরিণত হলো কেইন ইউস্টন। সিডার ব্লাফের কাছে শ্যানদের সঙ্গেই বাস করতে লাগল সে। কিন্তু গোলযোগের কারণে স্বভাবতই শ্যাননের আসল পরিচয় জানাজানি হয়ে গেল। রিটার ভার কেইন আর মেহ্লারের ওপর ছেড়ে সিডার ব্লাফ ত্যাগ করল ও, আবার পথে নামল।

অবশেষে এখানে এসে থিতু হবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ও। কিন্তু এখানেও চলে এসেছে রিটা, এই বুনো নির্জন এলাকায় র‍্যাঞ্চ গড়ে তুলেছে। রিটার কি ধারণা, জায়গাটা যেহেতু নির্জন, একদিন শ্যানন এখানে আসবেই? না ওকে ভুলে গিয়ে নতুন জীবন শুরু করেছে মেয়েটা? নাকি, কথাটা ভাবতেই শিউরে উঠল শ্যানন, অন্য পুরুষ এসেছে তার জীবনে? প্রশ্নটা মাথায় রেখেই পরের তিনটি দিন কাজ করে গেল ও, অস্থির হয়ে উঠল এক সময়। বাটালির সাহায্যে লাঙ্গল তৈরি করল। হর্সহেডে কেনা শস্যের কিছু অংশ চাষ করবে বলে আলাদা করে নিল। লাঙ্গল দিয়ে জমি চষে ভুট্টা আর সবজির বীজ বুনল।

সন্ধ্যায় ঘোড়ার পিঠে আশপাশের এলাকা জরিপ করতে বের হলো শ্যানন। ক্যানিয়ন আর মেসাগুলোর সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠ হলো ওর পরিচয়। হর্সহেডের ধারেকাছে কোথাও এমন চমৎকার চারণভূমি নেই, মনে মনে ভাবল।

চতুর্থ দিন ভোরে বাকস্কিনের পিঠে স্যাডল চাপাল শ্যানন, মিউল ক্যানিয়ন ট্রেইল ধরে এগোল। সোজা পথে দুপুরের দিকে হর্সহেডে পৌঁছুল, পশ্চিম দিক থেকে শহরে ঢোকার জন্যে ঘুরপথে এগোল।

চার ঘোড়ায় টানা একটা স্প্রীং-ওয়্যাগন দাঁড়ানো এমপোরিয়ামের সামনে, 'ফোর-টি', টেটলোর ব্র্যান্ড। রাস্তায় 'ফোর-টি' ব্র্যান্ডের আরও তিনটে ঘোড়া দেখল ও, পাশে তিনটে শাদা পাঅলা একটা সোরেল, 'এস-আর' ব্র্যান্ড।

চট করে ঘুরে দাঁড়াল শ্যানন, রাস্তা থেকে সোজা ওয়েস্টওঅটরের ডাইনিংরুমে চলে এল। ও ঢুকতেই চৌকো চেহারার ধূসর চুলো এক লোক শীতল নীল চোখে তাকাল। কৌতূহল ঝিলিক দিয়ে উঠল তার চোখে। সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে দাঁড়াল শ্যানন, কামরার অপর প্রান্তের একটা টেবিলে গিয়ে বসে পড়ল।

কিন্তু লাভ হলো না। ধূসরচুলো সোজা এগিয়ে এসে ওর উল্টোদিকে বসে পড়ল। লোকটার শান্ত আত্মবিশ্বাসী আচরণ আর পরনের নিপাট পোশাক শ্যাননের পছন্দ হলো।

'আমার নাম ডিলান।'

'আমি ন্যাশ।'

'তোমাকে আমার মনে আছে, মেজর-ন্যাশ।'

একটুও বদলাল না শ্যাননের মুখের ভাব। গৃহযুদ্ধ শেষে মেজর শ্যানন হিসেবে অবসর নিয়েছিল ও।

'তুমি নাকি শেরিডানের সঙ্গে ছিলে?'

'আমাকে তোমার মনে থাকার কথা নয়, কিন্তু তোমাকে আমার মনে থাকার পেছনে কারণ আছে। মিসিসিপির একটা ছোট্ট গ্রামে একবার দাঙ্গা বেধেছিল। দশজন সৈনিকের সঙ্গে তুমিও এসেছিলে লুটেরাদের কবল থেকে গ্রামকে বাঁচাতে। কিন্তু ওরা সংখ্যায় বেশি ছিল, তোমাদের পাঁচগুণ, পালাতে বাধ্য হয়েছিলে তোমরা।'

'খুব বিপদে পড়েছিলাম।'

'একটা আস্তাবলে ইউনিয়নের একজন সৈনিক আহত অবস্থায় পড়ে ছিল, একা। তোমরা আসার আগে একা গেরিলাদের সঙ্গে লড়াই করছিল সে। তোমরা অনেকটা পথ যাবার পর তার কথা তোমার কানে যায়।'

'মনে পড়েছে। গ্রামেরই একটা মেয়ে বলেছিল।'

'প্রচণ্ড গুলি বৃষ্টির ভেতর প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে আবার ফিরে এলে তুমি। সিক্স-গানের সাহায্যে লড়লে ওদের বিরুদ্ধে, ওরা তোমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল, বাউয়ি নাইফের সাহায্যে তিন তিনজন দাঙ্গাবাজকে মারলে, তারপর হাল ছেড়ে দিয়ে পালাল ওরা।'

'শুনে মনে হচ্ছে বিরাট কিছু করে ফেলেছি, না? আসলে ভাগ্য সেদিন আমায় সাহায্য করেছিল, আর কিছু না। বাইরের কড়া রোদ থেকে হঠাৎ অন্ধকার আস্তাবলে ঢোকায় চোখে ধাঁধা লেগে গিয়েছিল ওদের।'

ডিলানকে জরিপ করল শ্যানন। 'অনেক খবর রাখো দেখছি।'

'আমাকেই সেদিন আস্তাবল থেকে উদ্ধার করেছিলে তুমি। নইলে ঠিক মারা পড়তাম।'

'এতে আমার কোন কৃতিত্ব নেই, নেহাত কপাল গুণে বেঁচে গেছ।'

'তোমার কাছে তেমন মনে হওয়াই স্বাভাবিক।' দাঁত দিয়ে একটা সিগারের গোড়া কাটল ডিলান। 'এদেশটা নতুন, দুটো বিরাট আউটফিট মুখোমুখি হয়েছে, "এস-আর" এবং "ফোর-টি"। শিগগির লড়াই বাধতে যাচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে আমরা সবাই কিন্তু ফায়দা লুটতে পারি, কি বলো?'

'প্রচুর টাকা ঢালবে "ফোর-টি", সন্দেহ নেই,' শান্ত কণ্ঠে বলল শ্যানন, 'তাতে স্বভাবতই শহরে সচ্ছলতা আসবে। কিন্তু স্থানীয় রাসলারদের এতে খুব একটা লাভ হবে না, নিজেকে রক্ষা করার ক্ষমতা "ফোর-টি"র আছে।'

'হয়তো।'

'ডি হ্যাভালিক "ফোর-টি"র ফোরম্যান।'

আড়ষ্ট হয়ে গেল ডিলান, ঝট করে তাকাল শ্যাননের দিকে। 'হ্যাভালিক? এখানে?'

'যাই করো, বুঝে শুনে করো, ডিলান। আর'—শ্যাননের কণ্ঠস্বরে মৃদু পরিবর্তন লক্ষ্য করে ওর চোখের দিকে তাকাল ডিলান—'"এস-আর" ব্র্যান্ডের ওপর খামোকা উৎপাত করতে যেয়ো না?'

সতর্ক দৃষ্টিতে শ্যাননকে জরিপ করল ডিলান। 'তার মানে তুমি চাও না ওদের ঘাঁটানো হোক? কেন, নিশ্চয়ই বলবে না?'

'না।'

'আর টেটলো?'

'সে "এস-আর"-এর সঙ্গে লাগতে গেলে আমি তাকে দেখে নেব।'

বিরক্তির সঙ্গে সিগার দোলাল ডিলান। 'আমার জন্যে রইল কি?'

হাসল শ্যানন। 'তোমার টাকা পয়সার অভাব আছে বলে তো মনে হয় না। চেষ্টা করলে তুমি সৎভাবেও জীবনযাপন করতে পারো।'

এবার সশব্দে হেসে উঠল ডিলান। 'কাজটা কঠিন।' উঠে দাঁড়াল সে। 'যাই হোক, আমাকে তোমার বন্ধু বলেই জেনো।'

'ফোর-টি' ব্র্যান্ড, শহরবাসীরা অবশ্য ওটাকে 'ফর-টি' নামে ডাকছে, শহরের পুব সীমান্তে হেডকোয়ার্টার স্থাপন করেছে। ওয়্যাগনের পাশে ফিনিয়াস, অ্যান্ডি আর বেনকে নিয়ে বসে রয়েছে জেরেড টেটলো। মৃত ছেলের কথা বলছে সে। 'ওর খুনীকে খুঁজে বের করবই,' দৃঢ় কণ্ঠে বলল সে, 'খুন করব হারামজাদাকে।'

'বাবা,' বলল বেন। শান্ত কণ্ঠস্বর। 'ঝামেলা করে কী লাভ? বাড কেমন ছিল তুমি তো জানোই। সারাক্ষণই গোলমাল করতে চাইত, আমি কারও দোষ দিই না, নিজের ভুলে মরেছে ও।'

টেটলোর দুচোখ জ্বলে উঠল। 'আপন ভাই সম্পর্কে এ-কথা বলছ কীভাবে?'

টেটলোর সামনে আসন পেতে বসেছে ডি হ্যাভালিক। বাড প্রসঙ্গে আর সময় নষ্ট করল না বুড়ো র‍্যাঞ্চার। একটা কাঠির সাহায্যে বালির ওপর ম্যাপ আঁকল। 'ব্রাশি বেসিন আর ওটার পুবে গরু চরাচ্ছে কারসন, ওর ওখানে একটা ঝর্না আছে, শুকনোর দিনেও পানি থাকে। ওখানে যাব আমরা, জমি কেনার ব্যাপারে আলাপ করতে হবে।'

মুখ তুলে তাকাল সে। 'ডি, তুমি যাচ্ছ আমার সঙ্গে। গরুর পালের কাছে থাকবে অ্যান্ডি। ফিন, বেন আর অন্য দুজন রাইডারও যাবে। ক্রুজ আর স্টীলওয়ালকে ডাকো। কারসনের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি আমরা।'

আপত্তি করে লাভ নেই, অনিচ্ছা সত্ত্বেও সরেলের পিঠে চাপল বেন, অনুসরণ করল অন্যদের। দ্রুত এগোল ওরা। একটা খুদে কুঁড়ে ঘরের সামনে এসে রাশ টানল সবাই। মাঝবয়সী এক লোক রুমালে হাত মুছতে মুছতে এগিয়ে এল। 'এসো! বসো!' অতিথিদের স্বাগত জানাল সে। 'এইমাত্র খাবার বসানো হয়েছে চুলোয়, একটু পরেই হয়ে যাবে।'

'এ জায়গাটার জন্যে কত চাও?' হঠাৎ জিজ্ঞেস করল টেটলো।

চোখ পিটপিট করল কারসন। 'এটা?' মাথা নাড়ল সে, হাসল। 'উহুঁ, এ-জায়গা আমার খুব ভাল লাগে, বিক্রি করার প্রশ্ন ওঠে না। এটাই আমার নিজের বাড়ি, একমাত্র ঘর। অল্প কিছু গরু পুষছি আমি, আর–'

'কত?' আবার জিজ্ঞেস করল জেরেড টেটলো। 'ঝটপট বলে ফেলো! নষ্ট করার মত সময় আমার নেই!'

আড়ষ্ট হয়ে গেল কারসনের চেহারা। সতর্ক দৃষ্টিতে লোকগুলোর চেহারার দিকে তাকাল সে। 'তাহলে এই মতলব? তাই তো বলি! ভাবছিলাম এত বড় গরুর পাল নিয়ে কোথায় যাবে! যাই হোক, জায়গাটা আমি বেচছি না। আর কোন কথা বলার দরকার নেই।'

'এক হাজার ডলার পাবে,' সংক্ষেপে জবাব দিল টেটলো। 'এক হাজার ডলার আর একটা ঘোড়া নিয়ে কেটে পড়ো!'

'পাগল?' খেপে উঠল কারসন। 'এখানে চারশো গরু চরাচ্ছি। সাত হাজার একর জমির মালিক আমি, আরও কেনার কথা ভাবছি। এক হাজার ডলারে বিক্রি করে দেব! মাথা খারাপ?'

কিছু বলল না টেটলো। ঝাড়া দু'মিনিট পিনপতন নীরবতায় কেটে গেল। তারপর এক পা পিছিয়ে গেল কারসন, আরও এক পা। এতগুলো মানুষের কঠিন দৃষ্টির সামনে ভীত হয়ে পড়েছে।

'শেষ সুযোগ দিচ্ছি,' বলল টেটলো। 'এক হাজার ডলার আর একটা ঘোড়া পাবে, নাও, তারপর এ দেশ থেকে দূর হয়ে যাও!'

'জাহান্নামে যাও!' চিৎকার করে উঠল কারসন। ঘুরে দরজার দিকে ছুটে গেল। সঙ্গে সঙ্গে একটা পিস্তল গর্জে উঠল। শূন্যে উঠে গেল কারসন, তারপর হাত পা ছড়িয়ে আছড়ে পড়ল, মেঝের ওপর কামড় বসাল তার আঙুলগুলো, যেন হামাগুড়ি দিয়ে ঘরে যেতে চাইছে।

'তোমরা সবাই সাক্ষী,' সহজ কণ্ঠে বলল ডি হ্যাভালিক, 'পিস্তল বের করতে যাচ্ছিল সে।'

বেনের চেহারা ফ্যাকাসে। প্রথমে বাবা, তারপর ভাইয়ের দিকে তাকাল সে। কিন্তু ওদের চেহারা নির্বিকার, হ্যাভালিকের কাজ অনুমোদন করেছে ওরা।

'ফিন,' বলল টেটলো, 'তুমি শহরে যাও। শেরিফের সঙ্গে দেখা করে তাকে কি ঘটেছে বলবে। জলদি! কারপেন্টারের কাছে যাচ্ছি আমরা।'

চট করে ঘোড়া ঘুরিয়ে নিল ফিন, দ্রুত শহরের দিকে এগোল। জেরেড টেটলো আর হ্যাভালিকের নেতৃত্বে বাকিরা এগোল কারপেন্টারের বাড়ির দিকে। প্রায় ঘণ্টাখানেক পর গন্তব্যে পৌঁছুল ওরা। এক বাকেট দুধ নিয়ে বাড়ির দিকে এগিয়ে আসছিল কারপেন্টার। রাশ টেনে ঘোড়া থামাল টেটলো, হাতের ইশারায় ডাকল তাকে। 'এ জায়গাটার জন্যে কত চাও? আজ জমি কিনতে বেরিয়েছি আমি।'

সাবধানে অশ্বারোহীদলের দিকে তাকাল কারপেন্টার, ওদের তাকানোর ভঙ্গি সতর্ক করে তুলল ওকে। 'কি করে বলি,' মেপে মেপে বলল সে। 'বিক্রি করার

কথা কখনও ভাবিনি।'

'তাহলে এখন ভাবো,' জবাব দিল টেটলো। 'জমি দরকার আমার, অনেক জমি।'

ইতস্তত করল কারপেন্টার। এরা কারসনের বাড়ির দিক থেকে আসছে, মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে তার সঙ্গে আলাপ হয়েছে। বুড়ো জমি সংক্রান্ত তার পরিকল্পনার কথা বলেছে। বিশাল গরুর পালের কথাও স্থান পেয়েছে ওদের আলোচনায়। গুজব শোনা যাচ্ছে, আরও অনেক গরু নাকি আসছে।

'কারসন কি বলল?' কৌতূহলের সঙ্গে জিজ্ঞেস করল কারপেন্টার। 'ওর ওখান থেকে আসছ, না?'

'হ্যাঁ,' বলল হ্যাভালিক। 'চিন্তা নেই, ওর জায়গাটা আমরাই পাব।'

'কারসন বেচবে না,' দৃঢ়তার সঙ্গে বলল কারপেন্টার। 'ওর সঙ্গে কাল রাতে আমার কথা হয়েছে।'

'না,' সায় দিল টেটলো, 'বিক্রি করবে না। বিক্রি করার দরকার নেই। জমি ছেড়ে চলে গেছে সে।'

'চলে গেছে?' হতবাক কারপেন্টার। একে একে সবার দিকে তাকাল। পেছনে ঘরের ভেতর থেকে মৃদু আওয়াজ ভেসে এল, শব্দটার কারণ স্পষ্ট বুঝতে পারল সে। দেয়ালে ঝোলানো স্ক্যাটার গান নামিয়ে নিয়েছে ওর স্ত্রী।

'হ্যাঁ। কারসন আর ফিরে আসবে না। জমি কেনার কথা বলতেই তড়পড়িয়ে উঠল বুড়ো শয়তানটা, হাত বাড়াল পিস্তলের দিকে। আমরা আর কী করতে পারতাম, বলো?'

আবার টেটলোদের দিকে তাকাল কারপেন্টার। 'ও, আচ্ছা,' আস্তে করে বলল সে। 'যদি না বেচি?'

এক কদম এগিয়ে এল টেটলোর ঘোড়া। 'বেচতে তোমাকে হবেই,' শান্ত কণ্ঠে বলল সে। 'কি আছে তোমার?' নাক কোঁচকাল টেটলো। 'সামান্য কটা গরু বৈতো নয়! আর আমার, হাজার হাজার! এখানকার সব জমি আমার চাই। তোমাদের হাতে থাকলে খামোকা নষ্ট হবে, আমি এগুলোকে কাজে লাগাব। এক হাজার টাকা দেব তোমাকে। বাকবোর্ড আর ঘোড়া দুটো রেখে দিতে পারো, বউ নিয়ে যাবার সময় লাগবে।'

'ফ্রি!' কেবিনের জানালা দিয়ে কারপেন্টারকে ডাকল মহিলা কণ্ঠ। 'ওদের সঙ্গে কথা বলে কাজ নেই। দুধ থেকে মাখন বানাতে হবে। ভেতরে এসো।'

'এক চুলও নড়বে না!' চেঁচিয়ে বলল টেটলো, ক্রমেই উত্তেজিত হয়ে উঠছে সে। 'আমার কথা শেষ হয়নি!'

'কোন কথা নয়,' মহিলা কণ্ঠ শান্ত, শীতল। 'আমার হাতে একটা কোল্ট রিভলবিং স্ক্যাটার গান, পর পর চারটে গুলি বেরোয় এটা থেকে। তোমাদের জন্য যথেষ্ট। নাও, এবার উল্টো পথ ধরো। ওর গায়ে যদি একটা টোকা লাগে গুলি ছুঁড়তে শুরু করব!'

আড়ষ্ট হয়ে গেল জেরেড টেটলো, রক্ত জমে লাল হয়ে গেল চেহারা।

'সামলে বাবা,' বলল বেন, 'মিথ্যে বলছে না সে।'

'ঠিক,' বলল হ্যাভালিক। 'মোটেই ইয়ার্কি মারছে না মেয়েলোকটা, এই দূরত্বে একটা গুলিও ফসকাবে না।'

শান্ত হলো টেটলো। সত্যি কথা বলেছে হ্যাভালিক। যাক গে, এক দিনের জন্যে যথেষ্ট খুনখারাবী হয়েছে আজ। 'ঠিক আছে!' চিবিয়ে চিবিয়ে বলল সে। 'আজ যাচ্ছি। কিন্তু আবার আসব। বিক্রি করার জন্যে তৈরি থেকো। জায়গাটা আমার চাই!'

ঝটপট ঘোড়া ঘুরিয়ে ক্যাম্পের পথ ধরল ওরা। 'বাবা,' যেচে বলল বেন, 'কারসনের ব্যাপারটা শেরিফ কীভাবে গ্রহণ করে দেখার জন্যে আমাদের একটু সময় নেয়া উচিত ছিল।'

নাক সিটকাল টেটলো। 'রাস্তায় ওকে স্বচক্ষে দেখেছ তুমি! লোকটা বন্দুকবাজ কিন্তু ওকে বশ করা যাবে। এসব লোককে কীভাবে কায়দা করতে হয় আমি জানি!'

'ওই লোকটা শেরিফ নয়,' বলল বেন।

'শেরিফ নয়?' প্রতি মুহূর্তে খেপে উঠছে টেটলো। ওর এই ছেলেটা কেন যে-'কি বলতে চাও? শেরিফ নয়? ওর বুকে ব্যাজ দেখোনি?'

'ও টাউন মার্শাল, বাবা, শেরিফ না। শুনেছি এখানকার শেরিফ নাকি অন্যরকম।'

ভুরু কোঁচকাল জেরেড টেটলো। সহসা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ল সে। লট শেরিফ নয়! লোকটাকে এক নজর দেখেই নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল সে, চিন্তার কারণ নেই। ভয় দেখিয়ে কাবু করা না গেলে টাকা দিয়ে কিনে নেয়া যাবে-কিংবা দলে অন্তর্ভুক্ত করে নেবে।

'আগে বলোনি কেন?' কৈফিয়ত তলব করল টেটলো। 'এত কথা বলতে পারো, আর দরকারি কথাটা ভুলে গেলে?'

'বলতে চেয়েছি, তুমি শোনোনি,' জবাব দিল বেন। 'আমার কথায় কখনও তুমি কান দাও না। কিন্তু এখন আমার কথা শোনার সময় হয়েছে।'

বিস্মিত চোখে ওর দিকে তাকাল টেটলো। 'আমাকে তাহলে দুধের বাচ্চার কথায় চলতে হবে, অ্যাঁ?' আবার কৈফিয়ত দাবী করল সে। 'কথা যা বলার নিজেকেই বলো। কি করতে হবে সেটা আমি ভাল বুঝি!'

'ঠিক আছে,' সংক্ষেপে জবাব দিল বেন। 'দেখা যাবে কীভাবে শেরিফকে সামাল দাও!' ঘোড়া ঘুরিয়ে জুনিপারের ভেতর দিয়ে ছুটে গেল সে। ভুরু কুঁচকে ওর গমনপথের দিকে চেয়ে রইল জেরেড টেটলো। রাগে লাল হয়ে গেছে চেহারা। নিজের লোকদের কাছ থেকে বিরোধিতা এলে খেপে ওঠা স্বাভাবিক।

কেউ কিছু বলল না, কারও দিকে তাকাল না, হেডকোয়ার্টার ওয়্যাগনের দিকে নিঃশব্দে এগিয়ে চলল ওরা।

অশ্বারোহীদলের বেশ খানিকটা দূরে এসে ঘোড়া থামাল বেন। ওরা চলে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল। কী হতে যাচ্ছে শেষ পর্যন্ত? বাবা কি ভাবে, দুনিয়ার তাবৎ লোক তার সামনে কুঁকড়ে যাবে! সবাই তার বশ্যতা স্বীকার করে নেবে? আর ডি হ্যাভালিক! লোকটা অসহ্য!

সরেল ঘুরিয়ে শহরে এসে ঢুকল বেন। হিচ রেইলে ঘোড়া বাঁধল। ফিনকে দেখল না কোথাও: হয় এখনও শেরিফের দেখা পায়নি, কিংবা ওকে নিয়ে কারসনের র‍্যাঞ্চের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়েছে। হোটেলের একজন নামী বাবুর্চি আছে মনে পড়তেই সে দিকে পা বাড়াল।

ক্যাফেতে মাত্র দুজন খদ্দের রয়েছে। ছিপছিপে গড়নের ধূসর পোশাক পরা সুন্দরী এক তরুণী, আর একজন পুরুষ।

দরজার দিকে মুখ করে একা একটা টেবিলে বসেছে লোকটা, ধূসর ফ্লানেলের শার্ট গায়ে, গলায় প্যাঁচানো সিল্কের কালো রুমাল। পরনে কালো জিন্স। হোলস্টারের মাথা দুটো উরুর সঙ্গে বাঁধা; কালো চ্যাপ্টা চূড়ার টুপিটা কাছেই দেয়ালের পেরেকের সঙ্গে ঝুলছে। বেন ভেতরে পা রাখতেই মুখ তুলে তাকাল লোকটা, সতর্ক দৃষ্টিতে জরিপ করল ওকে। এই দৃষ্টির কথা কোনদিন ভুলবে না বেন। সতর্ক অথচ দুর্বোধ্য। একমাত্র নেতাগোছের লোকেরাই এভাবে তাকায়।

আবার মেয়েটার দিকে চোখ গেল ওর। শুধু আকর্ষণীয়া বললে ভুল হবে, মেয়েটা সত্যি রূপসী। হঠাৎ মেয়েটার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার বাসনা হলো বেনের।

কালো পোশাক পরা লোকটা উঠে দাঁড়াল, টুপিটা তুলে নিল হাতে। টেবিলের ওপর কিছু খুচরো পয়সা ফেলে আবার তাকাল বেনের দিকে। বন্ধুসুলভ দৃষ্টি। 'এখানকার খাবারটা ভাল,' বলল সে। 'কাউক্যাম্প-এ কখনও এমন খাবার পাবে না।'

চট করে হাসল বেন। 'আমিও তাই শুনেছি।'

মেয়েটার টেবিলের পাশে থামল দীর্ঘদেহী লোকটা। 'এখানে কেমন লাগছে, মিস ওয়েবস্টার? ঘোড়ায় চড়ে বেড়ানো ছাড়া তেমন কিছু তো করার নেই।'

'সেটাই করি। ঘোড়ায় চড়তে আমার ভাল লাগে,' বলল মেয়েটা। একটু থেমে জিজ্ঞেস করল, 'তাহলে আমায় ক্ষমা করেছ?'

হেসে মাথা দোলাল লোকটা। তারপর মেয়েটার কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে দরজার দিকে পা বাড়াল।

দীর্ঘদেহীর দিকে চেয়ে রইল বেন টেটলো। 'কি দোষ করেছিল মেয়েটা?' আপন মনে ভাবল।

ঢোক গিলে গলা পরিষ্কার করে নিল সে। 'চমৎকার মানুষ,' যেচে আলাপ শুরু করল।

কিশোরীসুলভ গাম্ভীর্যের সঙ্গে ওর দিকে তাকাল মেয়েটা, যেন অচেনা লোকের সঙ্গে কথা বলতে কেউ নিষেধ করেছে। 'হ্যাঁ, ঠিক বলেছ। অথচ ওকেই কিনা বিশ্রী সব কথা বলেছিলাম, ভাবলে লজ্জায় মাথা হেঁট হয়ে আসে। আসলে কি জানো, মাত্র পুব থেকে এসেছি তো, তাই নিজের চোখে ওকে মানুষ হত্যা করতে দেখে স্থির থাকতে পারিনি।'

'বুঝতে পারছি। কাউকে খুন হতে দেখা মোটেই সুখের কথা নয়, হত্যাকাণ্ডটা ন্যায়সঙ্গত হলেও।'

'জানি,' বলল লরি ওয়েবস্টার, 'ন্যায়সঙ্গত কারণেই হত্যা করেছিল ও।'

তিন

দেখামাত্র বেন টেটলোর পরিচয় অনুমান করে নিয়েছে ফ্র্যাঙ্ক শ্যানন, তাই বাইরে চলে এসেছে। ফুটপাথ-এ দাঁড়িয়ে ভুরু কোঁচকাল ও, চারদিকে নজর বোলাল।

টেটলো কিংবা তার লোকজনকে এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয়, সংখ্যায় তারা অনেক, তাছাড়া, শহরটা ছোট।

ইতিমধ্যে নতুন কিছু ঘটল কিনা জানা দরকার। রাস্তায় নামতেই দেখল দীর্ঘ অথচ সামান্য কুঁজো এক তরুণ শেরিফকে নিয়ে অফিস থেকে বেরিয়ে আসছে। এই যুবকই যে ফিন টেটলো বুঝতে পারল না শ্যানন, তবে তার ঘোড়ার গায়ে 'ফোর-টি' ব্র্যান্ড লক্ষ্য করল।

শেরিফের কাছে কেন এসেছে ওরা? মেসির চোখমুখ কেমন যেন গম্ভীর দেখাল। ওরা ওকে পাশ কাটিয়ে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল শ্যানন, তারপর রাস্তা পেরিয়ে শেরিফের অফিসের দিকে পা বাড়াল। চওড়া গোঁফঅলা এক বুড়ো ডেস্কের ওপর পা তুলে বসেছিল, শ্যাননকে দেখে মাথা নাচাল। 'হাউডি! বলো, কি করতে পারি!'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে মৃদু হাসল শ্যানন। 'কিছু না। ঘুরতে ঘুরতে এসে পড়লাম।' মাথা দুলিয়ে পুব দিকে ইশারা করল শ্যানন। 'মেসিকে গম্ভীর দেখলাম যেন?'

পিকদানিতে থুতু ফেলল বুড়ো জেলার, ঠিক মাঝখানে গিয়ে পড়ল। 'দশ বছরে একবারও ফসকায়নি,' বলল লোকটা, হাতের পিঠে মুখ মুছল। 'গম্ভীর হওয়াই স্বাভাবিক। ডি হ্যাভালিকের সঙ্গে ঝগড়া বাধিয়ে পিস্তল বের করতে গিয়েছিল কারসন, মারা গেছে। বুড়োর মাথা নির্ঘাত খারাপ হয়ে গিয়েছিল!'

'কারসন?' মাথা নাড়ল শ্যানন। 'চিনলাম না।'

'ওদিকে পশ্চিমে থাকত, ছোট্ট এক চিলতে জমি, আর কিছু গরু ছিল ওর। টেটলোর ছেলে বলল, কারসনের কাছে জমি কেনার জন্যে গিয়েছিল ওরা। প্রথমে ওদের দূর দূর করে তাড়িয়ে দিতে চেয়েছিল সে। ওরা আপত্তি করতেই পিস্তলের দিকে হাত বাড়িয়েছে লোকটা। গুলি করতে বাধ্য হয়েছে হ্যাভালিক।'

তার মানে লড়াই শুরু হয়ে গেছে! চেয়ারে বসে টুপিটা ঠেলে পেছনে সরিয়ে দিল শ্যানন, লম্বা পা দুটো মেলল সামনে, মাথা নাড়ল। 'হ্যাভালিক,' বলল ও, 'দ্রুত পিস্তল চালাতে পারে বলে শুনেছি।'

'সেরা বলতে পারো,' মাথা নাড়ল জেলার। 'নাহ্, কারসনের মাথা ঠিক খারাপ হয়ে গিয়েছিল!'

'আর কেউ দেখেছে ঘটনাটা?' নিরীহ কণ্ঠে জানতে চাইল শ্যানন। 'টেটলো আউটফিটের বাইরের কেউ?'

'কই, তেমন কিছু তো শুনলাম না। তাতে অবশ্য কিছু যায় আসে না। টেটলোর মত লোক কি আর খামোকা কারসনের সঙ্গে লাগতে যাবে? বরং

উল্টোটা হওয়াই স্বাভাবিক।'

কাঁধ ঝাঁকাল শ্যানন, বিদ্রূপ মেশানো কণ্ঠে বলল, 'হ্যাঁ, টেটলোর গরুর পাল ছিনিয়ে নিতে চেয়েছিল বোধ হয় কারসন–একাই পঞ্চাশজনের মোকাবিলা করতে গিয়েছিল। টেটলো,' আবার বলল শ্যানন, 'কি আর কারসনের জমি কেড়ে নিতে চাইতে পারে!'

উঠে দাঁড়াল শ্যানন, আড়চোখে দেখল, ভুরু কুঁচকে গেছে জেলারের; ভাবছে।

'যাই, একটু ঘুরে আসি। আবার দেখা হবে।'

বাইরে নরম রোদ। রাস্তায় ফলের বোঁটা ঠোকরাচ্ছে একটা মুরগি, একটা শাদা কালো কুকুর লেজ নেড়ে মাছি তাড়ানোর চেষ্টা করছে। পাইননাট স্যালুনের দিকে দ্রুত এগোল শ্যানন, বারান্দার খুঁটিতে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে কাগজ তামাক বের করে সিগারেট বানাল।

ব্যাপারটা অবশ্যম্ভাবী। এড়িয়ে যাবার উপায় নেই। কী করবে এখন শেরিফ লিল মেসি? শহরবাসীদের কতখানি সমর্থন পাবে সে? বুড়ো জেলার তো বিনা প্রশ্নে টেটলোর বানানো গল্প বিশ্বাস করে বসে রয়েছে! অবশ্য শ্যাননের কথা হয়তো কিছুটা প্রভাবিত করতে পারবে ওকে। কিন্তু অর্থ আর ক্ষমতা যার হাতে, বেশির ভাগ লোক তার কথা মেনে নিতে এক পা বাড়িয়ে থাকে। আশার কথা, মেসি তেমন লোক নয়, কিন্তু স্থানীয় লোকদের সমর্থন কি ও পাবে? হর্সহেডের আর্থিক কাঠামো রাতারাতি বদলে দিয়েছে জেরেড টেটলো, এই তল্লাটের একক ক্রেতায় পরিণত হয়েছে সে, এখানকার তিন তিনটে আউটফিট কিনে নিতে যাচ্ছে। স্বভাবতই অনেক টাকা আসবে বাজারে। স্থানীয় ব্যবসায়ীরা চাইবে না ও চলে যাক।

বাকবোর্ডের শব্দে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল শ্যানন। রাস্তা ধরে এগিয়ে আসছে ডাক্তার ব্লেইন–লোকটার হাবভাব আর সাথের কালো চামড়ার ব্যাগ দেখে তাকে ঠিকই চিনে নিয়েছে শ্যানন। পাইননাটের সামনে বাকবোর্ড থামিয়ে নামল ডাক্তার, ঘোড়াগুলোকে হিচ রেইলে বাঁধতে বাঁধতে বলল, 'আসলে এর কোন প্রয়োজন নেই।' মৃদু কৌতুক খেলে গেল তার চোখে। 'না বাঁধলেও দেশের যে কোন স্যালুনের সামনে এভাবে দাঁড়িয়ে থাকবে ওরা, মনিবকে ভাল করে চেনে, পালাবে না।'

হাসল শ্যানন, এক পা থেকে আরেক পায়ে বদল করল শরীরের ভর। 'কারসনের বাড়ি থেকে এলে?'

মাথা নাড়ল ব্লেইন, কৌতূহলী হয়ে উঠল সে। 'কেন, কী হয়েছে? বুড়ো শয়তানটার অসুখ করেনি তো?'

'মারা গেছে। ডি হ্যাভালিক গুলি করে মেরেছে ওকে,' সহজ কণ্ঠে শোনা গল্পের পুনরাবৃত্তি করল শ্যানন। ডাক্তার ব্লেইনের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করল, তীক্ষ্ণ আগ্রহে চোখজোড়া তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল ডাক্তারের; মাথা দোলাল সে, যেন এমন কিছু হবে আগে থেকে জানত।

'মনে হচ্ছে,' বলল ডাক্তার, 'শিগ্‌গিরই অবাঞ্ছিত কিছু ঘটনার মুখোমুখি হতে

হবে আমাকে।'

'হয়তো,' মিনিট খানেক অপেক্ষা করল শ্যানন। তারপর জানতে চাইল, 'কারসনের প্রতিবেশী কারা?'

'সবচেয়ে কাছাকাছি থাকে কারপেন্টার। ওর জায়গাটা ছোট্ট, তবে সুন্দর। স্ত্রী নিয়ে একা থাকে। ভাল মানুষ—ওদের সঙ্গে লাগতে গেলে সুবিধে করতে পারবে না কেউ।'

'আর?'

'বুড়ো ড্যান ম্যারাবল। নিজের র‍্যাঞ্চটা "এস-আর"-এর কাছে বিক্রি করে দিয়ে কয়েক একর জমি নিজের জন্যে রেখে দিয়েছে—চাষাবাদ করে। তারপর আছে রুট, ওরা ওদিকে থাকে, স্বামী স্ত্রী আর দুটো বাচ্চা ছেলে; তিনচারশো গরুর মালিক। সবার শেষে "এস-আর"।'

'আরও গোলমাল হবে মনে হচ্ছে।'

কৌতূহলী দৃষ্টিতে শ্যাননকে জরিপ করল ডাক্তার ব্লেইন। 'আগাম কথা বলছ দেখছি! এসবের মধ্যে তোমার ভূমিকাটা কি, বলবে?'

'সেটা,' জবাব দিল শ্যানন, 'সময় হলেই জানতে পারবে। আমি আসলে কারসনের ব্যাপারে আগ্রহী। একদল সশস্ত্র লোকের সামনে পিস্তল বের করার দুঃসাহস তার ছিল? তোমার কি মনে হয়?'

'না,' একটু ভাবল ব্লেইন। অবশেষে বলল, 'কারসন নির্বোধ নয়। ডি হ্যাভালিককে চেনার পর পিস্তল বের করার প্রশ্নই ওঠে না। তাছাড়া, আমি যদ্দূর জানি, ওর কাছে পিস্তল থাকার কথা নয়, শিকারে যাবার সময় শুধু রাইফেল নিয়ে বেরোত সে।'

স্যালুনে ঢুকে পড়ল ব্লেইন। রাস্তায় নেমে স্যাডলে চাপল শ্যানন। এসবে মাথা না ঘামিয়ে ঘরে ফিরে যাওয়া উচিত, কিন্তু 'এস-আর' ঝামেলায় জড়িয়ে পড়লে রিটার বিপদ হবে, ব্যাপারটা ভাল করে জানা দরকার।

দ্রুত পুব দিকে ঘোড়া হাঁকাল ফ্র্যাঙ্ক শ্যানন। খানিকটা এগিয়ে দক্ষিণমুখী একটা ট্রেইল পেয়ে সেটা ধরে এগোল। অবশেষে কাঠের গায়ে 'কারপেন্টারস' লেখা তীরচিহ্নিত একটা নামফলক চোখে পড়ল। চিহ্নের নির্দেশ মত ঘোড়া হাঁকাল ও। সন্ধ্যা নাগাদ কারপেন্টারের বাড়িতে পৌঁছুল। সাবধানে দরজার দিকে এগিয়ে গেল।

চড়া গলায় চিৎকার করে উঠল কে যেন, 'সাবধান, স্ট্রেঞ্জার! আর এক পা-ও এগিয়ো না!'

ঘোড়া থামাল শ্যানন। 'আমি শত্রু নই, কারপেন্টার,' বলল ও। 'একটা কথা জানতে এসেছি।'

'তার মানে?'

'এদিকে কেউ এসেছিল?'

'এলে তোমার কি?'

'জিজ্ঞেস করছি। তোমাদের সঙ্গে একটা ব্যাপারে আলাপ করতে চাই।'

'কিন্তু আমরা চাই না। আমাদের কিছুই বলার নেই। তাছাড়া,' শুষ্ক কণ্ঠে

যোগ করল কারপেন্টার, 'তোমাকে আমরা চিনি না।'

'আমি ন্যাশ। ছন্নছাড়া এক ভবঘুরে, একটু কৌতূহলী। আমার জানতে ইচ্ছে করছে এখানে অন্যদের উত্যক্ত না করে দশ পনের হাজার গরু রাখার জায়গা কোথায়?'

কিছু সময় নীরবতা। ঘরের ভেতর ফিসফিস কথোপকথন। তারপর আবার কথা বলল কারপেন্টার, 'স্যাডল থেকে নেমে এদিকে এসো। কিন্তু সাবধান। শটগান আছে আমাদের কাছে।'

স্যাডল থেকে নামল শ্যানন, লাগাম হাতে দরজার দিকে এগিয়ে গেল, পিস্তল থেকে দূরে রাখল হাত দুটো। দরজার হুড়কো খুলে দিল কারপেন্টার, ভেতরে ঢুকল ও।

বলিষ্ঠ গড়ন কারপেন্টারের; তার স্ত্রী সাধারণ গৃহিণীদের মত। সংসার কীভাবে চালাতে হয় জানে। চিন্তিত চেহারায় কালো জিন্স আর ধূসর শার্ট পরা আগন্তুককে জরিপ করল কারপেন্টার। 'কি চাও?' অবশেষে জানতে চাইল।

'তেমন কিছু না,' একটা চেয়ার টেনে বসে পড়ল শ্যানন। 'শুনলাম কারসন মারা গেছে, জানতে ইচ্ছে করছে, তোমাদের এখানে কেউ এসেছিল কিনা।'

'হ্যাঁ, এসেছিল,' সংক্ষেপে কি ঘটেছে বলল কারপেন্টার। 'বুঝলে,' শেষ করার আগে বলল, 'আমার স্ত্রীর জন্যেই এ যাত্রা বেঁচে গেছি, শটগান দেখে ভড়কে গিয়েছিল ওরা। সম্ভবত,' আবার বলল সে, 'কারসনের ওখানে ঝামেলা করে আসায় এখানে আর বাড়াবাড়ি করতে চায়নি।'

টেটলো সম্পর্কে যা জানে কারপেন্টারকে জানাল শ্যানন। তারপর বলল, টেটলোর কয়েক হাজার গরু আসছে এদিকে, 'এস-আর' র‍্যাঞ্চের ব্যাপারে ওর একান্ত ব্যক্তিগত স্বার্থ আছে তাও বলল। সশব্দে হাসল কারপেন্টার, মুচকি হাসি দেখা দিল তার স্ত্রীর ঠোঁটে। 'কারণটা জানতে জাদুকর হওয়ার দরকার পড়ে না,' বলল কারপেন্টার। 'রিটা উইলিয়ামস সুন্দরী!'

'আমার কথা ওদের জানিয়ো না,' অনুরোধ জানাল শ্যানন। 'সেটা পরে দেখা যাবে। মেহলারকে আমি জানি, নিশ্চিন্ত থাকতে পারো, রিটাকে বাঁচাতে প্রয়োজনে জীবন দেবে সে। তোমরা বরং একবার ওর সঙ্গে আলোচনায় বসে দেখতে পারো।'

'ঠিক বলেছ,' সায় দিল কারপেন্টার। 'বুড়ো ড্যানসহ সবার সঙ্গে আলাপ করে নিলে মন্দ হয় না।'

ঘোড়া নিয়ে গাছপালার দিকে এগোল শ্যানন। কয়েক মিনিট সাবধানে আশপাশ পর্যবেক্ষণ করল, বিপদের মধ্যে থাকতে থাকতে এই অভ্যাসটা গড়ে উঠেছে ওর। কোথাও কেউ নেই বুঝতে পেরে স্যাডলে চেপে বসল শ্যানন, তারপর ঘুর পথে নিজের র‍্যাঞ্চের উদ্দেশ্যে এগোল। প্রতিবার আলাদা ট্রেইলে চলা ওর কৌশল। সম্ভবত দৈবক্রমেই এই ট্রেইলটা 'এস-আর'-এর সীমানা বরাবর এগিয়ে এক জায়গায় র‍্যাঞ্চ হাউসের ঠিক পাশ ঘেঁষে গেছে।

সামনে আলো দেখে রাশ টেনে ঘোড়া থামাল শ্যানন, বুঝতে পারল রিটার র‍্যাঞ্চ হাউসের কাছে এসে পড়েছে। অনেকক্ষণ এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল ও।

ওই যে ম্লান আলো দেখা যাচ্ছে সন্ধ্যার অন্ধকারে, ওখানেই আছে সে; যাকে ও ভালবাসে; ওখানে, মাত্র দুশো গজ দূরে, সব সৌন্দর্য আর ভালবাসা নিয়ে বসে আছে সে। পেছনে নয়, পুরুষের পাশাপাশি চলার মত একটা মেয়ে। সিগারেট বানিয়ে ধরাল শ্যানন, বিড়বিড় করে কথা বলল বাকের সঙ্গে। 'ও ওখানে, বাক, ওই বাড়িটায়। ওর কথা তর মনেই নেই? প্রথম দেখার দিন কীভাবে আমার দিকে তাকিয়েছিল ভুলে গেছ? ওর চোখ আর ঠোঁটের কথা মনে পড়ে? রিটাকে ভুলে যাওনি তো, বাক?'

নড়েচড়ে দাঁড়াল বাকস্কিন। ফিসফিস করে কথা বলে ওকে শান্ত করল শ্যানন। তারপর আবার এগোল। পেছনে তাকাল না একবারও। তাকালে দেখত, বিশাল শক্তিশালী কাঠামোর এক লোক অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এসে দেখছে ওকে, তার হাতে একটা রাইফেল। এক মিনিট অপেক্ষা করে সিগারেট ধরাল সে। রুক্ষ অথচ সুদর্শন একটা চেহারা ফুটে উঠল দেশলাইয়ের ম্লান আলোয়। হাতের তালু দিয়ে সিগারেট আড়াল করে নিঃশব্দে হাঁটতে শুরু করল সে, ঘাস, নুড়িপাথর কিংবা ঝোপ ঝাড়ের ভেতর দিয়ে এগোনোর সময়ও শব্দ হলো না।

র‍্যাঞ্চ হাউসের দিকে এগিয়ে গেল সে। কাছাকাছি যেতেই দেখল, বাঙ্কহাউসের অন্ধকার দরজায় বসে রয়েছে আরেকজন।

'আমি, কেইন,' চাপা কণ্ঠে বলল সে। 'এইমাত্র এপথে গেল সে, কেইন।'

উঠে দাঁড়াল কেইন ইউস্টন, বিশাল, কমপক্ষে দুশো চল্লিশ পাউন্ড ওজন; জিন্সের প্যান্ট আর হিকোরি শার্ট পরনে; জোড়া পিস্তল ঝুলছে কোমরে।

'কার কথা বলছ—শ্যানন?'

'সি, অ্যামিগো,' লুকোনো সিগারেটে লম্বা টান দিল ক্রিস মেহ্লার। 'খুশি লাগছে।'

'ওকে বলবে কথাটা?'

কাঁধ ঝাঁকাল মেহ্লার। 'কি জানি। ভাবিনি। বললে শ্যানন রাগ করতে পারে।'

'তা ঠিক, অবশ্য রাগ করাটা স্রেফ পাগলামি। একটা মানুষ সুস্থ মাথায় কি করে এমন একটা মেয়েকে ফেলে যায়?'

জবাব দিল না মেহ্লার। সিগারেটে লম্বা টান দিয়ে অবশিষ্টাংশ মাটিতে ফেলে গোড়ালি দিয়ে পিষে নেভাল। 'হয়তো, অ্যামিগো, ঠিক কাজই করেছে সে। ওর মত লোকেরা কখন কীভাবে মারা যাবে কেউ বলতে পারে না। এসব কথা বোঝে শ্যানন।'

'ওকে মারতে চাইলে,' ঝাঁঝের সঙ্গে বলল কেইন, 'পিঠে গুলি করতে হবে। দুনিয়ায় আর কেউ ওর মত পিস্তল চালাতে পারে না।'

'ওয়াইল্ড বিলকে তো ওভাবেই মরতে হয়েছে, মনে নেই? যাই হোক, সুখের কথা এখনও বেঁচে আছে শ্যানন। ওকে এখানে দেখে খুব ভারী লাগছে। কারণ শিগগিরই "ফর-টি"র সঙ্গে আমরা ঝামেলায় জড়িয়ে পড়তে যাচ্ছি, ওর সাহায্যের প্রয়োজন হবে তখন।'

মেহ্লারের কথায় সায় দিল ইউস্টন। 'ঠিক বলেছ। যখন যেখানে গেছে

ঝামেলা করে এসেছে ওরা। ইউভালদেতে ম্যাকন্যান আউটফিটের সঙ্গে ওদের বিবাদ হয়েছিল, তখন আমি ওখানে ছিলাম।'

উঠে দাঁড়াল কেইন ইউস্টন। একটু উঁচু গলায় জানতে চাইল, 'আচ্ছা, শ্যানন থাকছে কোথায়? বাড়িটাড়ি বানিয়েছে?'

জবাব দিল না মেহ্লার। ঘুরে দাঁড়িয়ে আবার প্রশ্নটা করবে, কেইন দেখল ক্রিস মেহ্লার নেই। ভূতের মত নিঃশব্দে সরে গেছে ইয়াকু ইন্ডিয়ান।

র‍্যাঞ্চ হাউসের দরজায় আস্তে করে টোকা দিল ক্রিস মেহ্লার। ভেতর থেকে জবাব ভেসে এল। দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকল সে। বিশাল শরীর নিয়েও অবিশ্বাস্যরকম নিঃশব্দে চলাফেরা করতে পারে লোকটা।

ওকে দেখে হেসে উঠল রিটা উইলিয়ামস, নড়ে উঠল ওর সবুজ দুচোখের কালো পাপড়ি। 'এসো, ক্রিস। তোমাকে দেখে খুশি হলাম। কোন সমস্যা...?'

সংক্ষেপে কারসন হত্যাকাণ্ড, কারপেন্টারকে হুমকি, এসব রিটাকে বলল মেহ্লার। খবরগুলো প্রায় সঙ্গে সঙ্গে পেয়ে গেছে সে। সব ব্যাপারে রিটার সঙ্গে খোলাখুলি আলাপ করে মেহ্লার। ওর বাবা মারা যাবার অনেক আগে থেকেই ওদের সঙ্গে আছে। এই ধরনের ঘটনা রিটা কীভাবে নেবে তা ভাল করে জানা আছে তার। তাই টেটলো সম্পর্কে যা যা জানতে পেরেছে ওকে জানাল। বিশাল গরুর পাল, অসংখ্য ওয়্যাগন আর টেটলোর চার ছেলের কথা বলল; চার ভাইয়ের মধ্যে এখন তিনজন বেঁচে আছে–সে কথাও বাদ দিল না।

'অন্যজন?'

'ক্লিফটন হাউসে মারা গেছে,' একটু ইতস্তত করে বলল মেহ্লার।

ঝট করে তাকাল রিটা, অকস্মাৎ ফ্যাকাসে হয়ে গেল চোখমুখ।

'ক্রিস...ফ্র্যাঙ্ক...ফ্র্যাঙ্ক নয় তো?'

কাঁধ ঝাঁকাল ইয়াকু। 'জানি না, সিনোরিটা। যদ্দূর শুনেছি, লোকটা লম্বা, কালো পোশাক ছিল পরনে, ঘোড়া নিয়ে ওদিকে যাচ্ছিল; আরও শুনেছি, টেটলোর ছেলেই গায়ে পড়ে ঝগড়া বাধিয়েছিল ওর সঙ্গে। গুলি করতে বাধ্য হয় লোকটা, আহত ছিল সে।'

'আবার ওর দেখা পাব, ক্রিস?'

ইতস্তত করল মেহ্লার। খানিকক্ষণ আগে কাকে দেখেছে বলতে ইচ্ছে করল। দ্বিধায় ভুগল। রিটা এবং শ্যানন, দুজনের কাছেই বিশ্বস্ত থাকতে হবে ওকে, একজন প্রভু এবং বন্ধু, অন্যজনও বন্ধু, শ্যাননকে রিটা ভালবাসে। কিন্তু শ্যাননকে যারা বুঝতে পারে সেই অল্প কয়েকজনের মধ্যে ক্রিস একজন; জানে, ও কী চায়।

'নিশ্চয়ই,' অবশেষে বলল মেহ্লার। 'একদিন ওকে ফিরে আসতে হবে, তোমার প্রয়োজন হলে ফিরে আসবে ও।'

'বেশ জোরের সঙ্গে বলছ?'

'তোমার কি মনে হয়?' চালাকি করে জানতে চাইল মেহ্লার, 'আসবে না?'

'হয়তো আসবে,' হঠাৎ উঠে দাঁড়াল রিটা। 'কেইন কোথায়, ক্রিস, বাইরে পাহারা দিচ্ছে? ওকে ডেকে আনো। আজ আমার সঙ্গে কফি খাবে তোমরা।

আমিই বানাব, মারিয়া ঘুমিয়ে পড়েছে।'

মাথা দুলিয়ে দরজার দিকে ফিরল মেহ্লার, নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল। ছোট করিডর ধরে রান্নাঘরে এল রিটা। ভুল হয়নি তো? মেহ্লারের কণ্ঠে নিশ্চয়তার আভাস ছিল না? কিন্তু এত জায়গা থাকতে কেন এখানে আসতে যাবে ও? অসম্ভব। কিন্তু মনের গভীরে রিটা জানে, ব্যাপারটা তা নয়। কারণ এরকম নতুন আর নির্জন জায়গাই পছন্দ করে শ্যানন, এবং এখানে কখনও আসেনি ও।

টেটলোর হুমকির কথা ভাবল রিটা। সীমান্ত সংঘাতের সঙ্গে পরিচিত ও, যেকোন র‍্যাঞ্চার কিংবা কাউহ্যান্ডের মতই পরিস্থিতির ভয়াবহতা বুঝতে পারে। টেটলোর মত লোকদের চিনতে ওর কখনও ভুল হয় না, সামান্য জমিতে সন্তুষ্ট থাকতে পারে না এরা। ওদের চাহিদা সীমাহীন, হর্সহেডের সমস্ত জমিতে মিটবে না। বাস্তববাদী ও, বুঝতে পারছে হর্সহেডের ব্যবসায়ী মহলে টেটলোর টাকা কেমন প্রভাব বিস্তার করতে যাচ্ছে। ওর মত অগাধ টাকার মালিককে অসন্তুষ্ট করার মত কোন পদক্ষেপ নিতে রাজি হবে না তারা। টেটলোর সর্বগ্রাসী ক্ষুধা আর স্বেচ্ছাচারিতা শেষ পর্যন্ত ওদের জন্যেও যে বিপদ হয়ে দাঁড়াবে, সাধারণ ব্যবসায়ীরা তা বুঝতে চাইবে না।

এখন কী করা যায়? জানে না রিটা। কয়েকদিনের মধ্যেই টেটলোর মুখোমুখি হতে হবে ওকে, ভেবে খুশি হতে পারছে না ও। অন্যদের তুলনায় নিজেকে রক্ষা করার ক্ষমতা ওর অনেক বেশি। শহরে বেশ কিছু বন্ধুবান্ধব রয়েছে। এছাড়া এখানে এমন কয়েকজন লোক কাজ করছে যারা র‍্যাঞ্চের কাজে যেমন দক্ষ, তেমনি নিপুণ হাতে অস্ত্রও চালাতে পারে। হ্যাভালিককে বাদ দিলে, কেইন ইউস্টন আর ক্রিস মেহ্লার যতক্ষণ আছে, রিটা জানে, ওদের টেক্কা দেয়া দূরে থাক, কাছাকাছি আসার ক্ষমতাও পুরো 'ফর-টি' আউটফিটের নেই। ফর-টির লোকবল অনেক বেশি, কিন্তু ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আর শ্যাননের পরামর্শ কাজে লাগিয়ে এই র‍্যাঞ্চ হাউসটা গড়ে তুলেছে ও, যাতে প্রয়োজনের সময় প্রতিরোধ গড়ে তোলা যায়। ওর র‍্যাঞ্চের পেছনে রয়েছে আকাশ-ছোঁয়া কম্বরিজের দেয়াল, ওদিক থেকে হামলা চালানোর সব রাস্তা প্রকৃতি বন্ধ করে দিয়েছে।

ফোরম্যান মেহ্লার ছাড়া আরও চারজন লোক কাজ করছে এখানে। সবাই ভাল মানুষ, ব্যক্তিগতভাবে ওদের চেনে রিটা। কেইন ইউস্টন শুধু যোদ্ধা নয়, বুদ্ধিমান; প্রয়োজনে জীবন দিতেও পিছ পা হবে না। প্রাক্তন এই আউট-ল'কে শ্যাননের প্রভাব আশ্চর্যরকম বদলে দিয়েছে। এক সময় দুর্ধর্ষ দুর্বৃত্ত ছিল সে, অসংখ্য মানুষ হত্যা করেছে। শ্যাননের মুখোমুখি হবার আগে অন্তত দশ-বারজন লোক মারা গেছে তার হাতে। ভাই হত্যার প্রতিশোধ নিতে সিডার ব্লাফে ছুটে গিয়েছিল কেইন ইউস্টন। ওর সামনেই মুখোমুখি হয়েছিল ওরা। সেদিনের কথা কোনদিন ভুলবে না রিটা, আজও জ্বলজ্বল করছে মনের ভেতর সিডার ব্লাফের সেই হোটেলের ঘটনা। একদিন রাতে শব্দ শুনে মোমবাতি হাতে বেরিয়ে এল রিটা, সামনেই শ্যাননকে দাঁড়ানো দেখল।

'ও, ফ্র্যাঙ্ক, তুমি? আমি ভাবলাম চোর-টোর এল নাকি!'

'আমি একা নই,' উঁচু গলায় বলল শ্যানন। 'কেইন ইউস্টনও এসেছে!'

একটা ছায়া নড়ে উঠল। 'ঠিক ধরেছ, আমি এসেছি।'

শ্যাননের মোটামুটি পনের ফুট দূরে এসে দাঁড়াল কেইন ইউস্টন, বিশাল, অপরাজেয়–হাজার বছর বেঁচে থাকলেও এ দৃশ্য ভুলবে না রিটা। মাথার টুপি পেছনে ঠেলে দিয়েছে কেইন, বোতাম খোলা শার্টের ফাঁক দিয়ে চওড়া গর্দান আর চিতানো বুকের ছাতি দেখা যাচ্ছে; ক্রস গানবেল্ট পড়েছে, পিস্তলের বাঁটের কাছে বেল্টে গুঁজে রেখেছে দুহাতের বুড়ো আঙুল। দাড়ি গোঁফ না কামানো গাল চকচক করছে।

'তোমার ভুল হয়নি,' বলল সে। 'আমি এসেছি, শ্যানন।'

লম্বা করে দম নিল অসহায় শ্যানন। রিটাকে অবাক করে দিয়ে শান্ত কণ্ঠে কথা বলে উঠল ও, 'আমাকে তুমি মারতে এসেছ, কেইন, কিন্তু আমি তোমাকে মারব না। কেন তোমাকে গুলি করব, বলো? আমরা দুজন মারপিট করলে কী লাভ হবে?'

'কি বলতে চাও?' ভুরু কোঁচকাল কেইন ইউস্টন, বিভ্রান্ত। শ্যাননকে সে জানে, ভয় পাওয়ার লোক ও নয়!

'আমি তোমাকে মারতে চাই না, কেইন। কারণ তুমি ভাল মানুষ। টেক্সাসে তোমরা কুসঙ্গে পড়েছিলে বলেই আমার সঙ্গে তোমার লড়াই বেধেছিল। যেচে লাগতে এসেছিলে তোমরা, ইচ্ছে না থাকা সত্ত্বেও লড়াইতে নামতে বাধ্য হয়েছিলাম। এখনও তোমার সঙ্গে লড়াই করার ইচ্ছে আমার নেই।

'ন্যায়সঙ্গত কারণে আমি হত্যা করতে পারি, কিন্তু তোমাকে হত্যা করে কি লাভ? ধরা যাক তুকি আমায় হত্যা করলে, তারপর?'

বিভ্রান্ত কেইন ইতস্তত করল। 'কেন, টেক্সাসে ফিরে যাব!'

'তারপর?'

'কোথাও একটা চাকরি নেব।'

'মানলাম। কিন্তু হঠাৎ একদিন পরিচিত কেউ এসে হাজির হবে, আবার গরু চুরি নয়তো স্টেজ লুট শুরু করবে। তারপর স্যাম ব্যাসের মত টুপ করে মরে যাবে একদিন।

'তুমি ভাল মানুষ কেইন, আমি তোমার সঙ্গে ড্র'য়ে নামব না, সুতরাং তুমিও আমাকে গুলি করতে পারবে না, তেমন লোক তুমি নও।'

শ্যাননের দিকে তাকিয়ে রইল কেইন ইউস্টন। আন্দোলিত মোমের আলোয় অপেক্ষা করল শ্যানন। রিটা জানে, জীবনে প্রথম সেদিন শ্যানন ভয় পেয়েছিল। বিশাল লোকটা হয়তো তার কথায় পাত্তা না দিয়ে পিস্তলের দিকে হাত বাড়াবে, সেক্ষেত্রে আত্মরক্ষার স্বভাবিক তাগিদেই গুলি করতে বাধ্য হবে শ্যানন।

আচমকা দুহাতে মুখ ঢাকল কেইন ইউস্টন, 'আমি…আমি…ধেৎ!'

টলমল পায়ে ঘুরে দাঁড়াল কেইন, তারপর ওকে পাশ কাটিয়ে দরজার দিকে এগিয়ে গেল, বেরিয়ে গেল বাইরে। নুড়ি পাথরে শব্দ উঠল। ধীর পায়ে চলে গেল সে।

বর্তমানে ফিরে এল রিটা। অস্থিরভাবে পায়চারি করতে করতে মেহলারদের অপেক্ষা করতে লাগল। দরজা খুলে গেল, হাসি মুখে তাকাল ও। প্রথমে ঢুকল

কেইন।

'শুভ সন্ধ্যা, ম্যা'ম,' বলল সে। 'আমাদের কফি খেতে ডেকেছ শুনে খুশি হয়েছি। তোমার হাতের কফির জুড়ি নেই।'

'ধন্যবাদ, কেইন। সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে?'

'হ্যাঁ, সারাদিন খুব খাটুনি গেছে ওদের। কম্বরিজটা আছে বলে রক্ষা, বেড়ার মত কাজ দিচ্ছে, তফাৎ: মেরামত করতে হয় না, খুঁটি পোঁতার জন্যে গর্তও খুঁড়তে হয় না। ওয়েস্টওঅটর আর কম্বরিজের মাঝে তোমার অন্তত হাজারখানেক গরু ছড়িয়ে আছে।'

'ক্রিস, কাল সকালে,' হঠাৎ ইয়াকুর দিকে ফিরল রিটা, 'আমার ঘোড়া তৈরি করে রেখো। শহরে যাব।'

'সি।' একটা চেয়ারে বসে পড়ল ক্রিস মেহলার। কালো পোশাক কাল আবার শহরে আসবে কি?—ভাবল। ভাল কথা জিজ্ঞেস করেছে কেইন, থাকছে কোথায় লোকটা? প্রয়োজনের সময় সাহায্য পেতে হলে ঠিকানা জেনে রাখতে হবে।

'আর,' আবার বলল রিটা, 'এখন থেকে আমাদের রাইডাররা যেন একা কোথাও না যায়। দুজন একসঙ্গে থাকবে সব সময়, চোখ কান খোলা রাখবে। ওরা একটা খুন করে থাকলে আবার করতে দ্বিধা করবে না। লিল মেসির সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি আমি, এ ব্যাপারে আলাপ করব।'

পাহাড়-চূড়ায় ভোরের আলো উঁকি দিচ্ছে। চাদরের নিচ থেকে বেরিয়ে এল শ্যানন। ওয়েস্টওঅটর হোটেলের একটা কামরায় রাত কাটিয়েছে। পোশাক পরে দ্রুত তৈরি হয়ে নিল। ভোরে বিছানা ছাড়তে অভ্যস্ত, তাই ইচ্ছে করলেও বেশিক্ষণ শুয়ে থাকতে পারে না। সকালে তাড়াতাড়ি উঠে শহর ঘুরে দেখবে বলে আগে থেকেই ভেবে রেখেছিল। এছাড়া কারসনের হত্যাকাণ্ড কি রকম প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে, বুঝতে চায় ও।

সিঁড়ি বেয়ে নিচে এসে ডাইনিংরুমে ঢুকল শ্যানন। ডাক্তার ব্লেইন ছাড়া আর কেউ নেই কামরায়। কিছুক্ষণ পর, গতকাল যাকে দেখেছিল টেটলোর সেই ছেলেটা ঢুকল। শুভেচ্ছা বিনিময়ের দৃষ্টিতে প্রথমে ডাক্তার তারপর শ্যাননের দিকে তাকাল সে। ওরা কেউ ওকে লক্ষ্য করেনি বুঝতে পেরে নিরাশ হলো। তারপর একাকী একটা টেবিলে বসে পড়ল।

ওয়েট্রেস এসে ফরমাশ নিয়ে গেল। একটু পর খাবার এল। নীরবে খেয়ে চলল ডাক্তার ব্লেইন।

'কোন সমস্যা…?' অবশেষে জানতে চাইল শ্যানন।

'তেমন কিছু না। মিসেস রুট অসুস্থ হয়ে পড়েছে। সংসার চালাতে গিয়ে খাটতে খাটতে রক্ত পানি করে ফেলেছে বেচারি। ওর বিশ্রাম নেয়া দরকার, কিন্তু কথা শুনতে চায় না, তবে আমিও ছাড়ছি না। ওরা ভাল মানুষ, গরীব কিন্তু,' আবার বলল ডাক্তার, 'পরিশ্রমী। সত্যি বলতে কি, পৃথিবীর অর্ধেক কাজ এরাই করে অথচ ফল ভোগ করতে পারে না—আত্মবিশ্বাসী, কর্মঠ এবং বিশ্বস্ত কিন্তু কোনদিন প্রাচুর্যের মুখ দেখতে পায় না।'

'দেশে এরা সংখ্যাগরিষ্ঠ,' বলল শ্যানন, হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল ও। 'হয়তো আমিও এদেরই একজন।'

কৌতুকের সঙ্গে চট করে একবার শ্যাননের চোখের দিকে তাকাল ব্লেইন। 'তুমি ওয়েস্টার্ন ধরনের মানুষ, সেই একই আদলের পরিচিত চেহারা,' বলল সে, 'অবশ্য অন্যদের চাইতে কিছুটা আলাদা।'

'আমাকে ছাঁচে ফেলে দিয়েছ, দেখছি?'

'নিশ্চয়ই। কিছুটা ভিন্ন হলেও তুমি তাদেরই একজন। তবে একেবারে খাঁটি পশ্চিমা তুমি নও। সভ্যতার শুরু থেকে তোমার মত মানুষেরা ঘুরে বেড়াচ্ছে দেশে দেশে। নিঃসঙ্গ শিকারি, অ্যাডভেঞ্চারার, অসম্ভবকে সম্ভব করার জন্যে লড়াই করে ফিরছ। তোমরা মেয়েদের চেয়ে বেশি ভালবাস অস্ত্রকে, কিন্তু মেয়েদের মন বুঝতেও কষ্ট হয় না। হ্যাঁ, তোমাদের আমি চিনি–তোমরা ড্রেকের সঙ্গে সাগরে ভেসেছ, হাডসন বে কোম্পানি গড়ে তুলেছ–মধ্যযুগের স্বাধীন প্রতিষ্ঠানের তোমরাই ছিলে মূল শক্তি।'

'অযথা প্রশংসা করছ।'

'তাই কি?' চট করে তাকাল ব্লেইন। 'সেটা তোমার দৃষ্টিভঙ্গির ওপর নির্ভর করছে। হতে পারে প্রশংসা করছি, কিন্তু তোষামোদ করছি না। বিশ্বের অসংখ্য লড়াইতে অংশ নিয়েছ তোমরা, অথচ নিঃসঙ্গ কবর আর নগণ্য কজন মানুষের হৃদয়ে স্মৃতি হয়ে বেঁচে থাকা–এছাড়া আর কি পেয়েছ? কিছু না। সেই অল্প কজনের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তোমাদের স্মৃতিও পৃথিবী থেকে মুছে যাবে।'

মৃদু হাসল শ্যানন। সবুজ দুটি চোখ সামান্য উজ্জ্বল হয়ে উঠল। 'তোমার কথায় হয়তো কিছুটা সত্যতা আছে,' ডাক্তার উঠে দাঁড়ালে আবার বলল ও, 'রুটদের আমার শুভেচ্ছা জানিয়ো, বোলো, যে কোনদিন ওদের বাড়ি বেড়াতে যেতে পারে ন্যাশ।'

ব্লেইন বেরিয়ে গেলে খাওয়ার দিকে মন দিল শ্যানন। খুব খিদে পেয়েছে। বেন টেটলোর উপস্থিতি সম্পর্কে সচেতন ও, কিন্তু ওর প্রতি আগ্রহ দেখাল না। দরজা খুলে আরেকজন লোক ঢুকল ডাইনিংরুমে। মুখ তুলে তাকাল বেন টেটলো। লোকটা লম্বা, সুদর্শন, ঠোঁটের ওপর চমৎকার করে ছাঁটা একজোড়া গোঁফ, মাথা ভর্তি ধূসর চুল; চেহারা আর চলাফেরায় আভিজাত্যের ছোঁয়া। 'গুড মর্নিং, জেন্টলমেন,' বলল সে। 'আমাদের বোধ হয় পরিচয় নেই। আমি রবার্ট আর্লি।'

'আমি ন্যাশ।'

তীক্ষ্ণ চোখে শ্যাননকে জরিপ করল ল-ইয়ার। 'আচ্ছা, তুমিই ন্যাশ। আমার ভাগ্নির কাছে শুনলাম, ক্লিফটন হাউসে ওকে নাকি ভয় পাইয়ে দিয়েছিলে।'

প্রথমে ওদের আলাপে মন দেয়নি বেন টেটলো। কিন্তু ক্লিফটন হাউসের নাম শুনে আড়ষ্ট হয়ে গেল সে। চট করে একবার তার দিকে তাকাল শ্যানন। কিন্তু এদিকে ফিরল না বেন। অস্বাভাবিক কিছু ঘটেছে বুঝতে পেরে দ্রুত ওদের দুজনের দিকে তাকাল বিস্মিত রবার্ট আর্লি।

দ্রুত ভাবছে বেন টেটলো। গতকাল এই লোকের ভাগ্নি বলল: ন্যাশ নাকি

ওর সামনে একজনাকে হত্যা করেছে; এখন আর্লি বলছে ঘটনাটা ক্লিফটন হাউসে ঘটেছে। ওখানে বিভিন্ন সময়ে অসংখ্য মানুষ মারা গেলেও এরা, সন্দেহ নেই, বাডের কথাই বলছে। ওর আপন ভাইকে হত্যা করেছে ন্যাশ!

ঝট করে ঘাড় ফিরিয়ে ন্যাশের দিকে তাকাল বেন টেটলো। দলের লোকেরা ন্যাশের কি বর্ণনা দিয়েছিল, ভাবল। চোখ ঝলসানো, একটি মাত্র গুলি, ওর ভাই কেবল হোলস্টার থেকে আধাআধি বের করতে পেরেছিল পিস্তল, অথচ ওর ভাইকে ক্ষিপ্র পিস্তলবাজ হিসেবে জানত সবাই; বাড গর্ব করে বলত ওর ড্রয়ের কাছে বিদ্যুতের ঝিলিকও হার মানবে।

'তোমার ভাগ্নি চমৎকার মেয়ে,' বলল শ্যানন। 'যা ঘটেছে সেজন্যে আমি সত্যি দুঃখিত। আসলে ঘটনা প্রবাহকে সবসময় নিয়ন্ত্রণ করা যায় না। আমার অনিচ্ছা সত্ত্বেও সেদিন ঘটে গেছে ব্যাপারটা।'

'শুনেছি,' খাবারের ফরমাশ দিয়ে আবার শ্যাননের দিকে তাকাল বব আর্লি। 'আমাদের সঙ্গে এখানে থাকবে তুমি?'

'হ্যাঁ,' বলল শ্যানন। আগ্রহের সঙ্গে ওদের কথা শুনছে বেন টেটলো, বুঝতে পারল। বেনের পরবর্তী পদক্ষেপ কি হবে আন্দাজ করার চেষ্টা করল। নিহত ছেলেটাকে বাদ দিলে, টেটলো পরিবারের একমাত্র বেনের সঙ্গেই কথাবার্তা হয়েছে ওর। ছেলেটাকে মোটামুটি বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন এবং বন্ধুসুলভ বলে মনে হয়েছে। 'জায়গাটা আমার ভাল লেগেছে, এখানে থেকে যাব ভাবছি।'

খাবার শেষ করে উঠে দাঁড়াল শ্যানন। বাইরে বেরিয়ে এল। টেটলোর রাইডারে গিজগিজ করছে রাস্তা। শেরিফের অফিসের সামনে হিচ রেইলে দশবারটা ঘোড়া দাঁড়িয়ে, সেদিকে তাকাল শ্যানন। কারসনের মৃত্যুর ব্যাপারে কী সিদ্ধান্ত নিল মেসি?

রাস্তা পেরিয়ে একদল সশস্ত্র লোককে পাশ কাটিয়ে দ্রুত এগোল ও। পোশাক-আশাকে সাধারণ কাউহ্যান্ডের মত দেখালেও শ্যাননের মন বলছে এরা তা নয়। এদের জাত ওর চেনা, লড়াকু লোক—ভাড়াটে গানম্যান।

ডেস্কের পেছনে দাঁড়িয়ে রয়েছে লিল মেসি। এক কোণে বসে বুড়ো জেলার। হ্যাভালিকের সঙ্গে কথা বলছিল মেসি। তার পাশে ফিন টেটলো।

'ঠিক দশটায়,' একগুঁয়ে কণ্ঠে বলল মেসি, 'ইনকোয়েস্ট শুরু হবে। হাজির থেকো হ্যাভালিক। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ব্যাপারটা ফয়সালা করতে চাই আমরা।'

কাঁধ ঝাঁকাল হ্যাভালিক, 'আচ্ছা, ঠিক আছে। কিন্তু অযথা সামান্য ব্যাপারে হৈচৈ করছ। নিজের দোষে মরেছে কারসন।'

'সেটা ইনকোয়েস্টেই দেখা যাবে,' শান্ত কণ্ঠে জবাব দিল মেসি।

'ধরা যাক,' বিদ্রূপের সুরে বলল হ্যাভালিক, 'আমি দোষী সাব্যস্ত হলাম, তারপর?'

'তোমাকে গ্রেপ্তার করা হবে; বিচার না হওয়া পর্যন্ত জেলে থাকবে তুমি।'

হেসে উঠল হ্যাভালিক, ওর সঙ্গে কণ্ঠ মেলাল ফর-টির আরও কয়েকজন। 'গ্রেপ্তার করবে, হাহ্!' আবার অট্টহাসি দিল সে। 'আমাকে গ্রেপ্তার করবে, অথচ লোক কই তোমার? তাছাড়া ফর-টির কেউ আজ পর্যন্ত এক দিনের জন্যেও জেলে

থাকেনি। আমিও থাকব না। আমার আউটফিট এই জেলহাউস মাটিতে মিশিয়ে দেবে!'

'তা দিতে পারে,' জবাব দিল মেসি। 'কিন্তু তারপর তোমাদের সবাইকে ঠিক খুঁজে বের করব আমরা। তুমি হয়তো বুঝে উঠতে পারোনি, হ্যাভালিক, কিন্তু যুগ পাল্টে যাচ্ছে। তোমাদের দিন ফুরিয়ে এসেছে। খুন করে বিনা বিচারে পার পেয়ে যাবে, সেদিন আর নেই!'

'আচ্ছা!' আবার হাসল হ্যাভালিক। 'জেনে খুশি হলাম। গ্রেপ্তার করার জন্যে এসো ফর-টির রেঞ্জে, দেখা যাবে কত ধানে কত চাল!'

হার মানল না লিল মেসি, ঠাণ্ডা গলায় জবাব দিল, 'দরকার হলে যাব বৈকি! যাক গে, দশটায় ডায়মন্ড প্যালেসে ইনকোয়েস্ট শুরু হবে, হাজির থেকো,' বলে ঘুরে দাঁড়াল শেরিফ, এগিয়ে গেল ডেস্ক পেরিয়ে সেলের দিকে। অন্যরা বেরিয়ে এল বাইরে, পাইননাট স্যালুনের দিকে ছুটে গেল। পথ ছেড়ে সরে দাঁড়িয়েছিল শ্যানন, ওরা চলে গেলে শেরিফের কামরায় ঢুকল। সেল থেকে বেরিয়ে এল মেসি, চেহারা গম্ভীর।

শ্যাননের দিকে তাকিয়ে মাথা দোলাল সে। 'বড্ড বাড়াবাড়ি শুরু করেছে ওরা,' বলল।

'হ্যাঁ,' একটা চেয়ারে বসে পড়ল শ্যানন, আগের দিন এটাতেই বসেছিল। 'শহরবাসীদের কাছ থেকে কতখানি সাহায্য পাওয়ার আশা রাখো?'

চট করে একবার ওর দিকে তাকিয়ে শুষ্ক হাসি হাসল মেসি। 'অস্বীকার করব না, খুব সামান্য। হাতে গোনা কয়েকজন ভাল লোক আমার পক্ষে থাকবে, আর সবাই টাকার লোভে টেটলোকে সমর্থন দেবে।'

'আমারও তাই ধারণা,' এলোমেলো চুলে হাত চালাল শ্যানন, পায়ের জুতোর দিকে তাকাল। 'সাহসী লোক আমি পছন্দ করি, মেসি, সাহায্য লাগলে বোলো, আমি আছি তোমার সাথে।'

সাবধানে ওকে জরিপ করল মেসি। 'ঠিক আছে,' জবাব দিল সে, 'কিন্তু কোন খাতির নেই, ঠিক আছে? কর্তব্যের খাতিরে যে কোন কাজ করার ক্ষমতা আমার থাকবে।'

'নিশ্চয়ই,' উঠে দাঁড়াল শ্যানন। 'আমি তোমার কাছ থেকে কোন সুবিধে আদায় করতে চাইছি না। কাউকে দয়াও দেখাচ্ছি না।'

মাথা দোলাল মেসি, শ্যানন দরজার কাছে পৌঁছুলে মুখ তুলে তাকাল। 'ধন্যবাদ, ন্যাশ, তোমার কথায় সাহস পেলাম।'

'ঠিক আছে।'

রাস্তায় বেরিয়ে এল শ্যানন। ঝামেলায় যদি জড়াতেই হয় দেরি করার মানে হয় না: তাতে কেবল প্রতিপক্ষ শক্ত ভিত্তির ওপর দাঁড়ানোর সুযোগ পাবে। এসবে জড়ানোর ইচ্ছে ওর ছিল না, কিন্তু জানে, এখন এড়িয়ে যাবার পথ বন্ধ। বেন বস হলে ওর সঙ্গে আলোচনা করে একটা গ্রহণযোগ্য সমাধানে পৌঁছুনোর চেষ্টা করে দেখা যেত…।

স্টেজ স্টেশনের সামনে তিনজন লোক দাঁড়িয়ে রয়েছে। হোটেলের

ডাইনিংরুমে আগে এদের দেখেছিল। সন্দেহভরা দৃষ্টিতে ওকে মাপছিল দীর্ঘদেহী লোকটা, হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল সে, 'অ্যাই, তুমি!'

আমল দিল না শ্যানন। আবার চিৎকার করে ডাকল লোকটা। ছুটে এল শ্যাননের দিকে। ওয়েস্টওঅটরের বারান্দায় পা রাখল শ্যানন, এই সময় ওর পথ রোধ করে দাঁড়াল সে। 'ডাকা সত্ত্বেও থামল না সে?' শ্যাননের দিকে মুখ বাড়িয়ে খেঁকিয়ে উঠল।

শান্ত শ্যানন আচমকা খেপে উঠল। লোকটার হাবভাব, মাতব্বরি চালে কথা বলা, শেরিফের প্রতি ফর-টি আউটফিটের মনোভাব একসঙ্গে ক্রুদ্ধ করে তুলেছে ওকে। ডানহাতটা ঝলসে উঠল ওর। ঘুসি নয়, তালুর নিম্নাংশের সাহায্যে দীর্ঘ-দেহীর থুতনিতে একটা রাম ধাক্কা লাগাল। আত্মরক্ষার সুযোগই পেল না, প্রচণ্ড আঘাতে চোখে সর্ষে ফুল দেখল, টলে উঠল সে। সামনে বাড়ল শ্যানন, লোকটার মুখের একপাশে হাতের প্রান্ত দিয়ে কোপ মারার ভঙ্গিতে আঘাত করল। সঙ্গে সঙ্গে চার ইঞ্চি দীর্ঘ একটা ক্ষতের সৃষ্টি হলো গালে, গলগল করে রক্ত বেরিয়ে এল। মাটিতে লুটিয়ে পড়ল সে। এবার মুখ তুলে তাকাল শ্যানন, অন্য দুজনের মুখোমুখি হলো। একজন শাদা চোখঅলা, যার পিস্তল বেল্টে গোঁজা; অন্যজন কড়ে আঙুল আর গালকাটা। ধরাশায়ী লোকটার দিকে অবাক চোখে তাকাল ওরা, তারপর শ্যাননের দিকে ফিরল।

'একটা ঘুসিও না!' ভিড় থেকে বলে উঠল কেউ একজন।

'এই ব্যাটা ঝামেলা করতে চাইছে, গ্র্যাট,' নরম গলায় বলল রেড, 'চলো, ওর সাধ মিটিয়ে দিই!'

'ঠিক বলেছ, রেড, আচ্ছা করে ধোলাই দেয়া যাক।'

পা বাড়াতে গেল গ্র্যাট, কিন্তু দেরি হয়ে গেছে। পরিস্থিতি কোন দিকে যাবে বুঝে নিয়েছে শ্যানন। খালিহাতে ব্যাপারটা সামাল দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ও। এসব ব্যাপারে গড়পড়তা কাউহ্যান্ডদের তুলনায় ওর অভিজ্ঞতা অনেক বেশি। দ্রুত আঘাত হানল ও। গ্র্যাটের ঠিক মুখে লাগল প্রথম ঘুসি। মুখ বাঁচাতে দুহাত ওপরে ওঠাল সে। সঙ্গে সঙ্গে পেট বরাবর বিরাশি সিক্কার একটা ঘুসি ঝাড়ল শ্যানন। হাঁটু দুটো ভাঁজ হয়ে গেল গ্র্যাটের, সামনে ঝুঁকে এল সে। একটা লেফট হুক বসাল ও গ্র্যাটের মুখে।

গ্র্যাটকে মারার সময় এমনভাবে ঘুরল শ্যানন, আড়ালে পড়ে গেল রেড, ফলে গ্র্যাটকে কাবু করার জন্যে প্রচুর সময় পেল ও। রেড আগে বাড়তেই হিচ রেইল টপকে রাস্তার দিকে চলে এল। ব্রেক কষল রেড। তার মুহূর্তের দ্বিধার সুযোগ নিল শ্যানন, সামনে বাড়িয়ে দেয়া রেডের হাত দুটো ধরে ফেলল, তারপর ঘুরে উবু হয়ে হ্যাঁচকা এক টান মারল। শূন্যে উঠে গেল রেড, উড়ে এসে ধপাস করে আছড়ে পড়ল মাটিতে। পড়েই রইল, বিস্ফারিত চোখে দেখতে লাগল ওকে, বাতাসের জন্যে হাঁসফাঁস করছে।

'গোলমাল করার ইচ্ছে ছিল না,' বলল শ্যানন। 'কিন্তু তোমাদের একটা শিক্ষা দেয়ার দরকার ছিল, আমাকে বেছে নিয়ে ভালই করেছ।'

ভিড় ঠেলে সামনে এগিয়ে এল জেরেড টেটলো, আক্রোশে জ্বলছে তার

চোখজোড়া। 'এই যে, কি হচ্ছে এখানে?'

কর্তৃত্বপূর্ণ কণ্ঠ শুনে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল শ্যানন। মাথাটা একটু কাত করে দুহাত দুপাশে মেলে দিল। 'টেটলো!' সংকীর্ণ রাস্তায় গমগম করে উঠল ওর কণ্ঠস্বর। 'গোলমাল করার ফন্দি নিয়ে এখানে এসেছ তুমি! আজেবাজে কিছু লোক এনেছ সঙ্গে, এরা খামোকা আমার সঙ্গে লাগতে এসেছিল।'

অদৃশ্য এক শক্তি যেন ভর করেছে ওর ওপর; রাগে, ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করেছে চেহারা। পিস্তলের কাছাকাছি হাত রেখে টেটলোর দিকে এগিয়ে গেল ও। সবকিছু চুরমার করে দিতে ইচ্ছে করছে। প্রচণ্ড ক্রোধে থরথর করে কাঁপছে শ্যানন। এই অবস্থায় যাচ্ছেতাই ঘটে যেতে পারে। ফর-টি আউটফিটের সবাই মিলে এখন ওকে ঠেকাতে পারবে কিনা সন্দেহ।

'ওদের নিয়ে এখান থেকে চলে যাও, টেটলো, দূরে কোথাও! আর যদি ঝামেলা করতে চাও, আমি আছি–নাও, পিস্তল বের করো!'

আতঙ্কিত হয়ে পড়ল জেরেড টেটলো। আদেশ দিয়ে আর চব্বিশ ঘণ্টা খুনে লোকদের প্রহরায় থেকে অনেকদিন হলো নিজহাতে পিস্তল চালায় না। দলবলসহ প্রতিপক্ষের মোকাবিলা করাই স্বভাব, কিন্তু এখন নিঃসঙ্গ অবস্থায় বিপদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে নিজেকে পরাজিত মনে হচ্ছে তার। সহসা টেটলো উপলব্ধি করল, এই মুহূর্তে পিস্তলের দিকে হাত বাড়ানোর অর্থ: নিশ্চিত মৃত্যু।

মৃত্যুর এত কাছাকাছি আর কখনও দাঁড়ায়নি টেটলো। প্রয়োজনে সামনের এই লোকটা ওকে হত্যা করবে ভাবতেই সমগ্র অস্তিত্ব কেঁপে উঠল। এমনিতে সাহসী লোক টেটলো, কিন্তু গত কয়েক বছর সদলবলে থাকতে থাকতে এখন একা বিপদে পড়ে নড়াচড়ার শক্তিও হারিয়ে ফেলেছে।

ধীরে ধীরে শান্ত হলো শ্যানন। 'আচ্ছা, তাহলে এই তোমার ক্ষমতা?' ব্যঙ্গাত্মক কণ্ঠে বলল ও। 'মানুষ মারার নির্দেশ দিতে পারো আর নিজে মৃত্যুর মোকাবিলা করতে পারো না!'

ঘুরে দাঁড়াল শ্যানন, ঋজু ভঙ্গিতে হাঁটতে হাঁটতে হোটেলের দিকে এগিয়ে গেল, ঢুকে পড়ল ভেতরে। নীরবতা নেমে এল জনতার মাঝে।

ঘাড় ফিরিয়ে ডানে বামে তাকাল জেরেড টেটলো, যেন এইমাত্র ঘুম ভেঙেছে। ওর উদ্দেশে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছে শ্যানন, ড্রয়ের আহ্বান করেছে, কিন্তু আঙুলটিও নাড়েনি ও। জনতার মাঝে চাপা হাসির শব্দ। কেউ কেউ উদ্বিগ্ন। আস্তে আস্তে সরে যেতে শুরু করল ওরা।

টেটলোর এতদিনের চেনা পৃথিবী হঠাৎ যেন টলে উঠল। দলীয়ভাবে লড়াইয়ে অভ্যস্ত পরিবারে তার জন্ম, বেড়ে ওঠা–ছেলে আর কর্মীদেরও সেভাবে শিক্ষা দিয়েছে। এতদিন এভাবেই সব ঝামেলার সামাল দিয়েছে ফর-টি। অথচ মাত্র একটা লোক মুখের ওপর চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিল আর জবাব দিতে ব্যর্থ হলো সে!

উঠে দাঁড়াল গ্র্যাট, গোমড়া মুখে কাপড়ের ধুলোবালি ঝাড়ল। জেস বেকারের গালের ক্ষত থেকে এখনও রক্ত ঝরছে। হিচ রেইলে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে বমি করছে রেড। টেটলো ঘাড় ফিরিয়ে দেখল হারনেস শপের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে

বেন। প্রচণ্ড চিৎকারে খান খান হয়ে গেল নীরবতার দেয়াল। 'তুমি!' গর্জে উঠল জেরেড, 'ছিলে কোন চুলোয়? হাত গুটিয়ে বসে রইলে কেন?'

'কি করতাম? কিছু করতে গেলে বাডের মত মরতে হত তোমাকে।'

আড়ষ্ট হয়ে গেল জেরেড টেটলো। 'ও···ও-ই খুন করেছে বাডকে?'

'হ্যাঁ,' শান্ত কণ্ঠে বলল বেন। 'বোকামি করলে তোমাকেও মারত!'

চার

হোটেলে ঢুকে লিল মেসি অপেক্ষা করছে, দেখতে পেল শ্যানন। অস্বাভাবিক শান্ত দেখাচ্ছে তাকে। 'তোমার সাহস আছে,' মন্তব্য করল সে। 'ও পিস্তল বের করত যদি?'

'করত না,' বলল শ্যানন, 'নিশ্চিত না হয়ে কাউকে হত্যার চেষ্টা করার মত বোকা সে নয়। লটের সঙ্গে সেদিন মুখোমুখি হতে দেখেছি তো।'

'যদি করত?'

'হ্যাঁ, তার অবশ্য আশঙ্কা ছিল–কিন্তু আমি ততটা আমল দিইনি। আসলে এ ধরনের লোকদের মোকাবিলা আমার জন্যে নতুন নয়।'

'আমারও। যাই হোক, এখন কিছুদিনের জন্যে তোমার শহরের বাইরে থাকা উচিত। তোমাকে হত্যা না করে ক্ষান্ত হবে না ওরা?'

'ইনকোয়েস্টের কী অবস্থা?'

'হবে,' বিরস কণ্ঠে বলল মেসি। 'তদন্ত হবে, শহরের জুরীরা কি বলে দেখা যাক। আসলে রাস্তায় তোমার সঙ্গে ওদের মারপিটের ওপর ব্যাপারটা নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। এ অবস্থায় হয়তো ফর-টির বিরুদ্ধে রায় মিলেও যেতে পারে। আবার কেবল হ্যাভালিককে দোষী সাব্যস্ত করারও সম্ভাবনা রয়েছে।'

'ওকে গ্রেপ্তার করতে চাইলে লড়াই হবে।'

'করব।' শান্ত অথচ দৃঢ় কণ্ঠে বলল লিল মেসি। 'শহরের কয়েকজন সৎ বাসিন্দা আমার পাশে দাঁড়াবে। রবার্ট আর্লি, ডাক্তার ব্লেইন···'

'ডাক্তার,' শ্যানন অবাক।

মাথা ঝাঁকাল মেসি। 'হ্যাঁ, কিন্তু ডাক্তার একজন যোদ্ধা, সাহসী এবং অস্ত্র চালনায় দক্ষ।'

'ডিলানকেও হাতে রাখতে পারো।'

'ডিলান?' কিঞ্চিৎ ক্ষোভের সঙ্গে শ্যাননের দিকে তাকাল মেসি। 'ওর কাছে সাহায্য চাইতে যাব মনে করেছ?'

'কেন নয়? সাহায্য না চেয়ে উপায় কি? আমার পরামর্শ নাও, ওর সঙ্গে আলাপ করে দেখো। ডিলান,' আবার বলল শ্যানন, 'একজন প্রাক্তন সৈনিক, অনেকদিন আর্মিতে ছিল। এখন আইনের সীমানা পেরিয়ে যাবার অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে বটে, কিন্তু এ ধরনের লোক অতীতের কথা ভুলতে পারে না, মব

অ্যাকশন পছন্দ করে না ওরা। এখনও কোনপক্ষে যোগ দেয়নি সে, সাঙ্গ-পাঙ্গদেরও সামলে রেখেছে। সবচেয়ে বড় কথা, ফর-টি আউফিটকে সহজ শিকার হিসেবে ধরে নিয়েছে।'

শ্যাননের কথা শুনে ভাবতে শুরু করল মেসি। ডিলানের মত লোকের সাহায্য নেয়া ওর রীতিবিরুদ্ধ, কিন্তু ও জানে, বহুদিনের প্রশিক্ষণ কিভাবে মানুষের অস্তিত্বের সঙ্গে মিশে যায়। অনিয়মিত নয়, নিয়মিত বাহিনীর সদস্য ছিল ডিলান, অভিজ্ঞ সার্জেন্ট, নিয়ম-শৃঙ্খলা মেনে চলতে অভ্যস্ত। তার পরিচ্ছন্ন পরিপাটি পোশাক, চমৎকার স্বাস্থ্য, চালচলন, কাজকর্মে এখনও অতীত দিনের ছোঁয়া লেগে আছে।

'তুমি চাইলে আমি সাহায্য করতে পারি,' বলল শ্যানন। শেরিফের পদক্ষেপ ওর পছন্দ হয়েছে, পশ্চিমে নিয়ম-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত করতে হলে মেসির মত লোকদের প্রতি সবার সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়া উচিত।

'উঁহুঁ। তুমি নিজেই বিরোধের একটা পক্ষ হয়ে দাঁড়াচ্ছ। তোমার পেছনে এখন লাগবে ওরা। সুতরাং তোমার উপস্থিতি ভালর চেয়ে খারাপ ফল বয়ে আনতে পারে। তুমি বরং কিছুদিন শহরের বাইরে থাকো—যাবার সময় পেছনে খেয়াল রেখো।'

'সেটা,' শুষ্ক কণ্ঠে বলল শ্যানন, 'সব সময় রাখি।'

শ্যানন বেরিয়ে যাবার পর ওর গমনপথের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল লিল মেসি, দু'ভুরুর মাঝের ফাঁকটা ছোট হয়ে এল। লোকটাকে ঠিক বোঝা যায় না। এতক্ষণ চমৎকার যুক্তি দিয়ে কথা বলে গেল, দেখতেও আর দশজনের মত, তবু যেন অন্যরকম। একটু আগে খুনের নেশায় মাতাল হয়ে গিয়েছিল সে, খেপে উঠেছিল লড়াই করার জন্যে। কেবল প্রচণ্ড ইচ্ছা শক্তি আর নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতাবলে শান্ত হয়েছে, নইলে ওই ক্রোধে ভয়াবহ অবস্থা সৃষ্টি করতে পারত।

স্যাডলে চেপে শহরের বাইরে রওনা হলো শ্যানন। রাস্তাঘাট খাঁ খাঁ করছে। পশ্চিমে এগোল ও। সেতুর কাঠে মৃদু শব্দ তুলল ঘোড়ার খুর। ডিলানের ক্লাব ঘরের সামনে রাশ টানল ও, ডাকল ডিলানকে। বেরিয়ে এসে দরজার মুখে দাঁড়াল ডিলান। কোটের পকেটে হাত ঢুকিয়ে রেখেছে, ঠোঁটের ফাঁকে ঝুলছে একটা সিগার। 'অ্যাটেনশন!' বলে চেঁচিয়ে ওঠার ইচ্ছে অনেক কষ্টে দমন করল শ্যানন।

'যাচ্ছি,' বলল ও, 'দেখো, মেসির সাহায্য লাগতে পারে। ওকে বলেছি প্রয়োজনে তোমাকে ডাকতে। খেয়াল রেখো।'

চমকিত হলো ডিলান। ঠোঁট থেকে সিগার নামিয়ে থুতু ফেলল। সিগারের গোড়ার দিকে একবার তাকিয়ে চোখ তুলে শ্যাননের দিকে চাইল। 'কীভাবে একথা বলতে পারলে?'

'তোমার জাত আমি চিনি, ডিলান,' ঘোড়া ঘুরিয়ে নিল শ্যানন, রাস্তা ধরে এগিয়ে গেল।

বিড়বিড় করে কি যেন বলল ডিলান, রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলল সিগারটা, তারপর ক্লাব ঘরে ফিরে ডেস্কের পেছনে একটা চেয়ারে ধপ করে বসে পড়ল। অন্যমনস্ক-

ভাবে সিগার ধরিয়ে নীলচে ধোঁয়ার দিকে নিস্পলক তাকিয়ে রইল।

সপ্তাহখানেকের পুরোনো দোমড়ানো একটা স্যানফ্র্যানসিসকো সংবাদপত্র তুলে নিল সে, হাত দিয়ে সমান করতে গিয়ে প্রায় ছিঁড়ে ফেলল। এবার একপাশের দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়ানো বলিষ্ঠ গড়নের এক লোকের দিকে চোখ ফেরাল। 'ক্লাইড আর শর্টিকে ডেকে পাঠাও, পিট। আরও কয়েকজনকে আশপাশে থাকতে বলো। আজকের তদন্ত সভায় যাব। শেরিফের,' আবার বলল সে, 'পক্ষে দাঁড়াব আমরা।'

'শেরিফের পক্ষে?' বিস্মিত পিট।

'হ্যাঁ,' নিজের কাজ ব্যাখ্যা করতে অভ্যস্ত নয় ডিলান। 'এছাড়া আর কিছু করার নেই। মেসি ওদের কাছে হেরে গেলে একা ফর-টির সামাল দিতে হবে আমাদের। আমি চাই মেসি বহাল তবিয়তে থাকুক।'

'বেশ।'

শহরের পশ্চিমে ছড়িয়ে ছিটিয়ে জন্মানো জুনিপারের ফাঁকে একটা ট্রেইল ধরে এগোল শ্যানন। পেছনে ঊষর প্রান্তর, স্যান্ডস্টোনের স্তূপ, ইতস্তত বিক্ষিপ্ত গ্রীজউড, এই পটভূমিতে প্রকৃতির সঙ্গে মিশে গেছে ওর ঘোড়া। দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতায় ঘোড়ার গায়ে কিংবা কাপড়ে ধাতব পদার্থ লাগানো এড়িয়ে চলতে শিখেছে ও। নিরেট বোকা নয়তো হামবড়া না হলে কেউ চকমকে অলঙ্কার পরে না, কারণ চক্‌চক বাক্‌লস ইত্যাদির ওপর সূর্যের আলোর প্রতিফলন পিস্তলের গুলি ডেকে আনতে পারে।

সংকীর্ণ ট্রেইল থেকে সরে এল শ্যানন, একটা বিস্তৃত উঁচু সমতল ভূমিতে উঠল, তারপর নব্বুই ডিগ্রী কোণ ঘুরে পুবে এগোল। একটা পাথর ঘেরা উঁচু জায়গায় রাতের জন্যে যাত্রাবিরতি করল ও। এখান থেকে চারদিকে বহুদূর অবধি দেখা যায়।

সন্ধ্যার খানিক আগে দুটো দলকে শহর ত্যাগ করতে দেখল শ্যানন। দু'দলেই আন্দাজ পাঁচজনের মত লোক।

ধীরে ধীরে চারদিক অন্ধকার হয়ে এল। ব্ল্যাঙ্কেট বিছিয়ে শুয়ে পড়ল শ্যানন, সঙ্গে সঙ্গে ঘুম নেমে এল দুচোখে।

ফর-টির ক্যাম্প। ঝিম মেরে আছে সবাই। চুপচাপ খাওয়া সেরে যে যার জায়গায় শুয়ে পড়েছে। জেরেড টেটলোর চোখের দিকে চাইছে না কেউ। বড়সড় একটা ধাক্কা খেয়েছে বুড়ো, অগ্নিকুণ্ডের দিকে নিস্পলক তাকিয়ে রয়েছে।

ব্যর্থতার গ্লানি কিছুতেই কাটিয়ে উঠতে পারছে না জেরেড টেটলো। এতদিন নেতৃত্ব দিয়ে এসেছে, পরবর্তী পদক্ষেপ কী হওয়া উচিত পরিষ্কার জানে সে। দ্রুত কিছু একটা করতে না পারলে অধীনস্থদের ওপর আর প্রভাব থাকবে না। যেটাই করুক, দ্রুত এবং দৃঢ়তার সঙ্গে করতে হবে। সবাই জানে টেটলো গানম্যান নয়, এবং ন্যাশ যেই হোক বন্দুকবাজিতে অভ্যস্ত। বাডের হত্যাকারীকে কীভাবে শনাক্ত করেছে বেন সেই কথা ক্যাম্পে ছড়িয়ে পড়েছে, ফলে সবাই জেনে গেছে ন্যাশ

একজন গানফাইটার।

ওই পরিস্থিতিতে তখন পিছিয়ে আসায় কেউ দোষ দেবে না, কিন্তু এখন নিজেকে গুটিয়ে নিলে ওর ওপর আস্থা হারিয়ে ফেলবে কর্মীরা। এদিকে ইনকোয়েস্টও আজ বিশেষ সুবিধের হয়নি। টেটলোর ইচ্ছে ছিল, আচমকা হাজির হয়ে হৈচৈ বাধিয়ে মেসি বা অন্য কারও জেরা করার অধিকার অস্বীকার করা। কিন্তু ওখানে গিয়ে দেখা গেল সশস্ত্র লোকজন নিয়ে হাজির হয়েছে ডিলান। বলে দিতে হয়নি, শেরিফের পক্ষ নিয়েছে সে। বিস্ময়কর ব্যাপার!

ওদিকে ব্যবসায়ীদের অধিকাংশ দূরে সরে থাকলেও বব আর্লি আর ডাক্তার ব্লেইন ইনকোয়েস্ট উপস্থিত ছিল। তারা কোন পক্ষ নিয়েছে বুঝতে বেগ পেতে হয়নি। জেরেড টেটলো স্বেচ্ছাচারী হলেও যে কোন এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিদের প্রতি সহজে অশ্রদ্ধা দেখায় না। তার ধারণা একই অভিজাত শ্রেণীর মানুষ ওরা। ওদের মানসম্মানের প্রশ্ন যেখানে জড়িত, ডিলানের অস্ত্রের হুমকি কোন ব্যাপার নয়।

আর্লি স্বয়ং ইনকোয়েস্ট পরিচালনা করেছে। তীক্ষ্ণ এবং স্পষ্ট ভাষায় জেরা করা হয়েছে। সাক্ষীরা সবাই অবশ্য হ্যাভালিকের পক্ষে কথা বলেছে। তবে কয়েকজন লোক জানিয়েছে কারসন কখনও সঙ্গে পিস্তল রাখত না। কিন্তু সেদিন তার কাছে পিস্তল থেকে থাকতে পারে—সম্ভাবনার প্রশ্ন উঠেছে। ফলে হ্যাভালিককে গ্রেপ্তার করার মত জোরাল প্রমাণ মেলেনি। তারপরও জনমতের পাল্লা কোন্‌দিকে ভারি তা স্পষ্ট হয়ে গেছে।

সেদিনের কথা আবার ভাবল সে। কারসনকে হত্যা করায় তিলমাত্র অনুতাপ হয়নি তার; বরং কারপেন্টারকে বাঁচিয়ে রাখল কেন ভেবে দুঃখ হচ্ছে এখন। ম্যারাবল সহ আরও কয়েকজন বেঁচে গেছে। ওদের একটা ব্যবস্থা করে ফেললে হত। একবার কিছু ঘটে গেলে তাকে আর পাল্টায় কে!

এখন সবচেয়ে জরুরী যে কাজটা তা হলো ন্যাশকে খুঁজে বার করা এবং নিশ্চিহ্ন করে দেয়া। সিদ্ধান্ত নেয়ার সঙ্গে সঙ্গে ফর-টি রাইডারের দুটো দলকে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে ন্যাশকে খুঁজে বের করে হত্যা করার জন্যে। ন্যাশ তার ছেলের হত্যাকারী, রটিয়ে দিতে দেরি করেনি চতুর জেরেড টেটলো।

ন্যাশের খোঁজে যারা গেছে, তাদের কাছ থেকে এখনও কোন সংবাদ পৌঁছেনি ক্যাম্পে। তবে কোথাও খুঁজতে বাদ রাখছে না ওরা। শিগ্‌গির পেয়ে যাবে। খুঁজে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গুলি করে মারা হবে ব্যাটাকে, আর জ্যান্ত ধরতে পারলে ফাঁসিতে ঝোলানো হবে। আগেই নির্দেশ দেয়া হয়েছে ওদের। আউটফিটের দাঙ্গাবাজ কর্মীদের মাঝে বাড জনপ্রিয় ছিল। ন্যাশকে হত্যা করতে পারলে খুশি হবে ওরা।

আগুনের দিকে এগিয়ে এল বেন, জেরেড টেটলোর কাছাকাছি বসে পড়ল। কিছুক্ষণ নীরবে সিগারেট টানল। তারপর বলল, 'বাবা, চলো, আমরা আরও পশ্চিমে চলে যাই। এখানে থেকে কাজ নেই।'

জবাব না পেয়ে কথা চালিয়ে যাবে ঠিক করল বেন। সাহস করে কথা বলছে সে, বাবাকে চেনে কোনরকম দুর্বলতা সহ্য করতে পারে না জেরেড টেটলো। তাছাড়া হর্সহেডের রাস্তায় অপমানিত হওয়ার পর বাবার বুকে কি ঝড় বইছে

অজানা নেই তার।

'খামোকা বাড়াবাড়ি করছি আমরা। এখানকার সবার রেঞ্জ দখল না করলে আমাদের পোষাবে না, সেটা করতে হলে মেয়েমানুষ আর অন্য গৃহস্থদের সঙ্গে লড়াইতে নামতে হবে, একজোট হয়ে আমাদের বিরুদ্ধে যুঝবে ওরা, আমরা পারব না।

'তোমার সাহসে না কুলোলে,' কঠিন গলায় বলল টেটলো, 'দূর হয়ে যাও!'

'না,' শান্ত কণ্ঠে বলল বেন। 'আমি থাকছি। তুমি আমার বাবা, ফর-টি আমার আউটফিট; তুমি ভুল পথে চলছ মনে করলেও আমি যাব না; এবং সত্যিই ভুল করছ তুমি। নিজের মতামত অন্যের ওপর চাপিয়ে দিতে চাও তুমি, বাবা, সমস্যা এখানেই। এখন যদি তুমি হেরে যাও অসংখ্য লোক ক্ষতিগ্রস্ত হবে, তাদের মধ্যে ভালমানুষও আছে।'

'ওকে জ্বালাতন কোরো না!' অন্ধকার থেকে বলে উঠল ফিনিয়াস টেটলো। 'বাবা ঠিক বলেছে, পছন্দ না হলে সময় থাকতে কেটে পড়ো।'

চুপ করে গেল বেন। হতাশার ছাপ পড়ল চেহারায়। চিরদিন অন্যের ওপর নিপীড়ন চালানোর বিরোধিতা করে এসেছে। ওদের বিশাল গরুর পাল অন্যান্য খুদে আউটফিটের চেয়ে বেশি সুবিধে পাওয়ার অধিকারী, বিশ্বাস করে না। অবশ্য লিল মেসি ওদের কোনরকম বাড়তি সুবিধে দিচ্ছেও না। নিজের নীতিতে অটল থাকার জন্যে প্রয়োজনে মৃত্যু পর্যন্ত লড়ে যাবে সে। বেনের ধারণা, সঠিক পথে রয়েছে মেসি।

মেসির মত আরেকজন–ডিলান। ইনকোয়েস্টের সময় ডিলানকে দেখে অবাক হয়েছিল বেন। বাবাও কম অবাক হয়নি। ডিলান রাসলারদের সর্দার বলে শুনেছিল ওরা, শহরের সমস্ত গুণ্ডার আস্তানা ডিলানের ক্লাবে। কিন্তু লোকটাকে দেখে উল্টোটি মনে হয়েছে। মেসির সঙ্গে জোট বেঁধেছে ডিলান। ওদের একত্রিত হওয়ার অর্থ ভয়ঙ্কর।

ন্যাশের কথা তেমন গুরুত্বের সঙ্গে ভাবেনি বেন টেটলো। ওর আপন ভাইকে হত্যা করেছে লোকটা, ভোলেনি; জানে, ওকে তার ঘৃণা করা উচিত; কিন্তু কেন যেন পারছে না। বুড়ো একজন কাউহ্যান্ড ওকে পুরো ঘটনা বলেছে: যেচে ঝগড়া বাধিয়েছিল বাড, লোকটাকে বাধ্য করেছে গুলি করতে; অথচ ঝামেলা এড়িয়ে যেতে চেয়েছিল সে। ঘৃণা নয় দীর্ঘদেহী আগন্তুকের প্রতি দুর্বল বোধ করছে বেন। লোকটার চেহারা, মুচকি হাসিতে আশ্চর্য একটা আকর্ষণ আছে, দেখলে বন্ধুত্ব করতে ইচ্ছে করে।

কিন্তু রাস্তায় বাবাকে যখন চ্যালেঞ্জ করল, একেবারে ভিন্ন চেহারা দেখা গেছে তার। যে দেশে হরহামেশা লড়াকু লোক চোখে পড়ে, সাহস শক্তি আর দক্ষতা যেখানে বেঁচে থাকার জন্যে অপরিহার্য সেখানেও অনন্য মনে হয়েছে ন্যাশকে। ফর-টির সব রাইডারের মিলিত শক্তি উপেক্ষা করে একা রাস্তায় এসে দাঁড়িয়েছে সে। খালিহাতে তিনজনকে ধরাশায়ী করে তারপর মুখোমুখি হয়েছে জেরেড টেটলোর। এর আগে এভাবে কাউকে বাবার মুখোমুখি হতে দেখেনি বেন। মানুষকে যাচাই করার ক্ষমতা রাখে, নিজের বিচার বুদ্ধির ওপর আস্থা আছে অথচ

খালিহাতে পুরো ফর-টি আউটফিটকে রুখে দাঁড়াল যে লোকটা তাকে ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না সে। অপরাজেয় কোন শক্তি যেন লুকিয়ে আছে লোকটার মাঝে।

অন্যরা লক্ষ্য না করলেও কয়েকটা জিনিস খেয়াল করেছে বেন। তিনজনের বিরুদ্ধে গায়ের জোরে জেতেনি ন্যাশ। ডায়োলেন্সেরও জয় হয়নি। অকস্মাৎ প্রচণ্ড হামলা চালানোর জন্যেই জয়লাভ করেছে আগন্তুক। দক্ষতা আর উন্নত কৌশল কাজে লাগিয়েছে। অযথা একটা আঙুলও নাড়ায়নি। কী করতে হবে এবং কীভাবে, স্পষ্ট জানা ছিল তার। এটা কাকতালীয় হতে পারে না—সন্দেহ নেই অভিজ্ঞ ফাইটার সে।

উঠে দাঁড়াল জেরেড টেটলো। 'ফিন?' ছেলে জেগে কিনা দেখল। অস্পষ্ট জবাব ভেসে এল, 'কারপেন্টারের রেঞ্জে মোটামুটি ছ'শো গরু ধরবে,' আবার বলল সে, 'এখানে আমাদের ছ'হাজার গরু আছে, আরও আসছে। কাল সকালে ওই রেঞ্জে চার হাজার গরু পাঠিয়ে দেবে। ঠিক আছে? হতচ্ছাড়া শহরটাকে দেখিয়ে দেব টেটলোদের ক্ষমতা কতখানি!'

বাবার দৃঢ় চেহারার দিকে তাকাল বেন, ওকে ফেরানো যাবে না; বুঝতে পারল। চুপচাপ নিজের জায়গায় গিয়ে শুয়ে পড়ল সে, তাকিয়ে রইল আকাশের দিকে।

সকালে গরুর পাল এগোতে শুরু করল। রাইডাররা তাড়িয়ে নিয়ে জড়ো করতে লাগল কারপেন্টারের রেঞ্জে। অসহায়ভাবে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল সস্ত্রীক কারপেন্টার। এত গরু চড়ালে দুদিনে ধ্বংস হয়ে যাবে তার রেঞ্জ। গরুর পায়ের নিচে দুমড়ে যাবে সব ঘাস।

বিশাল চেস্টনাটের পিঠে বসে গম্ভীর চেহারায় গরু দেখছিল জেরেড টেটলো, বেনকে ডাকল। 'শোনো!' বলল সে, 'এসব সামলানোর শক্তি তোমার নেই! তুমি বরং ট্রেইলে ফিরে যাও—ওদের তাড়াতাড়ি সব গরু নিয়ে আসতে বলো, আমি এদের বুঝিয়ে দিতে চাই কারা এই দেশ শাসন করবে!'

হ্যাভালিক এসে পাশে দাঁড়াল, তার খুদে চেহারায় সন্তুষ্টির ছাপ।

'কাল বাদে পরশু এসে যাবে গরুগুলো, সঙ্গে সঙ্গে "এস-আর" রেঞ্জে পাঠিয়ে দেবে,' বলল টেটলো। 'এক সপ্তাহর মধ্যে সবকটাকে তাড়াব আমি!'

পুবে এগোতে এগোতে গম্ভীর চেহারায় আকাশের দিকে তাকাল বেন। জয়লাভ করার একটা উপায় ঠিক বের করবে বাবা, আইন অনুযায়ী বাবাকে গরুর পাল সরিয়ে নিতে বলার অধিকার কারও নেই। এটা সরকারী খাস জমি, এখনও কোন আইনের আওতায় পড়েনি। আইনের সাহায্য যদি পাওয়া যেতও, তবু খুদে র‍্যাঞ্চারদের বাঁচানোর জন্যে দ্রুত কিছু করার থাকত না। আইনের প্রক্রিয়া অনেক দীর্ঘ। ততদিনে মারাত্মক ক্ষতি হয়ে যাবে। বাবা হয়তো ক্ষতি পুষিয়ে নিতে পারবে, এরা পারবে না। বাবা শেষ পর্যন্ত সরে যেতে বাধ্য হলেও—যদিও তার সম্ভাবনা নেই—এই মৌসুমের জন্যে চারণভূমি ধ্বংস হয়ে যাবে, আবার ঘাস জন্মাবে, কিন্তু দুমড়ে মুচড়ে থাকবে সব, চাহিদা বেশি থাকায় ক্ষতিগ্রস্ত হবে রেঞ্জ। বিশাল কর্মী বাহিনীর সাহায্যে বাবা অন্য কোথাও যেতে পারবে, ক্ষতি গায়ে

লাগবে না। খুদে র‍্যাঞ্চাররা লোকসানের ধাক্কা সামলাতে পারবে না। শেষ পর্যন্ত হাজার হাজার গরুর সুবাদে জিতে যাবে জেরেড টেটলো।

রেঞ্জে জড়ো করা কয়েক হাজার গরুর দিকে চেয়ে রয়েছে কারপেন্টার। প্রচণ্ড ক্রোধ জাগছে তার মনে। দুহাত মুঠি পাকিয়ে গেছে অজান্তে। যুদ্ধ করতে চায় সে, আঘাত হানতে চায়। কিন্তু কীভাবে?

'আমরা বরং চলে যাই,' শান্ত কণ্ঠে বলল তার স্ত্রী। 'সেই' লোকটার কথামত চলো "এস-আর" র‍্যাঞ্চে যাই, রুটস আর ম্যারাবলকে নিয়ে যাব, দল বেঁধে কিছু একটা করতে যাবে।'

'কক্ষনোও না!' তেলে বেগুনে জ্বলে উঠল কারপেন্টার। 'জমি ছেড়ে যাব? অসম্ভব!'

কারপেন্টারের রেঞ্জে গরু পাঠানোর সংবাদ আর হর্সহেডের পথে অচেনা আগন্তুক এবং জেরেড টেটলোর মুখোমুখি হওয়ার গল্প 'এস-আর' র‍্যাঞ্চে পৌঁছুল। আবোলতাবোল বর্ণনা নয়, সংক্ষেপে স্পষ্ট ভাষায় বলে গেল ডাক্তার ব্লেইন। র‍্যাঞ্চ হাউসে লাঞ্চ করতে এসেছিল সে। রিটা ছাড়াও ক্রিস মেহ্লার ছিল কামরায়।

স্বাভাবিক কণ্ঠে শুরু করেছিল ব্লেইন। 'শহর এখন খুব গরম, উত্তেজনার ঘাটতি নেই। ফর-টি আউটফিটের তিন তিনজন রাইডারকে এক রাম ধোলাই দিয়েছে এক লোক, মাত্র তিন মিনিটে! তারপর জেরেড টেটলোকে চ্যালেঞ্জ করেছে সে। সামনাসামনি। এরকম ঘটনা জীবনে এই প্রথম দেখলাম!'

ব্লেইনের দিকে তাকিয়ে রয়েছে মেহ্লার। কি ঘটতে যাচ্ছে বুঝতে বেগ পেতে হলো না ইয়াকুর।

মারিয়াকে ডেকে কফি দিতে বলল রিটা। 'সকালে কারপেন্টারের রেঞ্জে কয়েক হাজার গরু পাঠিয়েছে টেটলো। শেষ হয়ে যাবে বেচারা।'

'টেটলো তাই চাইছে,' সায় দিল ব্লেইন। 'নিজের কথা ভেবেছ?'

'নিশ্চয়ই। গরু চরাতে হলে আমার জমিও নিতে হবে তাকে,' রিটা কথা বলার সময় ওর দিকে তাকিয়ে রইল ব্লেইন। দেখলে কিশোরী বলে ভ্রম হয় অথচ ওর আত্মবিশ্বাসের বহর অবাক করে। নগদ টাকায় এই র‍্যাঞ্চ কিনেছে মেয়েটা; তারপর অপূর্ব একটা র‍্যাঞ্চ হাউস বানিয়েছে। ফ্রেঞ্চ শ্যাতোর মত একটা বাড়িতে থাকে রিটা—এরচেয়ে বেশি কিছু ওর সম্পর্কে জানতে পারেনি ব্লেইন। 'আমার জমি দখল করতে চাইলে বিপদে পড়বে টেটলো।'

'ওর লোকজন অনেক।'

'আমার সঙ্গে ক্রিস আর কেইন ইউস্টন এবং আরও দুচারজন রাইডারও রয়েছে।'

'দেখতে যেমন আসলেও কি কঠিন লোকটা?'

'অসম্ভব কঠিন। ওর সঙ্গে লাগার শক্তি রাখে এমন মাত্র একজনকে চিনি আমি। ক্রিস হয়তো পারতে পারে, আমি নিশ্চিত নই।'

'টেটলোকে যে লোকটা মোকাবিলা করল,' বলল ব্লেইন, 'এক ভবঘুরে কাউহ্যান্ড, গানফাইটারের মত চেহারা। শুনলাম ও-ই নাকি বাড টেটলোকে হত্যা

করেছিল। লোকটাকে কিন্তু খারাপ বলে মনে হয়নি আমার। ওকে ভাড়া করলেই তো পারো।'

'তার হয়তো দরকার হবে না,' বলল রিটা। 'তবু ধন্যবাদ।'

'ভেবে দেখো,' আবার বলল ব্লেইন, 'ন্যাশ–'

ঝট করে তাকাল রিটা। 'কে? কার কথা বললে?'

বিস্মিত ব্লেইন। 'ন্যাশ। মানে, এই নামটাই ব্যবহার করছে সে। ভবঘুরেরা কখন কি নাম ব্যবহার করে তার কি কোন ঠিক আছে?'

অভিযোগভরা চোখে ক্রিসের দিকে তাকাল রিটা। 'তাই কি···?' প্রশ্ন করার দরকার নেই, ইয়াকুর চোখে জবাব লেখা। ধড়াস ধড়াস শুরু করল ওর বুকের ভেতর, নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারল না, চট করে উঠে দাঁড়াল, তারপর ঘুরে জানালার কাছে গিয়ে চেহারা লুকাল। 'কখন জেনেছ?'

'পরশু রাতে। এদিকে এসেছিল। একবার থেমেওছিল।'

'কথা হয়েছে?'

'না। আমাকে দেখেনি।'

পালা করে ওদের দুজনের দিকে তাকাল ব্লেইন। জগৎ সংসার সম্পর্কে অভিজ্ঞ ডাক্তারের বুঝতে অসুবিধে হলো না, হতাশ হয়েছে রিটা। বিস্মিত হলো সে। এর আগে রিটাকে এভাবে বিচলিত হতে দেখেনি।

'ন্যাশকে চেনো?'

'জানি না। হয়তো চিনি। আমি···আমরা একজনকে চিনতাম, এই নামটা ব্যবহার করত সে।'

'আসল নাম?'

ঘুরে দাঁড়াল রিটা। 'সেটা, ডাক্তার, ওর মুখেই শুনো।' এবার ডাক্তার কি বলেছিল খেয়াল হলো। টেটলোর মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিল ন্যাশ। হ্যাঁ, আপন মনে বলল রিটা, একমাত্র ফ্র্যাঙ্কের পক্ষেই সম্ভব। কোনরকম স্বেচ্ছাচারিতা সহ্য করতে পারে না ও, শত্রুর সংখ্যা নিয়েও ভাবে না।

ফ্র্যাঙ্ক···!

ফ্র্যাঙ্কের চিন্তা অস্থির করে তুলল রিটাকে। জানালা দিয়ে বাইরে দৃষ্টি মেলে দিল। শ্যাননের চেহারার প্রতিটি রেখা, হাসি, চোখের কোণের কুঞ্চন, চোখ ছোট করে তাকানোর ভঙ্গি–সবই মনে পড়ছে। চোখের সামনে যেন দেখতে পাচ্ছে ওর দ্রুত অথচ দৃঢ় পায়ে হাঁটার ভঙ্গি, শক্তিশালী দুটো হাত, আর সবুজ চোখের শীতল দৃষ্টি–ওর দিকে তাকালে ওই চোখে অবশ্য ভিন্ন দৃষ্টি ফুটে ওঠে।

লাইভ ওক কান্ট্রিতে প্রথম দেখার কথা ভাবল রিটা, সেই কামরায় পরস্পরের দিকে তাকিয়েই প্রেমে পড়ে গিয়েছিল ওরা। এখনও শ্যানন ছাড়া কিছু বোঝে না রিটা।

এখন এখানে এসেছে ফ্র্যাঙ্ক, একেবারে কাছাকাছি। ওই তো ওখানে অন্ধকারে দাঁড়িয়েছিল ও। রিটা এখানে, জানত? ওর কথা ভাবছিল কি? অন্ধকার থেকে আলোর দিকে তাকিয়ে কী ভাবছিল সে? কখন এসেছিল? ও কি পড়ছিল? না শোবার আয়োজন করছিল? আগেই শুয়ে পড়েছিল কি?

'ক্রিস,' চট করে ফিরল রিটা, 'আমি ওর সঙ্গে দেখা করতে চাই।'

মাথা দোলাল ইয়াকু। 'সি, কিন্তু কোথায় ওর দেখা পাব? ও তো হাওয়ার মত চলাফেরা করে, ট্রেইল রেখে যায় না।'

'ভাল করে ভাবো, ক্রিস! কোথায় থাকতে পারে? ও কি বলেছিল মনে নেই? মন দিয়ে অনুসরণ না করলে ট্রেইল করা যায় না। বলেনি? যাকে অনুসরণ করছ তার মত ভাবতে হবে তোমাকে, তাহলে বুঝতে পারবে, কোথায় যেতে হবে। তুমি ওকে চেনো, ক্রিস। কোথায় থাকতে পারে ভেবে দেখো।'

বিশালদেহী ইয়াকু কাঁধ ঝাঁকাল। ভাবছে। হ্যাঁ, এছাড়া উপায় নেই। মন থেকে অনুসরণ করতে হবে শ্যাননকে। যেভাবে হরিণের ট্রেইল অনুসরণ করতে হয়–একবার যদি জানা যায়, কোথায় পানি খায় সে, কোথায় ঘুমোয়; তখন, কোথায় ঘাস খেতে আসবে, বুঝতে কষ্ট হয় না আর। সব শিকারের বেলায় এই কথা খাটে, মানুষের বেলায়ও। একটা নির্দিষ্ট নিয়মে চলে পৃথিবীর সব প্রাণী। শ্যাননই বলেছিল কথাটা। ভোলেনি মেহ্লার, কারণ ও জানে, অ্যাপাচি ব্যর্থ হতে পারে কিন্তু ট্রেইল করতে শ্যানন কখনও ব্যর্থ হয় না।

কিন্তু ফ্র্যাঙ্ক শ্যাননের ট্রেইল অনুসরণ করা তো সম্পূর্ণ ভিন্ন কথা, ও জানে কীভাবে ভাবতে হয়, অন্যের চিন্তা বুঝে তাদের চিহ্ন দেখে অনুসরণ করে, তাই একেক সময় একেক লাইনে ভাবতে পারে। শ্যাননই একথা বলেছে মেহ্লারকে। কি করে খুঁজে বের করা যাবে ওকে?

একটা উপায় অবশ্য আছে। দূরে নির্জন কোন জায়গায় থাকতে চাইবে ও, এমন জায়গা যেটা খুঁজে পাওয়া কঠিন, যেখানে সহজে প্রতিরোধ গড়ে তোলা সম্ভব। প্রয়োজনে ওখানে থেকে লড়াই করা যাবে প্রতিপক্ষের সঙ্গে। টেটলো যখন শত্রুপক্ষ, এরকম কোন জায়গায়ই বেছে নিতে হবে ওকে।

'বোধ হয় পারব,' বলল ক্রিস মেহ্লার। 'কিন্তু এখন এখান থেকে যাওয়া কি ঠিক হবে?'

'ওকে খুঁজে বের করো!' নাছোড়বান্দা রিটা। 'বলো, আমি দেখা করতে চাই।'

'আরেকটা উপায় আছে,' যেচে বলল ডাক্তার ব্লেইন। 'লোকটা শহরে ফেরা পর্যন্ত অপেক্ষা করো। আবার আসবে সে। লিল মেসির কাছে শুনেছি ন্যাশ ওকে সাহায্য করবে বলেছে। ডিলানের সঙ্গে তার জানাশোনা আছে।' ভুরু কোঁচকাল ব্লেইন। 'ডিলান হয়তো জানতে পারে তাকে কোথায় পাওয়া যাবে।'

'ক্রিস, ডাক্তারের সঙ্গে শহরে যাও। ডিলানকে জিজ্ঞেস করে আসো।'

শ্যাননকে দেখার জন্যে উতলা হলেও ওর সঙ্গে আবার দেখা হবে ভাবতেই শঙ্কিত হয়ে উঠল রিটা। ওকে ছেড়ে যাবার পেছনে শ্যাননের যুক্তি বোঝে, তাই দুঃখ পেলেও শ্যাননকে ঘৃণা করতে পারে না। এখন একই সঙ্গে ওকে দেখার সুযোগ পেয়ে আবার হারাবার ভয় ব্যাকুল করে তুলল রিটাকে। শ্যানন চলে যাবার পর ধাক্কাটা সামলে নিতে সময় লেগেছে ওর, আবার একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি সহ্য করতে পারবে কিনা কি জানে!

ছোট বেলার শিক্ষা, বাবার জীবন, একজন মাত্র পুরুষকে ভালবাসতে

শিখিয়েছে ওকে। শ্যানন ছাড়া দ্বিতীয় পুরুষের কথা চিন্তা করতে ওর রুচিতে বাধে।

'আমি যাই ডিলানের কাছে,' বলল ব্রেইন। 'ওকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলব। এখানে থাকুক মেহ্‌লার; বিপদের কথা তো বলা যায় না।'

ডাক্তারের কথা মেহ্‌লারের পছন্দ হলো। অপেক্ষা করতে লাগল সে। রিটা যখন ছোট তখন থেকে ওর দেখাশোনা করে আসছে মেহ্‌লার, তাই এমন একটা সময়ে ওকে ছেড়ে যাবার কথা ভাবতে পারে না। একমাত্র শ্যাননকে রিটার কাছাকাছি আসার অনুমতি দিয়েছে সে। পঞ্চাশ বছর বয়স্ক এই ইয়াকু ইন্ডিয়ান এখনও একটা গরিলার চেয়ে বেশি শক্তি রাখে, ওর বিশ্বস্ততা কুকুরের মত, নেকড়ের চেয়েও ধূর্ত সে।

'ঠিক আছে,' অবশেষে বলল রিটা। 'ওকে বলো, আমি ন্যাশের সঙ্গে দেখা করতে চাই।'

টেবিল ছেড়ে উঠে পড়ল ডাক্তার ব্রেইন। ন্যাশের সঙ্গে কখন কীভাবে রিটার পরিচয়, জানতে ইচ্ছে করছে। সন্দেহ নেই একই নাম আগেও ব্যবহার করেছে সে। কিন্তু তার আসল পরিচয় কি?

এক সময় যেখানে কারপেন্টারের অল্প কিছু গরু চরে বেড়াত, এখন হাজার হাজার গরু চরছে, শহরের ফেরার পথে দেখতে পেল ডাক্তার ব্রেইন। অল্প কয়েকজন লোক নিয়ে কীভাবে টেটলোর মোকাবিলা করার কথা ভাবছে মেয়েটা? হাজার হাজার গরুর সঙ্গে লড়াই করা কি সম্ভব? জেরেড টেটলো অস্ত্র পেয়ে গেছে, তাকে আর ঠেকানো যাবে না। কারও ওপর হামলা চালাতে হবে না তাকেও, অল্প জায়গায় হাজার হাজার গরু ছেড়ে দিলে আপনাআপনি প্রতিপক্ষের মেরুদণ্ড ভেঙে যাবে।

হুইস্কার ড্রয়ের কাছাকাছি আসতেই পাথরের আড়াল থেকে একলোক বেরিয়ে এল। তার হাতে একটা রাইফেল আর দূরবীন। কেইন ইউস্টন।

'হাউডি,' অদ্ভুত ভঙ্গিতে ট্রেইল ধরে এগিয়ে এল সে। 'আমরা বোধ হয় একটা যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে যাচ্ছি।'

'তোমাদের হয়তো একা লড়তে হবে না,' অনেকদিন হলো রিটার সঙ্গে আছে ইউস্টন, ন্যাশের কথা তার অজানা থাকার কথা নয়। 'মিস উইলিয়ামস আমাকে ন্যাশ নামে এক লোকের সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলে দিয়েছে।'

উত্তেজিত হয়ে পড়ল কেইন ইউস্টন। 'কি বললে–' হঠাৎ থেমে গেল সে। 'ন্যাশ? ইশ, ওকে দেখার জন্যে আর তর সইছে না আমার!'

দুমাইল এগোনোর পর আবার থামতে হলো ব্রেইনকে। রক্তাক্ত ছিন্নভিন্ন পোশাকে এক মহিলা এলোমেলো পায়ে পাশের খাদ থেকে রাস্তায় এসে আছড়ে পড়ল, আবার উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করল, পারল না। এগিয়ে গেল ব্রেইন। অল্প বয়সী কেউ নয়, মহিলা–ক্লান্ত এবং আহত। মিসেস কারপেন্টার।

'হায় খোদা! কি হয়েছে? ফ্রি কোথায়?'

'মারা গেছে।' ক্লান্তি আর শোকে আচ্ছন্ন মহিলা। 'খুন করেছে ওরা।'

'গুলি?'
'উঠোনের ওপর দিয়ে গরু ছুটিয়ে দিয়েছে। পানি আনতে কুয়োর ধারে গিয়েছিল ও। ঘরে ঢোকার জন্যে দৌড়ুতে শুরু করলেও পৌছুতে পারেনি, মাঝপথে ওরা ধরে ফেলেছে।'
'তুমি?'
'বাচাতে গিয়েছিলাম ওকে, একটা বাছুর গুঁতো মেরে ফেলে দিয়েছে। আমি...এখন শেরিফের কাছে যাচ্ছিলাম!'
মিসেস কারপেন্টারকে বাকবোর্ডে উঠতে সাহায্য করল ব্লেইন। ক্যান্টিনের পানি খাওয়াল। মুখ মুছে পরিষ্কার করে দিল। ক্ষতগুলোর যথাসাধ্য পরিচর্যা করল।
'ও ছাড়া আমার কেউ ছিল না,' প্রলাপ বকছে মিসেস কারপেন্টার। প্রায় অচেতন। 'ওকে...ওকে ছাড়া...।'
ওর কাঁধে হাত রাখল ব্লেইন। 'ফ্রি হলে কি করত ভাবো। ও সাহসী মানুষ ছিল।'
শান্ত হলো মিসেস কারপেন্টার। শহরে পৌছুল ওরা। ঘোড়া ঘুরিয়ে বব আর্লির বাড়ির দিকে এগোল ব্লেইন।
ফুল বাগানে পানি দিচ্ছিল লরি ওয়েবস্টার। মিসেস কারপেন্টারকে দেখে ছুটে এল। দ্রুত সব খুলে বলল ব্লেইন।
'বব নেই?'
'ডায়মন্ডে গেছে। লিল মেসির সঙ্গে দেখা করার কথা।'
ঘটনার ঘনঘটা দেখা যাবে এবার, ভাবল ব্লেইন, এই অন্যায় কেউ মেনে নেবে না। কিন্তু সংশয়ে ভুগছে ব্লেইন। নতুন আউটফিটের উপস্থিতিতে অতিরিক্ত মুনাফা লাভের ব্যাপারটা বড় করে দেখবে অনেকে। ফর-টি আউটফিটের পূর্ণ কর্তৃত্ব স্থাপনের পরিণতি কি হতে পারে ভাবতে চাইবে না।
মেসি আর বব আর্লি অবশ্য অন্যরকম, দলবলসহ ডিলান আছে, আরও কেউ থাকতে পারে, কিন্তু তারা সংখ্যায় কত নগণ্য, ভাবতেই মনটা এতটুকু হয়ে গেল ওর।
ডায়মন্ডে ঢুকে ব্লেইন দেখল দশবারজন লোক বসে রয়েছে। সংক্ষেপে ঘটনার বিবরণ দিল সে। টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়ল মেসি। সবার চেহারা জরিপ করল। 'বলেছিলাম না? প্রথমে কারসন, এবার কারপেন্টার। কাউকে রেহাই দেবে না ওরা।'
'কি ঘটেছে আমরা জানি না,' বলল এম্পোরিয়ামের মালিক উলরিখ। 'কারপেন্টারকে ইচ্ছে করে হত্যা করা হয়েছে কিনা জানার উপায় নেই। একটা মেয়েমানুষ কি বলল সেটা তো আর বিশ্বাস করা যায় না।'
পাইননাটের হ্যাপি জ্যাক হ্যারোও সায় জানাল। 'আমারও একই কথা। টেটলোর সঙ্গে টাকা আসছে শহরে, সে আসার পর দ্বিগুণ হয়ে গেছে আমার আয়। এটা বড় শক্ত দেশ, যার যোগ্যতা আছে টিকে থাকবে নইলে ধ্বংস হবে!'
'তাছাড়া র‍্যাঞ্চারদের যুদ্ধে আমরা নিজেদের জড়াতে যাব কেন,' বলল

স্যাভোরি। 'রেঞ্জ ওঅর তো লেগেই আছে। আমরা এর মধ্যে জড়ালে কি হবে জানো? শহরটা ধুলোয় মিশিয়ে দেবে ওরা।'

'তাই বলে চুপচাপ চোখের সামনে মানুষকে মরতে দেবে? মহিলাদের ঘরবাড়ি থেকে বের করে দেবে আর তোমরা কিছুই বলবে না?' বিরক্ত মেসি। 'এখন বুঝতে পারছি তোমরা কেমন মানুষ।'

'দেখো, শেরিফ, মুখ সামলে কথা বলো,' ক্রুদ্ধ দেখাল স্যাভোরিকে। 'শেরিফ হয়েছ বলে যাচ্ছেতাই বলার অধিকার পেয়ে যাওনি। যে কোন সময় তুমিও আর সবার মত গুলি খেয়ে মরতে প্যারো!'

'বাদ দাও,' বাধা দিল বব আর্লি। 'নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করে লাভ কি?' ডানে বাঁয়ে তাকাল সে। 'তাহলে তোমরা এব্যাপারে নিজেদের জড়াবে না ঠিক করেছ?'

'হ্যাঁ,' বলল স্যাভোরি। উলরিখ, হ্যারোওসহ ছ'সাতজন মাথা দোলাল।

মেসির দিকে তাকাল আর্লি। 'তো, লিল, আমাদের একটু অসুবিধে হয়ে গেল, তবু ঠিক মত খেলতে পারলে এখনও জেতার সম্ভাবনা আছে। তুমি আমাকে তোমার ডেপুটি বানিয়ে ন্যাও।'

'আমাকেও,' চট করে বলল ডাক্তার ব্লেইন।

কামরার পেছন থেকে উঠে দাঁড়াল কোঁকড়াচুলো, বিশালদেহী চওড়া চোয়ালের এক লোক। 'আমিও ডেপুটি হতে চাই।'

রান্নাঘর ছেড়ে পিয়েরে আর্নলেভেনকে কদাচিৎ বেরোতে দেখা যায়। রান্না এবং খাওয়ানো ছাড়া অন্য ব্যাপারে কখনও তাকে আগ্রহ দেখাতে দেখা যায়নি। হর্সহেডের কোন ব্যাপারে এতকাল মাথা ঘামায়নি সে। কারও কথা বা আচরণ পছন্দ না হলে তাকে খাবার দিতে অস্বীকার করে, প্রয়োজনে গলা ধাক্কা দিয়ে বের করে দেয়।

'ধন্যবাদ, পিয়েরে,' বলল মেসি। 'অল্প সময়ে অনেক কজনকে পাওয়া গেল।'

ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল আর্নলেভেন, দৃষ্টিতে বিরক্তি। 'তোমরা আর কখনও আমার ডাইনিংরুমে আসবে না। তোমাকেও বলছি, হ্যারোও, দূরে থেকো।'

রাগের চোটে উঠে দাঁড়াল হ্যারোও। 'মরতে চাইলে মরোগে। দল বাছতে ভুল করলে তুমি!'

'হয়তো, ঠিকই বলেছ, জ্যাক,' শ্যান্ত কণ্ঠে বলল আর্লি। 'আমরা ছোট্ট কিন্তু এদেশের জন্যে গুরুত্বপূর্ণ একটা শব্দের কথা ভাবছি। শব্দটাঃ বিচার। এমন একটা দেশের স্বপ্ন দেখছি আমরা যেখানে কোন সামন্তবাদী শক্তি থাকবে না, এক ব্যক্তি পুরো সমাজের ভাগ্য নিয়ন্তা হবে না। দরিদ্র লোকেরা এদেশ গড়ে তোলার জন্যে সবচেয়ে বেশি পরিশ্রম করছে। ওদের কথা ভাবলে এভাবে বেঈমানি করতে পারতে না তুমি।'

'কি বললে, আমি বেঈমান?' ফ্যাকাসে হয়ে গেল হ্যারোওর চেহারা।

'নিজেই ভেবে দেখো,' জবাব দিল আর্লি। উঠে দাঁড়াল সে। 'যাই, উইনচেস্টারটা সাফ করতে হবে। তৈরি হলে আমাকে খবর দিয়ো, মেসি।' ঘুরে

দাঁড়াল সে, তারপর ঘাড় ফিরিয়ে তাকিয়ে বলল, 'পরে দেখা হবে কেমন?'

চোখ রাঙিয়ে আশপাশে তাকাল হ্যারোও, তারপর দুপদাপ পা ফেলে বেরিয়ে গেল, সশব্দে বন্ধ করে দিল দরজাটা। গম্ভীর চেহারায় তাকে অনুসরণ করল উলরিখ। স্ত্রীর কাছে এজন্যে জবাবদিহি করতে হবে তাকে। মেয়েটার ধারণা, বব আর্লি কখনও ভুল করতে পারে না!

ব্লেইনের দিকে তাকাল মেসি। 'ডিলান সম্পর্কে তোমার কি ধারণা, ডাক্তার?' জিজ্ঞেস করল।

'অভিজ্ঞ যোদ্ধা,' বলল ব্লেইন, 'বন্ধুত্বের মর্যাদা দিতে জানে। তাছাড়া,' আবার বলল সে, 'ডিলান আইরিশ, জন্মগতভাবে একজনের চূড়ান্ত ক্ষমতার বিরোধী। এভাবেই ওরা বেড়ে ওঠে।'

কিছুক্ষণ নীরব রইল ওরা। তারপর হঠাৎ মাথা তুলে ব্লেইন জানতে চাইল, 'আচ্ছা, ন্যাশ লোকটা কে, বলতে পারো?'

ইতস্তত করল মেসি। এই প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হবে, জানত সে। 'আমার ধারণা,' দ্রুত বলল শেরিফ, 'ন্যাশ পশ্চিমের ক্ষিপ্রতম গানম্যান, শ্যানন।'

'শ্যানন?' চমকে উঠল ডাক্তার।

'হ্যাঁ।'

'শ্যানন…,' বিড়বিড় করে উঠল ব্লেইন, 'শ্যানন…এখানে?'

পাঁচ

আদেশ পেয়ে গেছে ডি হ্যাভালিক। ফ্র্যাঙ্ক শ্যাননকে খুঁজে বের করে হত্যা করতে হবে।

মেসি ন্যাশের আসল পরিচয় ফাঁস করে দেয়ার পর শহরে জানাজানি হয়ে গেছে। ফর-টির তিনজন দুর্ধর্ষ রাইডারকে পিটুনি দিয়ে টেটলোর মুখোমুখি দাঁড়ানোর ঘটনা নতুন চোখে দেখছে সবাই।

শ্যাননের পরিচয় পেয়ে পুলকিত ডি হ্যাভালিক। পিস্তলে ক্ষিপ্রতা নিয়ে তার অহংকার, তার চেয়ে ক্ষিপ্র লোক থাকতে পারে বিশ্বাস করে না। ছোটখাট একহারা গড়নের হ্যাভালিক কিছুটা অস্থির স্বভাবের। প্রায় সারাক্ষণই খেপে থাকে। সশস্ত্র অবস্থায় দয়ামায়াহীন কঠিন এক পাষণ্ডে পরিণত হয় সে।

শ্যাননের হাতে মার খাওয়া তিন রাইডার স্বেচ্ছায় হ্যাভালিকের সঙ্গে যোগ দিয়েছে, ওরা ছাড়া আরও চারজন রয়েছে দলে, একজন অ্যাপাচি ট্রেইলার।

ওরা বের হওয়ার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই শ্যানন জানতে পারল ব্যাপারটা। সযত্নে আড়াল করা ফিল্ড গ্লাস দিয়ে ওদের জরিপ করল ও। চেহারা দেখেই লোকগুলোর উদ্দেশ্য আঁচ করা যায়। স্যাডলপ্যাক আর প্যাকহর্স বলে দিচ্ছে মৃত্যু অভিযানে বেরিয়েছে ওরা। ব্যাপারটা এখন পরিষ্কার: ওদের মারতে হবে নয়তো মরতে হবে।

দেরি করল না শ্যানন, উত্তরে বুনো নির্জন এলাকার দিকে ঘোড়া ছোটাল। ওরা যখন শিকার করতে চাইছে, আপত্তির কোন কারণ নেই। এটাই ওর চিরচেনা জীবন। সভ্য, বর্বর–দুরকম মানুষের সব কৌশল ওর আয়ত্তে। উত্তরে এগিয়ে চলল ও। তামাটে আকাশ থেকে গরল ঢালছে সূর্য। সেজ ঝোপের ভেতর দিয়ে ক্যাটল ট্রেইলের বাইরে সাপখোপে ভরা এলাকার ওপর দিয়ে ছুটছে বাকস্কিন। বেশ খানিকক্ষণ এগোনোর পর পশ্চিমের পথ ধরল শ্যানন। শত্রুপক্ষ যাতে সহজে অনুসরণ করতে পারে সেজন্যে ট্রেইল রেখে চলল। ওর বুকের ভেতর ভয়ানক কিছু একটা মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে চাইছে। পিছু ধাওয়াকারীদের মুখোমুখি হয়ে ওদের ধ্বংস করে দিতে ইচ্ছে করছে। মন চাইছে পিস্তল ছুঁড়তে ছুঁড়তে ওদের ঠিক মাঝখানে হাজির হতে, লড়াই করতে। কিন্তু এখনও সময় হয়নি। নরকের চেহারা আগে দেখিয়ে আনতে হবে ওদের, বুঝিয়ে দিতে হবে কোন খেলায় নেমেছে।

দূরে কাঁপছে দিগন্ত, তাপ-তরঙ্গের আড়ালে হারিয়ে যাচ্ছে। আকাশে উড়ন্ত শকুন ছাড়া কিছু নড়ছে না। মরুর বুকে আগুন ঢালছে সূর্য, তপ্ত বালিরাশি ফিরিয়ে দিচ্ছে তাপ। টকটকে লাল হয়ে গেছে শ্যাননের চেহারা। পুরু হয়ে ধুলো জমেছে মুখে, গায়ে। তৃষ্ণায় গলা শুকিয়ে কাঠ। তবুও অবিরাম চলছে ও। ব্যাক ট্রেইলের দিকে নজর রাখছে। দূরে ধুলোর মেঘ দেখে একবার থামল। 'আসুক!' বলল ফিসফিস করে, 'আসুক ওরা!'

মরুভূমির সমতল বুক অসংখ্য ক্যানিয়নে ভাগ হয়ে গেল। তারপরেও এগিয়ে চলল ও। ওয়াটর হোলগুলোর কাছে থামছে, আবার এগোচ্ছে। অন্ধকার নেমে এল। দিন গড়িয়ে চলল। ক্যানিয়নের জাল বেয়ে বিপজ্জনক জায়গায় নিয়ে গেল ওদের শ্যানন। চারদিকে কঠিন লাভার আস্তরণ, মাটির চিহ্ন নেই কোথাও, এখানে ওখানে আগুনের মত টকটকে লাল বিশাল পাথরের স্তূপ। মেঘের ছায়াও নেই আকাশে, নিষ্করুণভাবে রোদ বিলোচ্ছে উত্তপ্ত সূর্য। অকথ্য ভাষায় শ্যাননকে গালাগালি করছে পিছু ধাওয়াকারীরা। ঠোঁট চেপে বসেছে ওদের, সযত্নে রক্ষা করছে পানির ক্যান্টিন, যেন সদ্যজাত শিশু। একে অপরকে কারণে অকারণে মুখ খিস্তি করছে। প্রতি মুহূর্তে ভয়ঙ্কর হয়ে উঠছে ওরা। কিন্তু সামান্য কৃশকায় এবং ক্রুদ্ধ হওয়া ছাড়া কোন পরিবর্তন নেই ডি হ্যাভালিকের।

খামোকাই এখন মেজাজ খারাপ হয়ে যাচ্ছে ওদের। আশপাশের সবকিছু এমনকি সঙ্গীদের পর্যন্ত সহ্য করতে পারছে না। হঠাৎ এই একঘেয়ে পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটল। এক উজ্জ্বল ভয়ঙ্কর সকালে সামনের একটা রিজের ওপর থেকে গুলির শব্দ ভেসে এল।

স্যাডলে বসে ঝিমোচ্ছিল ওরা, হঠাৎ চমকে উঠে খিস্তি ঝাড়ল। স্পার দাবাল ঘোড়ার পেটে, পড়িমরি করে ছুটল নিরাপদ আশ্রয়ের আশায়। কিন্তু কোথায় আশ্রয়!

খোলা প্রান্তরে বেকায়দায় পড়ে গেল ওরা। মাত্র চারশো গজ দূরের রিজ থেকে ছুটে আসছে রাইফেলের গুলি, নির্ভুল নিশানা। প্রথম গুলিটা আগুন ধরিয়ে দিল রেড স্যুইলিংয়ের বাহুতে, দুনম্বর গুলিতে আছড়ে পড়ল একটা ঘোড়া, তৃতীয়

গুলিটা লী জীগারের স্যাডলের পমেল উড়িয়ে নিল। ছড়িয়ে পড়ল ওরা, ছুটল প্রাণপণে। ওদের অনুসরণ করল শ্যাননের বুলেট।

ভুখোড় বাকস্কিনের পিঠে আবার উঠে বসল শ্যানন। ঘুরপথে একটা ক্যানিয়নের দিকে এগোল। ওদিকে একজনকে যেতে দেখেছে।

স্থির বাতাস। তাপতরঙ্গ নাচছে। নুড়ি পাথরে শব্দ উঠল। তারপর লোকটাকে দেখতে পেল শ্যানন। 'রাইফেল ফেলে দাও!' উদ্যত রাইফেল হাতে আদেশ করল ও। 'গানবেল্ট খুলে ফেলো! বোকামি করতে যেয়ো না, গুলি খাবে!'

রোদে পুড়ে লাল হয়ে গেছে লোকটার চেহারা। এক মুহূর্ত দ্বিধায় ভুগল সে। অস্ত্রের মুখে আপত্তি চলে না। খুব সাবধানে আস্তে আস্তে রাইফেল ফেলে গানবেল্ট খুলে ফেলল সে।

রাইফেলটা তুলে নিল শ্যানন, একটা পাথরে বাড়ি মেরে গুঁড়িয়ে দিল বাঁটটা, নষ্ট করল লীভার। আঁতকে উঠল লোকটা, তিক্ত চেহারায় অস্ত্রটা ধ্বংস হতে দেখল।

'আমার দুমাসের মজুরির সমান ওটার দাম!' প্রতিবাদ জানাল!

'বাপস্!' বিদ্রূপ করে বলল শ্যানন, 'কিন্তু এটা দিয়েই আমায় হত্যা করতে চেয়েছিলে!'

'আমাকে ধরেছ কেন? দেখো, এজন্যে তোমাকে খুন করবে ডি। তোমাকে শেষ করে তারপর ঘরে ফিরবে ও!'

'ডি? ভীতু শেয়ালটা? ওকে বলো সময় হলেই ওর ব্যবস্থা করতে আসব আমি। ভাল মত রোদে শুকিয়ে রঙ গাঢ় হোক, ওই মরা চামড়া আমার সহ্য হয় না!'

অবাক চোখে তাকাল লোকটা। 'আমাকে কি করবে?' জানতে চাইল।

হাসল শ্যানন। 'কেন, কি মনে হয়? পিস্তল দেব, লড়বে?'

জিভ দিয়ে শুকনো ঠোঁট ভেজাল লোকটা। 'কিসের লড়াই! ভাল করেই জানো, আমি তোমার মত ক্ষিপ্র না!'

আবার হাসল শ্যানন, লোকটার পিস্তল আর কার্ট্রিজ বেল্ট তুলে নিল। 'তাহলে,' বলল ও, 'আমাকে ধাওয়া করতে চাও? ঠিক আছে, তবে তাই হোক। কিন্তু স্যাডল ছাড়া কাজটা করতে হবে তোমাকে, একটু কষ্ট হবে!'

'কী?' ওর দিকে তাকিয়ে রইল হতবাক লোকটা, সহসা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ল সে।

ঠাণ্ডা মাথায় লোকটার ঘোড়ার দিকে এগিয়ে গেল শ্যানন, মুচকি হাসি দেখা দিল ওর ঠোঁটের কোণে।

এক-ঘণ্টা পর, কয়েক মাইল দক্ষিণে, হ্যাভালিকদের সঙ্গে যোগ দিল স্পেড উলি। গালাগালি করতে করতে চোখমুখ শুকিয়ে গেছে, স্যাডলহীন শুধু লাগামঅলা ঘোড়া চালিয়ে এসেছে সে। সঙ্গে পিস্তল বা রাইফেল কিছু নেই। ক্যান্টিনটাও উধাও।

'তোমার আবার কি হলো?' জানতে চাইল স্যুইলিং।

'সামনে গিয়ে ওত পেতেছিল লোকটা,' তিক্ত কণ্ঠে বলল উলি। 'বলল, ইচ্ছে

করলে পিছু ধাওয়া করতে পারি, কিন্তু সেজন্যে কষ্ট করতে হবে। এক বিন্দু মিথ্যে বলেনি সে। জান খারাপ হয়ে গেছে আমার। আর কোনদিন এরকম শক্ত পিঠের ঘোড়ায় চাপতে হলে ঠিক আত্মহত্যা করব!'

চোখ রাঙিয়ে হিংস্র চেহারায় ওর দিকে তাকাল হ্যাভালিক। 'তুমি কি? কচি খোকা?' খেঁকিয়ে উঠল সে। 'তোমার ওপর সে চড়াও হলো কীভাবে? তা এখন আমাদের কি করতে হবে? তোমাকে কোলে তুলে নাচব? ক্যান্টিন নেই, আমাদের পানিতে ভাগ বসাতে চাইবে, না? পিস্তল নেই, স্যাডল নেই, কিচ্ছু নেই! যাও, ফিরতি পথ ধরো, উলি, এক্ষুণি!'

'হাহ্!' বিস্ময়ে পাথর বনে গেল উলি। 'ক্যান্টিন ছাড়া? কোথাও পৌঁছুতে হবে না, ঠিক মারা পড়ব!'

'সমস্যা বটে!' খেঁকিয়ে উঠল হ্যাভালিক। 'তোমার একটা শিক্ষা হওয়া উচিত! জলদি ভাগো!'

হ্যাভালিকের দিকে তাকাল রেড স্যুইলিং। 'ঠাট্টা করছ, ডি? এ অবস্থায় গেলে বাঁচবে?'

ফণা তোলা গোখরার মত আধ পাক ঘুরল হ্যাভালিক। 'কি করবে, ক্যান্টিন রেখে তুমিও যেতে চাও ওর সঙ্গে? না পিস্তল বের করতে চাও? যেকোন একটা করো নয়তো মুখে ছিপি এঁটে বসে থাকো!'

ঢোক গিলল রেড স্যুইলিং, পিস্তলের কাছ থেকে সাবধানে হাত সরিয়ে আনল। হত্যা করার জন্যে মুখিয়ে আছে হ্যাভালিক, সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ল সে। 'আরে, তুমি যা বলবে তাই হবে,' প্রতিবাদ করল, 'আমি তো—' চুপ করে গেল মাঝপথে।

উলির ওপর স্থির হ্যাভালিকের দৃষ্টি। 'যাবে?' কৈফিয়ত দাবি করল সে। 'না শুইয়ে দেব? তোমার মত গর্দভকে আমার প্রয়োজন নেই।'

হ্যাভালিকের দিকে তাকিয়েছিল উলি। সহসা অতীতের সব স্মৃতি এসে ভিড় করল তার মনে। হ্যাভালিকের রক্ত লাল দুই চোখের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ কথা বলে উঠল সে। 'আমি চলে যাচ্ছি, ডি,' নিচু কণ্ঠস্বর, 'হয়তো বেঁচে যাব এযাত্রা। একটা কারণে বেঁচে থাকতে চাই। ফ্র্যাঙ্ক শ্যাননের হাতে তুমি যে মারা যাচ্ছ, সেটা নিজের চোখে দেখতে চাই।'

কি হবে, এখন আর পরোয়া করে না স্পেড উলি। সামনে দাঁড়ানো লোকটার স্বরূপ তার জানা; থ্যাবড়া কুৎসিত চেহারা, ঠাণ্ডা পাথরের মত ধূসর মুখ, হিংস্র দুচোখ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে, কিন্তু ভয় লাগছে না। 'শ্যানন তোমাকে কি বলেছে জানো? ভীতু শেয়াল। সময় হলেই তোমার ব্যবস্থা করতে আসবে। ওই মরা চামড়া আগে রোদে পোড়ার সময় দিচ্ছে। কিন্তু শ্যানন ভুল করেছে, ডি, ওই নোংরা শাদা চামড়া পুড়বে না, মরা মানুষের চামড়া যে!' সামনে ঝুঁকল স্পেড। 'তুমি একটা লাশ, হ্যাভালিক, লাশ! মাটিতে পড়ার আগেই পচবে তোমার শরীর!'

ডি হ্যাভালিকের চ্যাপ্টা ঠোঁট আচমকা ফুলে উঠল, বিদ্যুৎ খেলে গেল হাতে, পিস্তল উঠে এল, আগুন ঝরল। উবু হয়ে গেল স্পেড উলি, ঘোড়ার পিঠ থেকে

পিছলে মাটিতে পড়ল, গড়ান দিয়ে চিত হলো। মুহূর্তের জন্যে বিস্ফারিত হলো তার চোখজোড়া। 'আমাকে বাঁচালে, ডি, তৃষ্ণায় যন্ত্রণা পেয়ে মরার হাত থেকে বাঁচিয়ে দিল! কিন্তু···কিন্তু তুমি বাঁচবে না। তুমি একটা লাশ!' রক্তাক্ত বুদ্‌বুদ্ দেখা দিল উলির ঠোঁটের কোণে, শুধু চোখ দুটো এখনও জ্বলজ্বল করছে। 'শ্যাননের হাতে মারা যাবে তুমি! তোমার চেয়ে ক্ষিপ্র ও! ওকে আমার ভাল লেগেছে। আমি···আমি যদি···'

'ঘোড়ায় চাপো সবাই!' শীতল কণ্ঠে আদেশ করল হ্যাভালিক। 'স্যাডলে ওঠো! এগোতে হবে!'

মুহূর্তের জন্যে হ্যাভালিকের দিকে চাইল রেড স্যাইলিং, তিক্ত ম্লান চেহারা। বেকার আর গ্যাটের দিকে এক নজর তাকাল সে। অস্বস্তির সঙ্গে মাটির দিকে চোখ নামাল ওরা। ধীর পায়ে ঘোড়ার কাছে এগিয়ে গেল রেড, অন্যরা অনুসরণ করল। বালিতে পড়ে থাকা উলির মৃতদেহ সম্পর্কে উচ্চবাচ্য করল না, কিন্তু ওর ঘটনাটা ভুলতে পারল না কেউ। শেষ হলো পিছু ধাওয়ার সপ্তম দিন।'

নর্থ পয়েন্টের দিকে চলে যাওয়া বুনো ঘোড়া চলাচলের একটা সংকীর্ণ ট্রেইল বেছে নিল শ্যানন। নর্থ পয়েন্ট-এ পৌঁছে মালভূমির দিকে বাঁক নিল। অনেক নিচে অনুসরণকারীদের দেখা যাচ্ছে। কিছুক্ষণ আগে গুলির শব্দ শুনেছিল ও, কিন্তু কি ঘটেছে বুঝতে পারেনি। আহত কোন ঘোড়া মেরে ফেলা হয়েছে হয়তো। বিকেল পর্যন্ত একটানা ঘোড়া ছুটিয়ে চলল শ্যানন। রাতে উল্টোপথ ধরে ফিরে এল। আগুনের আভাস দেখে প্রতিপক্ষের ক্যাম্প শনাক্ত করল।

নিরাপদ দূরত্বে থেকে দূরবীনের সাহায্যে পর্যবেক্ষণ করল ও। কারও ঠোঁট নড়ছে না। কারও দিকে চাইছে না কেউ। একা বসে রয়েছে ডি হ্যাভালিক। সেই লোকটাকে কাছেপিঠে দেখল না শ্যানন। অবশেষে একে একে যে যার বিছানায় শুয়ে পড়ল ওরা। একজন পাহারায় রইল।

এক ঘণ্টা বিশ্রাম নিল শ্যানন। তারপর ঘোড়া পেছনে রেখে বুকে হেঁটে এগোতে শুরু করল। কষ্টকর মন্থর গতিতে এগিয়ে চলল ও। অবশেষে ক্যাম্পের সীমানায় পৌঁছুল।

ম্লান হয়ে এসেছে ক্যাম্পফায়ারের আগুন। ঠিক সামনে পাহারাদারের পেছনটা দেখতে পাচ্ছে শ্যানন। আগুনের ওপাশে একটা চাতাল, আট দশ ফুট উঁচু, চাতাল আর হ্যাভালিকদের মাঝে ঘোড়াগুলো, পাহারাদারের চোখের সামনে আপনমনে ঘাস খাচ্ছে। আগুনের পুব আর পশ্চিমে ব্ল্যাঙ্কেট মুড়ি দিয়ে ঘুমোচ্ছে লোকগুলো।

একটা শুকনো ডাল ঝরে পড়ল আগুনে, লকলকিয়ে উঠল অগ্নিশিখা। উঠে দাঁড়াল প্রহরী, আরও কিছু ডালপালা এনে আগুনে ফেলল। বুভুক্ষুর মত ওগুলো গিলে নিল লেলিহান শিখা। অন্ধকারের দিকে উঠে গেল ধোঁয়ার ক্ষীণ রেখা। হাই তুলল লোকটা, আড়মোড়া ভাঙল। অন্ধকারে চারপাশে তাকাল। কিন্তু ঘাসের ঝোপে শুয়ে রয়েছে শ্যানন, বিচলিত হলো না। আগুনের দিকে তাকিয়েছিল লোকটা, এদিকে আঁধারে কিছু দেখতে পাবে না। ইন্ডিয়ান হলে কখনও এমনটি

করত না।

আবার আগের জায়গায় ফিরে বসে পড়ল লোকটা, সিগারেট ধ্বানিয়ে ধরাল। সাবধানে চারদিক পর্যবেক্ষণ করল শ্যানন, হঠাৎ যা খুঁজছিল পেয়ে গেল। সবচেয়ে কাছের লোকটার পাশে স্যাডল আর ক্যান্টিন রাখা। একটা কঞ্চি খুঁজে নিয়ে অসীম সতর্কতায় টিকটিকির মত প্রহরীর চোখকে ফাঁকি দিয়ে সামনে এগোল শ্যানন। বাড়িয়ে দিল ওটা, ক্যান্টিন স্ট্র্যাপে ঢুকিয়ে প্যাঁচাল। তারপর সাবধানে শূন্যে ওঠাল ক্যান্টিনটা, আস্তে আস্তে কাছে টানল।

পিছিয়ে এসে একটা ক্ষয়ে যাওয়া শাদাটে বোল্ডারের আড়ালে ওটা রেখে ক্যাম্প ঘিরে একটা চক্কর দিল। প্রাণান্তকর চেষ্টা আর অনেক অপেক্ষার পর কাজ শেষ হলো। ইতিমধ্যে একটি ঘণ্টা পেরিয়ে গেছে। সাতটা ক্যান্টিনের চারটে এখন ওর দখলে। একটা ক্যান্টিন হ্যাভালিকের।

এবার ক্যাম্পের মোটামুটি দুশো গজ দূরে এসে থামল শ্যানন। ঘোড়ার স্যাডলের সঙ্গে ক্যান্টিনগুলো বেঁধে ফেলল। তারপর পয়েন্ট ফোর ফোর-ফোর জিরো তুলে নিল হাতে, আগুন লক্ষ্য করে দ্রুত তিনবার ট্রিগার টিপল।

বাইরের অন্ধকারের উদ্দেশে ঝাঁপ দিল পাহারাদার। অন্যরা দুদ্দাড় করে সরে যেতে চাইল নিরাপদ দূরত্বে। রাইফেল রিলোড করে নিল শ্যানন। স্যাডলে চেপে বসল। 'কই, হ্যাভালিক, এসো!' চিৎকার করে বলল, 'কি হলো, আর এগোতে পারছ না? পথ হারিয়ে ফেললে?'

পেছন থেকে চিৎকারের শব্দ ভেসে এল। অন্ধকারে একটানা এগিয়ে চলল ফ্র্যাঙ্ক শ্যানন। প্রথমে পশ্চিমে তারপর দক্ষিণে মোড় নিল। সকালের দিকে একটা উঁচু ঢিবিতে ক্যাম্প করল যাতে পেছনে নজর রাখা যায়। ইচ্ছে করে প্রতিটি জলাশয় এড়িয়ে এসেছে ও। সঙ্গে পর্যাপ্ত পানি রয়েছে, চিন্তা নেই। প্রতিপক্ষের সাতজনকে তিন ক্যান্টিন পানি ভাগাভাগি করতে হবে।

একগুচ্ছ ক্যানিয়নের মধ্যে ঢুকে পড়ল শ্যানন। একই পথে বার কয়েক ঘোড়া হাঁকাল অনুসরণকারীদের দ্বিধায় ফেলার জন্যে। তারপর সোজা পুবে ছুটল। সূর্যাস্তের সময় হর্সহেডের সীমানায় পৌঁছুল। দুঘণ্টার মত বিশ্রাম নেয়ার পর বাকস্কিনকে তাজা ঘাসে ছাওয়া একচিলতে মাঠে ছেড়ে লুকিয়ে শহরে ঢুকল ও। ডাক্তার ব্লেইনের বাড়িতে বাতি জ্বলতে দেখে সেদিকে পা বাড়াল।

কি যেন পড়ায় মগ্ন ছিল ডাক্তার। দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল শ্যানন, শব্দ শুনে মুখ তুলে তাকাল।

'আমি, ডাক্তার,' একটা সেটীতে বসে পড়ল শ্যানন। 'এদিকের খবর কি?'

বই বন্ধ করে তুলে রাখল ব্লেইন। শ্যাননের চেহারায় ক্লান্তির ছাপ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে। অনিদ্রায় চোখের কোণে কালি পড়েছে।

'আপাতত ঠাণ্ডা,' বলল ব্লেইন। 'তোমার পরিচয় জানাজানি হয়ে গেছে। আমি শুনেছি মেসির কাছে; অন্যরা কীভাবে জেনেছে জানি না।'

'"এস-আর"-এ কোন গোলমাল হয়নি তো?'

'সামান্য। দুদিন আগে ওদের রেঞ্জে গরু ঢোকানোর চেষ্টা করেছিল ফর-টি আউটফিট, সুবিধে করতে পারেনি, প্রচণ্ড বাধার মুখে হার মেনেছে। "এস-আর"

আউটফিট ড্যান ম্যারাবল আর রুটদের সঙ্গে একজোট হয়ে দূর থেকে গুলি ছুঁড়েছে ওদের দিকে। স্যাডল থেকে ফেলে দিয়েছে একজন রাইডারকে। একটা ঘোড়া আর চল্লিশটার মত গরু মরেছে। ঠিক সীমানা বরাবর এক লাইনে পড়েছে ওগুলো। প্রায় পাগল হয়ে গিয়েছিল টেটলো, ঘণ্টার পর ঘণ্টা মুখ খারাপ করেছে, কিন্তু ওর লোকেরা গুলির ভয়ে আর সামনে এগোনোর সাহস করেনি। সেই থেকে সব শান্ত। সম্ভবত হ্যাভালিকদের ফিরে আসার অপেক্ষা করছে ওরা।'

'আমাকে অনুসরণ করছে সে।'

'আমিও তাই শুনেছি। কী ঘটেছে?'

কাঁধ ঝাঁকাল শ্যানন। 'তেমন কিছু না। পথ দেখিয়ে অনেক দূর নিয়ে গেছি ওদের। ক্যাম্প থেকে ক্যান্টিন সরিয়ে এনে গুলি ছুঁড়ে দিশেহারা করে দিয়েছি। এখন পানি ছাড়া খুব কষ্ট পাচ্ছে ওরা।'

'শহরে একটা সভা ডাকা হয়েছিল। শহরবাসীরা পরিষ্কার দুটি দলে ভাগ হয়ে গেছে। মেসির পক্ষে যোগ দিয়েছে ডিলান আর্লি আর আমিসহ আরও কয়েকজন। সবাই না হলেও বেশির ভাগ লোক ওর বিপক্ষে।'

'কিছু করতে পারল?'

'এখনও কিছু করার চেষ্টা চালায়নি। সম্ভবত, লড়াই এড়াতে চাইছে মেসি। কারপেন্টারের হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে একটা ইনকোয়েস্ট হয়েছে, কিন্তু ওদের বিরুদ্ধে প্রমাণ মেলেনি। আটজন সাক্ষী দিয়েছে কারপেন্টার স্বেচ্ছায় ছত্রভঙ্গ গরুর পালের সামনে এসে পড়েছিল। কিন্তু মিসেস কারপেন্টার বলছে কারপেন্টারের দিকেই গরু ছুটিয়েছে ওরা। দুপক্ষের দুরকম বক্তব্যের মধ্য দিয়ে শেষ হয়েছে ইনকোয়েস্ট, হাসতে হাসতে বেরিয়ে গেছে ফর-টি আউটফিটের ওরা।'

হাতের টুপি ঘোরাল শ্যানন। 'কি করবে, সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলো। খুনের নেশায় মত্ত হয়ে ফিরে আসবে হ্যাভালিক। ওকে বাধা দিতে গেলে রক্তগঙ্গা বইয়ে দেবে। একটুও বাড়িয়ে বলছি না। আমার ধারণা স্বপক্ষের একজনকে হত্যা করেছে সে। অদৃশ্য হয়ে গেছে লোকটা।'

'তুমি কি করবে?'

'এখন যা করছি। আজ, না আজ নয়, আগামীকাল রাতে ফর-টির ওপর হামলা চালাব ঠিক করেছি।'

'রিটা উইলিয়ামস তোমার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছে।'

চট করে মুখ তুলে তাকাল শ্যানন, তারপর মাথা নাড়ল। 'এখন নয়, পরে।' উঠে দাঁড়াল ও। দ্রুত একবার ডাক্তারের দিকে তাকাল। 'কেমন আছে ও? ভাল?'

'হ্যাঁ, ওর মত চমৎকার মেয়ে আমি খুব কম দেখেছি।'

'হ্যাঁ,' মাথা দোলাল শ্যানন, 'খুব ভাল মেয়ে ও।'

বহুদিনের অভিজ্ঞতা থেকে ডাক্তার ব্লেইন মানুষকে বুঝতে শিখেছে। এখানেও সেই একই ব্যাপার, ভাবল সে। রিটা উইলিয়ামসকে ভালবাসে এই লোক, এবং মেয়েটাও একে ভালবাসে।

শ্যাননের অতীত সম্পর্কে জানার আগ্রহ হলো ব্লেইনের। এখন মানুষ হত্যা করছে ও—কীভাবে এর শুরু? দুষ্ট লোকেরা ঝামেলা করতে এসেছিল? ক্ষিপ্রতর

বলে জিতে গেছে শ্যানন? সম্ভব।

অস্থিরভাবে ঘুরে দাঁড়াল শ্যানন।

'ঠিক আছে,' বলল ও, যেন রিটার ডাকে সাড়া দিচ্ছে, 'ওর সঙ্গে দেখা করব, তবে এখন নয়। হাতে অনেক কাজ। তাছাড়া,' দ্রুত যোগ করল, 'এসব ব্যাপার আমার জানা, মুহূর্তের অসতর্কতায় গুলি খেয়ে ঝাঁঝরা হতে হবে। টেটলো বা গুণ্ডারা তামাশা করতে পথে নামেনি।'

'জেরেড টেটলো এই মুহূর্তে কী ভাবছে জানতে পারলে ভাল হত। নিশ্চয়ই বদ কোন মতলব আঁটছে।'

'ঠিক।'

টুপি তুলে নিল শ্যানন, দরজার দিকে এগিয়ে গেল। 'কে যেন আসছে। আমি গেলাম।'

ডাক্তার ব্লেইন বুঝে ওঠার আগেই অদৃশ্য হলো ও।

বাইরে সমবেত কণ্ঠস্বর শোনা গেল, পায়ের আওয়াজ আর স্পারের ঝুনঝুন। অস্থিরভাবে কড়া নাড়ল কে যেন। দরজার দিকে পা বাড়াল ব্লেইন।

রুক্ষ পোশাক পরা তিনজন লোক ওকে ঠেলে ভেতরে ঢুকল। সঙ্গে সঙ্গে ওদের চিনতে পারল ডাক্তার। হ্যাভালিকের নেতৃত্বে ফর-টির রাইডার।

'আমাদের একজন চোট পেয়েছে,' বলল হ্যাভালিক, 'ওকে দেখে দাও ডাক্তার।'

চট করে একপাক ঘুরে কামরার চারদিকে নজর বোলাল সে, তারপর রান্নাঘরে ঢুকল। 'একা নাকি?'

'হ্যাঁ,' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল ডাক্তার। 'রান্নাঘর থেকে বেরোও, হ্যাভালিক! এখানে চিকিৎসার জন্যে এসেছ, ঘর তল্লাশি করতে নয়!'

চরকির মত ঘুরল হ্যাভালিক, মুহূর্তে শাদা হয়ে গেছে তার চোখমুখ। 'আমার সঙ্গে এভাবে কথা বলছ?'

'তাতে কী হয়েছে? আহত সঙ্গীকে নিয়ে এসেছ চিকিৎসা করাতে, ওর অবস্থা সঙ্গীন। তুমি ভদ্র ব্যবহার না করলে আমি একটা আঙুলও নাড়াব না।'

কুৎসিৎ দেখাচ্ছে হ্যাভালিককে। দ্রুত এক কদম সামনে বাড়ল সে। আস্তে করে একটা স্ক্যালপেল তুলে নিল ডাক্তার। 'ডাক্তারি আমার পেশা, হ্যাভালিক, এই দূরত্বে তোমার মত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে আমিও গর্দান নিতে পারি। আমাকে বাধ্য কোরো না।'

থমকে গেল হ্যাভালিক, অবাক চোখে তাকাল ডাক্তারের দিকে। ডাক্তার মিথ্যে বলেনি বুঝতে পেরে পিছিয়ে গেল সে।

'তাছাড়া,' বলে চলল ব্লেইন, 'এখানে আমার বিশেষ একটা মর্যাদা আছে। আমাকে সবার প্রয়োজন। কাছেপিঠে দুশো মাইলের মধ্যে তন্নতন্ন করে খুঁজলেও আরেকজন ডাক্তার পাবে না। সুতরাং বুঝতেই পারছ, আমার কিছু হলে সবাই মিলে তোমাকে ফাঁসিতে ঝোলাবে, ফর-টির পরোয়া করবে না। আর বলা যায় না, এ লড়াই শেষ হবার আগেই হয়তো আমাকে তোমার দরকার হবে।'

'তার মানে?' রাগত কণ্ঠে জানতে চাইল হ্যাভালিক।

'মানে,'–দক্ষ হাতে দ্রুত কাজ করছে ডাক্তার। বিরাট একটা ক্ষত সৃষ্টি হয়েছে লোকটার দেহে। 'মানে,' আবার বলল সে; 'তুমি পিস্তল হাতে ঝামেলা খুঁজে বেড়াচ্ছ, এই অবস্থায় সবার জন্যে একই পরিণতি অপেক্ষা করে। এই মাসটা তুমি টিকবে কিনা সন্দেহ।'

ঘোঁৎ করে শব্দ করল হ্যাভালিক, ঘুরে দাঁড়াল। হত্যার স্পৃহা উন্মাদ করে তুলতে চাইছে। কিন্তু ডাক্তারের কথাগুলো সতর্ক করে দিল তাকে। এই কথা কি অন্তর থেকে বিশ্বাস করে সে? নাকি ছোটবেলা থেকে ডাক্তারের কথা বিশ্বাস করতে শিখেছে বলেই এমন হচ্ছে? প্রশ্নটা খোঁচাতে লাগল। ঘর থেকে বেরিয়ে এল সে, সশব্দে আটকে দিল দরজাটা, পা বাড়াল পাইননাটের দিকে।

ক্লাবঘরের সিঁড়িতে দাঁড়িয়েছিল ডিলান। হ্যাভালিককে বেরিয়ে আসতে দেখল। অন্ধকার রাস্তায় নেমে এল সে, বাড়ির পেছন দিকে এগোল। দ্রুত গাছপালার কাছাকাছি এসে দাঁড়াল। তারপর নিচু অথচ স্পষ্ট কণ্ঠে বলল, 'নিজের ঘোড়াকে বিশ্রাম দিতে চাইলে আমি তরতাজা ঘোড়ার ব্যবস্থা করতে পারি। চমৎকার ছুটতে পারে ঘোড়াটা।'

'তাহলে তো খুব ভাল হয়,' আড়াল থেকে বেরিয়ে এল শ্যানন। 'এদিকে প্রচুর লোকের আনাগোনা দেখতে পাচ্ছি।'

'হ্যাঁ,' শুষ্ক কণ্ঠে বলল ডিলান, 'অনেক। তোমাকে অনুসরণ করে এসেছে ওরা, আমার দোকানে একজনকে দেখলাম। ওদের কী করেছ তুমি?'

'বেড়ানোর শখ চেপেছিল ওদের,' বলল শ্যানন। 'একটু ঘুরিয়ে এনেছি।'

'একেবারে মরার মত অবস্থা হয়েছে লোকটার। কমপক্ষে গ্যালনখানেক পানি গিলেছে। বলল, পেট পুরে পানি খাওয়া দূরে থাক, গত দুতিনদিন নাকি ঠোঁটই ভেজাতে পারেনি।'

'ডিলান, কয়েকজন লোকের ব্যবস্থা করতে পারবে? সাহসী লোক দরকার আমার।'

'নিশ্চয়ই। কেন?'

'ফর-টির গরুর পাল স্ট্যামপিড করব।'

চুপ করে রইল ডিলান, কিন্তু তার চোখজোড়া উজ্জ্বল হয়ে উঠল। একেবারে মোক্ষম আঘাত হানতে যাচ্ছে শ্যানন।

'কখন?'

'কাল রাতে। আবার "এস-আর" রেঞ্জে গরু পাঠানোর জন্যে তৈরি হচ্ছে ওরা। তার আগেই ঠিক ওদের ক্যাম্পের ওপর দিয়ে গরুগুলো ছোটাতে চাই।'

'কাজটা কঠিন হবে। ওরা সংখ্যায় অনেক বেশি।'

'একটা বুদ্ধি বের করেছি আমি। সেজন্য ওদের গোটা ছয়েক গরু পাকড়াও করতে হবে,' হঠাৎ ক্লান্ত বোধ করল শ্যানন। 'চারজন কঠিন লোক লাগবে আমার।'

'পাবে। কোথায়?'

'হুইসকার ড্রয়ের সেই বাজপড়া কটনউডের নিচে। কাল রাত ঠিক নটায়।'

'পাঠিয়ে দেব,' একটু সামনে এগোল ডিলান। 'তোমাকে খুব কাহিল দেখছি,

কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে নাও।' জবাবের অপেক্ষা করল না সে, ঘুরে একটা খুদে দরজা গলে করালে গিয়ে ঢুকল। সবার চোখের আড়ালে ঘোড়া নিয়ে জঙ্গলে যাবার জন্যে পথটা চমৎকার। 'তোমাকে দেখামাত্র জিন চাপিয়ে রেখেছি এটার পিঠে। ভুট্টা খাওয়া শরীর, দিনরাত চব্বিশ ঘণ্টা ছুটতে পারবে। পাহাড়ী ঘোড়া তো।'

'চমৎকার। ধন্যবাদ।'

'ধন্যবাদ দিতে হবে না। খানিকক্ষণ বিশ্রাম নিতে ভুলো না।'

শ্যানন বিদায় নিলে ঘুরে আবার সিঁড়িতে উঠে এল ডিলান, সিগার ধরাল। দলবল নিয়ে সবেমাত্র রওনা হয়েছে হ্যাভালিক, একজনের গায়ে শাদা ব্যান্ডেজ।

'কি বলছ?' কথা বলছে সে-ই, 'আমরা আসার আগে ওখানে গিয়েছিল শ্যানন?'

'হ্যাঁ, গিয়েছিল!' হ্যাভালিক।

'আহত?'

ঘাড় ফিরিয়ে ওর দিকে তাকাল হ্যাভালিক, ওর নিচু হিংস্র কণ্ঠের জবাব স্পষ্ট শুনতে পেল ডিলান। 'আহত হবে কীভাবে? কে আহত করবে? ওকে দেখেছ তুমি? আমি দেখেছি? যত্তসব বাজে আলাপ!'

'ডাক্তারের কি করবে?'

'ওকে আমার হাতে ছেড়ে দাও।' শীতল প্রতিজ্ঞা হ্যাভালিকের কণ্ঠে। 'এখন নয়, পরে ওর ব্যবস্থা করব। সব শালা ফর-টির পেছনে লেগেছে! আগে স্থির হয়ে বসি, তারপর দেখে নেব কার ঘাড়ে কটা মাথা!'

'ওই তো ডিলানের আখড়া, চলো মাটিতে মিশিয়ে দিয়ে যাই, মরু সে!'

'পরে। ওর সঙ্গে সাঙ্গপাঙ্গ আছে। একা পেলেই ধরব। কেউ কিছু বলবে না। চোর বদমাশদের নিয়ে কে মাথা ঘামায়?'

দাঁতের ফাঁকে সিগার ঝোলাল ডিলান। 'ঠিক,' বিড়বিড় করে বলল, 'কেউ না!'

ওর অবস্থানই সবচেয়ে নাজুক। আর্লি আর ব্রেইন গণ্যমান্য লোক। শ্যানন ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। একমাত্র ডিলানের ওপরই প্রতিশোধের ভয় ছাড়া হামলা চালানো যাবে। ইচ্ছে করলে, ভাবল সে, এখনও টেটলোর সঙ্গে একটা সমঝোতায় পৌঁছুনো যায়।

শব্দ করে হাসল ডিলান। এই একটা কাজ ওকে দিয়ে হবে না। গরু চুরি, ব্যাংক লুট, স্টেজ ডাকাতি, ফেরারী আসামীকে আত্মগোপনে সাহায্য–সব করতে পারবে; কিন্তু বন্ধুর সঙ্গে বেঈমানি–অসম্ভব।

ডিলানের কাছ থেকে নেয়া ড্যাপল গ্রে ঘোড়াটা দারুণ। শহরের বাইরে এসে দক্ষিণ পশ্চিমে ছুটছে শ্যানন, অসংখ্য ওক্সশের ভেতর ঢুকে দক্ষিণে মোড় নিল ও। কম্বরিজের দেয়ালের সামনে এসে থামল, ক্যাম্প করল। ব্ল্যাঙ্কেটে লুটানোর আগেই তলিয়ে গেল ঘুমে।

আড়ষ্ট পেশীগুলোয় ঢিল পড়ল, ঝিমিয়ে গেল স্নায়ু। ঘুমোচ্ছে শ্যানন। দীর্ঘ সময় ঘোড়ার পিঠে থেকে, প্রতি মুহূর্তে সতর্ক থাকতে থাকতে ক্লান্তির শেষসীমায়

পৌঁছে গেছে। ঘুমের অতল সাগরে ক্রমে তলিয়ে যাচ্ছে : পাহাড়ে পাহাড়ে ছুটে বেড়াচ্ছে অশ্বারোহীরা। তারাজ্বলা আকাশের নিচে আস্তে আস্তে ঘুমিয়ে পড়ছে গরুর দল। তারারা ম্লান হলো, পুব আকাশে আলোর আভাস দেখা দিল, রিজের আকাশছোঁয়া দেয়াল সূর্যকে আড়াল করে রেখেছে, 'এস-আর' র‍্যাঞ্চের পথরোধ করে দাঁড়িয়ে রয়েছে ওটা।

ঘুমের ঘোরে নড়ে উঠল শ্যানন, ফের ঢিল পড়ল ওর দেহে। খানিকপর আবার এপাশ-ওপাশ করল, চোখ মেলে তাকাল শ্যানন। চোখ খুলে নিঃসাড় পড়ে রইল ও, ভাবনাগুলো গুছিয়ে নিল। একটা নারী কণ্ঠ পুরোপুরি জেগে উঠতে সাহায্য করল ওকে।

'মনে হচ্ছে খুব ক্লান্ত তুমি, ফ্র্যাঙ্ক।'

অবিশ্বাসের সঙ্গে উঠে বসল শ্যানন। মাত্র দশবারফুট দূরে হাঁটুর ওপর রাইফেল রেখে বসে রয়েছে রিটা, চিরচেনা হাসিতে উজ্জ্বল চোখমুখ।

'কোথেকে···তুমি কোথেকে এলে?'

'কবিতার মত করে বলব, ফ্র্যাঙ্ক? যদি বলি আমি তোমার অতীত থেকে যন্ত্রণা দিতে এসেছি? না, থাক, সত্যি কথাটাই বলি। কাল রাতে খুব অস্থির লাগছিল, ঘরের ভেতর থাকতে আর ভাল লাগল না। সবাই ঘুমিয়ে পড়লে গ্লোরি—আমার কালো ঘোড়াটার কথা মনে আছে?—ওটার পিঠে জিন চাপিয়ে বেরিয়ে পড়েছি। এখানে আসার পর থেকে রিজটা আমাকে ভাবিয়ে তুলেছিল, এপাশে কি আছে জানার ইচ্ছে ছিল, ভোরের দিকে পাহাড় ডিঙিয়ে চলে এলাম। এখানে কি দেখলাম?—তোমাকে।'

'একদম টের পাইনি।'

'পাহাড়টা ধসে পড়লেও টের পেতে না। পৃথিবীর সঙ্গে চাঁদের সংঘর্ষে প্রলয় ঘটে গেলেও তোমার ঘুম ভাঙত না। এরকম মরার মত ঘুমোতে আর কাউকে দেখিনি।'

'ভাগ্যিস টেটলো বা হ্যাভালিক হাজির হয়নি।'

হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল রিটা। 'ফ্র্যাঙ্ক, ঠিক আগের মতই আছ তুমি, একটুও বদলাওনি।'

'এমনি বলছ, না জিজ্ঞেস করছ?'

'দুটোই। তোমাকে যেমন দেখেছিলাম আজও তেমনি দেখছি। জানি না তোমার কি ধারণা।'

উঠে দাঁড়াল শ্যানন, এলোচুলে হাত চালাল। ওকে নিশ্চয়ই ভূতের মত লাগছে। গালে দাড়ি গোঁফের জঙ্গল, চেহারায় ক্লান্তির ছাপ, লাল হয়ে আছে চোখ দুটো, চুলের অবস্থাও কাহিল। কীভাবে একটা মেয়ে—না, হয়তো ভুল ভাবছে ও। রিটা হয়তো বদলে গেছে। ওর দিকে তাকিয়ে বোঝার চেষ্টা করল শ্যানন।

'তুমি এত সুন্দর···আমার ভীষণ কষ্ট হয়!'

'কষ্ট হয় তোমার?—মিথ্যে কথা! আমায় ফেলে চলে গিয়েছিলে তুমি। তোমার মুখে এ-কথা শোভা পায় না। তুমিই একমাত্র পুরুষ যে আমার কাছে থেকে স্বেচ্ছায় দূরে সরে যেতে পেরেছ। ফ্র্যাঙ্ক—অথচ একমাত্র তোমাকেই আমি কাছে

পেতে চেয়েছি।'

চট করে ওর দিকে তাকাল শ্যানন। 'এখনও বলছ এ-কথা?'

'কেন, বিশ্বাস হয় না?'

উঠে পড়ল রিটা, দীর্ঘ একহারা গড়ন, জলপাই রঙ ত্বক আর চোখ দুটো—'অনেক দিন পর তোমার সঙ্গে দেখা।' একটু বড় হলো রিটার চোখ, দুঠোঁট ফাঁক হয়ে আছে, ওর দৃষ্টিতে তৃষ্ণা দেখতে পেল শ্যানন, এক পা সামনে এগোল ও, কেন যেন ভয় হচ্ছে। অজান্তে রিটাকে আলিঙ্গন করল ও, বুকে চেপে ধরল।

হঠাৎ রিটাকে দূরে ঠেলে দিল শ্যানন। দ্রুত নিঃশ্বাস পড়ছে রিটার। হাঁপাচ্ছে শ্যানন। 'কাজটা ঠিক হচ্ছে না,' কর্কশ কণ্ঠে বলল ও, 'মোটেই ঠিক হচ্ছে না। আমি ভবঘুরে মানুষ, আমার জন্যে তুমি অনেক কষ্ট স্বীকার করেছ রিটা, এই চালচুলোহীন বন্দুকবাজের জন্যে এভাবে আর কষ্ট পেয়ো না। যে কোনদিন, যে কোন মুহূর্তে মারা যেতে পারি আমি। আগামীকাল পর্যন্ত বেঁচে থাকব কিনা তার পর্যন্ত নিশ্চয়তা নেই, বোঝো তো!'

'ঠিক,' সায় দিল রিটা; 'তোমার ধারণা এসব আমি ভাবিনি? আমি বুঝি,' একটু গলা চড়াল রিটা। 'গতকাল এবং তার আগের দিনগুলো, লাইভ ওক কান্ট্রি আর সিডার ব্লাফের দিনগুলো কি আমরা নষ্ট করিনি? জানি, হয়তো বেশিদিন তোমায় কাছে পাব না, কিন্তু উল্টোটিও তো হতে পারে? কে কতদিন বাঁচবে কেউ বলতে পারে? পৃথিবীর প্রতিটি মানুষ প্রতি মুহূর্তে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে না!

'আগামীকালের কথা ভাবি না আমি। বর্তমানই সব, ফ্র্যাঙ্ক! আমরা মেয়েরা কিছু কিছু ব্যাপারে বড় বেশি বাস্তববাদী। তুমি, ভবিষ্যতে কি হতে পারে সেই কথা ভাবো, তোমাকে হারিয়ে ফেললে আমার কি হবে চিন্তা করো; কিন্তু আমি? আমি যে আজ তোমাকে পাচ্ছি না, সেটাকেই গুরুত্ব দিই।

'আমি জানি তোমার জীবন কেমন, বুঝি কিসের তাড়নায় ছুটে বেড়াচ্ছ। জানি, টেটলো হ্যাভালিক কিংবা অন্য কারও হাতে তোমার মৃত্যু ঘটবে অথবা তোমার হাতে মারা পড়বে তারা, তারপর আরও অনেকদিন তুমি বেঁচে থাকবে। হাজার হোক তোমার মত দুচারজনকে চিনি যারা বিছানায় শুয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছে, তুমিও হয়তো বেঁচে থাকবে। অযথা এসব নিয়ে ভেবে কী লাভ!'

'না ভেবে পারি না,' বলল শ্যানন। 'স্বামী ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার সময় যদি স্ত্রীকে শঙ্কিত হয়ে ভাবতে হয়: লোকটা কি লাশ হয়ে ফিরে আসবে? তাহলে সেই মেয়ের জীবন সুখের হবে কি করে? হ্যাঁ, আমি তোমার কাছ থেকে দূরে সরে ছিলাম, ইচ্ছে না থাকা সত্ত্বেও, সে কেবল তোমাকে এই কষ্ট থেকে মুক্তি দেয়ার জন্যে।'

'কিন্তু তাতে আমার কষ্ট কমেছে কি? এর কোন মানে নেই, শ্যানন। হ্যাঁ, প্রায়ই তোমায় এ-নামে ডাকি আমি, সবাই ডাকে। সবার কাছে তুমি রহস্যময় অচেনা শ্যানন। মাঝে মাঝে ভাবি, আদৌ কি তোমাকে চিনি? যখন ঘুমোতে যাই, সেই স্যালুনের কামরায় তোমার দাঁড়ানোর ভঙ্গি, তোমার সঙ্গে প্রথম দেখার কথা মনে পড়ে। কি বলেছিলে সেদিন মনে আছে ফ্র্যাঙ্ক? নেই—সব কথা পুরুষরা ভুলে যায়—কিন্তু আমার মনে আছে। তোমার প্রতিটি কথা আমার মনে গাঁথা—একটুও

ভুল হবে না, তুচ্ছ কথাটিও ভুলে যাইনি।'

রিটার দিকে তাকিয়ে ভাষা খুঁজে ফিরল শ্যানন, একটা শব্দও বেরুল না মুখ দিয়ে। সহ্য করতে না পেরে দূরে সরে এল। ও কি নির্বোধ? 'আমি ঘোড়ার পিঠে জিন চাপিয়ে নিই,' অবশেষে বলল, 'এখানে থাকা নিরাপদ নয়।'

সশব্দে হাসল রিটা। 'কঠিন মানুষ, না? বিশাল আর রুক্ষ? কিন্তু আমি তোমাকে চিনি। এসব তোমার নিজেকে আড়াল করার কৌশল। আসলে তুমি কিশোরের মত সরল, তোমার কাজকর্ম তাই দুর্বোধ্য ঠেকে। কীভাবে দূরে সরে থাকো?'

হাঁটু গেড়ে বসে শ্যাননের বেডরোল ভাঁজ করতে লাগল রিটা। 'ঠিক আছে, ঘোড়া তৈরি করে নাও। আমি বেডরোল গোছাচ্ছি।'

গ্রের পিঠে স্যাডল চাপিয়ে ওটার পেছনে বিছানা বাঁধল শ্যানন। রিটাকে ওর মেয়ারে উঠে বসতে সাহায্য করল, তারপর নিজেও উঠে বসল গ্রের পিঠে, রিটার দিকে তাকিয়ে হাসল। 'ঠিক আছে দস্যি মেয়ে, ওই সুন্দর চেহারা দেখিয়ে আঘাত দিয়েছ, এবার নাশতা খাইয়ে ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করো!'

'নিশ্চয়ই! মারিয়া এখনও না বানিয়ে থাকলে নিজ হাতে তোমার জন্যে নাশতা বানাব আমি।' সামনে এগোল রিটা। কম্বরিজের ওপর দিয়ে চলে যাওয়া সর্পিল ট্রেইল ধরল। 'জানো, কেইনের জন্যে আমার খুশি লাগছে। তুমি ছাড়া বেচারা যেন প্রভুহীন কুকুর। তোমাকে ওর দরকার, ফ্র্যাঙ্ক।'

'কেমন আছে কেইন?'

'ভাল। আগের মতই বিশাল এবং ভয়ঙ্কর। ওর নাকটা ভেঙে দিয়ে ঠিক কাজ করোনি তুমি, আরও খারাপ দেখায় ওকে।'

'নইলে আমাকে খুন করত সে। দৈত্যটা লড়তে জানে!'

'দেখেছি।'

'অ্যাবেলের কথা বলে?'

'খুব কম। কেমন ছিল লোকটা ফ্র্যাঙ্ক? ওকে দেখিনি আমি।'

'ভয়ঙ্কর। খুনী। কেইন কখনও খারাপ ছিল না, অ্যাবেলের দেখাদেখি কাজ করত ও। ওকে হত্যা করে ভাল করেছি, অন্তত কেইনের জন্যে।'

'কেইনও তাই বলে। একমাত্র তুমি নাকি ওর সঙ্গে ঠিক ব্যবহারটি করতে; আর কেউ হলে ওকে সামলাতে পারত না।'

বেশ কিছু সময় নীরবে এগোল ওরা। ঘাড় ফিরিয়ে শ্যাননের দিকে তাকাল রিটা, মেয়ারটাকে বিশ্রাম দিতে একটু থামল। 'কী ঘটতে যাচ্ছে, ফ্র্যাঙ্ক?'

'ফর-টিকে আঘাত করতে যাচ্ছি আমরা, শক্ত আঘাত।'

'তারপর?'

'টেটলো তার কুকুরবাহিনী লেলিয়ে দেবে, হয় মারতে হবে নয়তো মরতে হবে।'

'ডি হ্যাভালিক—ওকে দেখেছি, ফ্র্যাঙ্ক, লোকটা নীচ এবং হিংস্র।'

কাঁধ ঝাঁকাল শ্যানন। রিজের চূড়ায় উঠে এল ওরা। সূর্যের আলো হঠাৎ চোখ ধাঁধিয়ে দিল। অনেক নিচে র‍্যাঞ্চ হাউসটা দেখা যাচ্ছে, রেঞ্জের সীমানা বরাবর

গাঢ় কিছু আকৃতি চোখে পড়ল—মৃত গরু!

ওগুলোর ওপাশে গরুর পাল জড়ো হচ্ছে। সহসা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ল শ্যানন। 'জলদি চলো! কাজে লেগে গেছে ওরা!'

অকস্মাৎ ছুটতে শুরু করল গরুর পাল। পেছনে ফাঁকা গুলি করতে করতে ধেয়ে আসছে একদল অশ্বারোহী, আতঙ্কিত করে তুলছে গরুগুলোকে। ঝড়ের বেগে সীমানা অতিক্রম করল ওরা।

লাগাম টেনে ধরল শ্যানন। 'হায় খোদা, ওখানে কেউ থাকলে শেষ হয়ে যাবে!'

ছয়

শ্যাননের বাহু আঁকড়ে ধরল রিটা, ফ্যাকাসে চেহারা। 'ফ্র্যাঙ্ক! ক্রিস, কেইন—ওরা বিপদে পড়ে যাবে!'

'কি জানি!' গম্ভীর কণ্ঠে বলল শ্যানন, 'জানার উপায় নেই। টেটলো এদ্দূর যখন এগিয়েছে, এখন কিছুতেই আর পিছু হটবে না। রিটা, তোমাকে নিরাপদ কোন জায়গায় নিয়ে যেতে হচ্ছে।'

'শহরে?'

'না,' দ্রুত ভাবছে শ্যানন। শহর এখন নিরাপদ নয়, যদিও ওখানে আর্লি আর ব্লেইন আছে। সর্বশক্তি নিয়ে মাঠে নেমেছে টেটলো। 'এস-আর'-এর সবাইকে ইতিমধ্যে হত্যা করে থাকলে আরও হত্যাকাণ্ড চালাতে তার বাধবে না। 'না,' আবার বলল শ্যানন, 'শহরে নয়, অন্য কোথাও। আমাদের তাড়াতাড়ি এগোতে হবে। ঘোড়া ঘুরিয়ে নাও, উল্টো পথ ধরো।'

'কিন্তু, ফ্র্যাঙ্ক, ওদের এভাবে বিপদের মাঝে ফেলে যাব?—ওরা আহত অবস্থায় পড়ে আছে কিনা কে জানে!'

শ্যাননও একই কথা ভাবছে, অস্থির হয়ে উঠছে ও। ওদের দেখে আসবে না রিটার নিরাপত্তার ব্যবস্থা করবে—দোটানায় ভুগছে, মনস্থির করতে পারছে না। ওর মনের কথা আন্দাজ করতে পারল রিটা।

'আমার জন্যে ভেবো না। তোমার ক্যাম্পেই নিরাপদ থাকব। তুমি যাও।'

তবু ইতস্তত করল শ্যানন, উদ্বিগ্ন। 'না, এখন এদিক দিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। ওখানে পৌঁছুনোর আগেই ধরা পড়ে যাব। ঘুর পথে যেতে হবে। সন্দেহ নেই, হর্সহেডেও ওরা আমার জন্যে ওত পেতে রয়েছে।'

'শোনো,' হঠাৎ কথাটা মনে এল ওর, 'ওই ক্যানিয়ন ধরে এগিয়ে যাও'—রিজের চূড়া থেকে ইশারায় একটা ক্যানিয়ন দেখাল—'এক জায়গায় দেখবে ক্যানিয়নটা ইংরেজী *ওয়াই* হরফের মত দুভাগ হয়ে গেছে, বাম দিকে যাবে তুমি। ক্যানিয়ন থেকে বেরোলে আঁকাবাঁকা একটা ট্রেইল পাবে,'—ওর আবিষ্কৃত খুদে ব্লু লেকে পৌঁছুনোর পথ বাতলে দিল শ্যানন। 'ওখানে পৌঁছে আমার জন্যে

অপেক্ষা করবে। লেকটার পুবে পাহাড়ের ভেতর আমার একটা কেবিন আছে।'

'আচ্ছা,' শ্যাননের ওপর পূর্ণ আস্থা রিটার। 'আমার কথা ভেবো না। সাবধানে থাকব।'

পরস্পরের সঙ্গে হাত মেলাল ওরা। সরে এল শ্যানন, উত্তরে ঘোড়া ঘোরাল, কম্ব ওঅশ বেয়ে আরও ওপরে উঠতে শুরু করল। হুইসকারস ড্র-এ এসে স্যাডল থেকে নেমে পড়ল, উইনচেস্টার হাতে এগোল, চোখ কান সতর্ক। পরিকল্পনা করে কাজ করছে না ও, পরিস্থিতির সঠিক পর্যালোচনা ছাড়া এই মুহূর্তে পরিকল্পনা খাড়া করা সম্ভবও নয়।

গরুর পালের প্রচণ্ড তোড়ের মুখে পড়ে থাকতে পারে 'এস-আর'-এর কর্মীরা, ফর-টি রাইডারের গুলিতে আহত বা নিহত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। রেহাই পাবার সম্ভাবনা ক্ষীণ; কিন্তু ওরা যোদ্ধা, নিরীহ গোবেচারা নয়, আশা করতে দোষ নেই। ক্রিস মেহলার, ভাবল শ্যানন, ওর ধূর্ত মস্তিষ্ক এক্ষেত্রে ওদের ভরসাস্থল। একটা কিছু উপায় হয়তো বের করে ফেলছে সে। কিন্তু এমনও হতে পারে আহত পড়ে রয়েছে ওরা, অসহায়।

দ্রুত মাইলের পর মাইল পেছনে ফেলে এল শ্যানন। ড্যাপল গ্রের ক্লান্তি নেই, গতি কমালেই বরং ব্যগ্র হয়ে উঠছে ওটা, টান পড়ছে লাগামে। কটনউডে থামল ও। রাতে এখানে ডিলানের লোকদের সঙ্গে দেখা করতে হবে। ফর-টিকে হামলা করবে ওরা। দেরি হয়ে গেল না তো, নাকি এখনও সময় আছে?

মাথা নেড়ে ভাবনাটা বিদায় করে দিল ও, বর্তমানে ফিরে এল। মারাত্মক রূপ নিয়েছে পরিস্থিতি, পুরো দেশ ফর-টির রাইডারে গিজগিজ করছে, ওর মত রিটাকেও খুঁজে ফিরছে তারা। এস-আর, ফর-টির ক্যাম্প আর হর্সহেড ফর-টির দখলে থাকায় বোতলবন্দী অবস্থা হয়েছে ওর। বেরোনোর একটা পথই খোলা—পাল্টা আক্রমণ চালানো। স্যাডল থেকে নেমে হামাগুড়ি দিয়ে ড্রয়ের পাড়ে উঠে এল শ্যানন, সামনের এলাকা পর্যবেক্ষণ করল।

গরুর দল ছড়িয়ে পড়েছে পুরো রেঞ্জে, নতুন জায়গার তরতাজা ঘাসের স্বাদ নিচ্ছে। দুচারজন অশ্বারোহীকে দেখা যাচ্ছে এখানে ওখানে, বোঝা যাচ্ছে একটা নির্দিষ্ট জায়গায় মিলিত হবার জন্যে এগোচ্ছে ওরা, এস-আর র‍্যাঞ্চ হাউসের কাছে। কয়েক মিনিট পর ফর-টির হেডকোয়ার্টার থেকে আসা ওয়্যাগন ট্রেইন দেখা গেল, এস-আরের দিকে আসছে। এখানে আস্তানা গাড়বে টেটলো।

ঘোড়ার কাছে ফিরে এল শ্যানন, সাবধানে আবার সামনে এগোল। একটু পর পর থেমে কান খাড়া করে শোনার চেষ্টা করছে। কিন্তু কোথাও কোন শব্দ নেই। হুইসকারস ড্র যেখানে কটনউড ওঅশের সঙ্গে মিশেছে সেখানে পৌঁছুল শ্যানন। এস-আরের রাইডাররা এখানে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল।

বিকেলের নিস্তব্ধ হাওয়ায় কোন শব্দ শোনা যাচ্ছে না। গরু ছত্রভঙ্গ হওয়ার সময় বাতাসে ওড়া ধুলোর গন্ধ এখনও ভাসছে। সূর্যের তাপে শুকিয়ে যাওয়া ওপড়ানো ঘাসের গন্ধ লাগছে নাকে। ঘোড়ার খুরের নিচে পড়ে শব্দ হতে পারে তাই প্রতিটি নুড়ি পাথর এড়িয়ে চলছে শ্যানন। হুইসকারস ড্রয়ের মুখ থেকে একমাইলেরও বেশি দূরে এসে থামল ও। নিচু কটনউড আর উইলো গাছের

আংশিক আড়ালে পড়েছে ওঅশটা, চারদিকে ইতস্তত ছড়ানো বড় বড় পাথরের চাঁই। আবার স্যাডল থেকে নামল শ্যানন, গ্রেকে আশ্বস্ত করে বেড়ালের মত নিঃশব্দে রাইফেল হাতে এগোল।

অস্পষ্ট খসখসে একটা শব্দ কানে এল। থামল ও। রাইফেল ওপরে উঠে এল। ঠিক তখনই কানে এল গোঙানির শব্দ। পাঁই করে ঘুরল শ্যানন। ওঅশের পুব পাড়ের মাটি ছুটন্ত গরুর খুরের আঘাতে ধসে পড়েছে। সেদিকে পা বাড়াল, মাটির নিচ থেকে উঁকি দেয়া একটা রক্তাক্ত হাত চোখে পড়ল।

একটা বোল্ডারে হাত রেখে লাফিয়ে পার হলো শ্যানন, হাতটার পাশে নামল। উপুড় হয়ে পড়ে থাকা লোকটাকে দেখতে পেল এবার, মাথা একদিকে বাঁকানো, মাটির নিচ থেকে বেরিয়ে এসেছে–কেইন ইউস্টন!

এখনও জ্ঞান হারায়নি কেইন। তাড়াতাড়ি জমাট মাটিতে হাত লাগাল শ্যানন, তার দেহের ওপর থেকে মাটি সরাতে শুরু করল। মরিয়া হয়ে হাত চালাচ্ছে ও। হঠাৎ ঘোড়ার খুরের শব্দে থেমে গেল।

সোজা হয়ে সতর্ক দৃষ্টিতে পাড়ের দিকে তাকাল ও। চট জলদি কেইনকে মাটির নিচ থেকে বের করে সরিয়ে নেয়ার উপায় নেই। একটা গুলির শব্দেই দল বেঁধে ছুটে আসবে টেটলোর কর্মীরা এবং তারপর…। ঘোড়াটা দাঁড়িয়ে পড়েছে, টের পেল শ্যানন। স্যাডলের সঙ্গে কাপড় ঘষা খাওয়ার খসখস শব্দ হলো। বোল্ডারের আড়ালে ঘাপটি মেরে বসে তর্জনী দিয়ে ঠোঁট চেপে ইঙ্গিতে কেইনকে শব্দ করতে নিষেধ করল। বুঝতে পেরে চুপচাপ পড়ে রইল কেইন।

পাড়ের কিনারে এসে দাঁড়াল আগন্তুক, লাফ দিয়ে নিচে নামল ফিন টেটলো।

বিশাল চওড়া কাঁধ, বলিষ্ঠ গড়ন, সহজ সাবলীল ভঙ্গিতে হাঁটছে। কৌতূহলী চোখে এদিক ওদিক চাইছে। নিশ্চয়ই অস্বাভাবিক কিছু চোখে পড়েছে, তাই খোঁজ করতে ফিরে এসেছে। চারপাশে নজর বুলিয়ে একটা উইলো ঝোপের দিকে এগোল ফিন, উঁকি দিল, তারপর সাবধানী পায়ে বোল্ডারের স্তূপের দিকে এগিয়ে এল।

ভাগ্যকে গালমন্দ করল শ্যানন, মাথা আরও নিচু করল। ফিনের সঙ্গে গোলগুলিতে নেমে কেইনকে এভাবে এখানে ফেলে পালিয়ে যাওয়া সম্ভব না। ওর ঘোড়াটা দৃষ্টির বাইরে, কিন্তু ফিন অনুসন্ধান অব্যাহত রাখলে ওটার অবস্থান ফাঁস হতে বাধ্য। কেইনের কাছ থেকে সরতে শুরু করল শ্যানন। চোখ বড় করে ওর দিকে তাকাল কেইন, পায়ে বেঁধা কাঁটা বের করার সময় যেভাবে প্রভুর দিকে তাকায় পোষা কুকুর।

ক্রমশ এগিয়ে আসছে ফিন। হঠাৎ সোজা হয়ে দাঁড়াল সে, মাটির ধসের দিকে তাকাল, তারপর কি ভেবে দ্রুত সেদিকে পা বাড়াল। কেইনের দিকে চোখ যেতে থমকে দাঁড়াল। ফিন টেটলোর মুখের প্রতিটি রেখা দেখতে পাচ্ছে শ্যানন। ওর মুখের ভাব অবাক করল ওকে।

আরও কাছে এল ফিন। 'সেই দৈত্যটা দেখছি! আমি জানতাম, এখানে একজন গরুর পায়ের নিচে চাপা পড়েছে। গরুগুলো এখানে পৌঁছুনোর ঠিক আগ মুহূর্তে তোমাকে দেখেছিলাম। তুমি রেহাই পেলে অলৌকিক ব্যাপার হত।'

একটা বোল্ডারে বসে পড়ল ফিন। অবিচল হাতে সিগার ধরাল। 'নড়তে কষ্ট হচ্ছে? বেশ, তোমার কষ্ট লাঘবের ব্যবস্থা করতে হবে, বুঝতে পারছি। ব্যাপারটা মন্দ হবে না। জীবনে কখনও মানুষ মারিনি আমি। অ্যান্ডি মেরেছে, কমপক্ষে আট ন'জন; অ্যান্ডির হাত চলে ভাল, আমার ধারণা হ্যাভালিকের চেয়েও দ্রুত। বিগ এন্ড-এর কাছে বেনও একজন আউট-ল মেরেছিল, দুচারজন ইন্ডিয়ান মারা গেছে ওর হাতে। কিন্তু আমি, আমার হাতে আজ পর্যন্ত কেউ মরেনি।'

হাসল ফিন টেটলো। 'কিন্তু কাল ভিন্ন কথা বলবে সবাই। কারণ এখুনি আমার হাতে মরতে যাচ্ছ তুমি!'

'হাতে রক্ত না লাগলে,' আবার বলল সে, 'মনটা ছোট হয়ে থাকে। বেন লড়াই করতে চায় না অথচ সে-ও মানুষ মেরেছে। ছেলেটা বোকা, খামোকা ভাল ভাল কথা ভাবে,' সিগারে লম্বা টান দিল ফিন। 'বাবা তোমাকে কঠিন লোক ভেবেছে। কিন্তু এখন খরগোশের মত ফাঁদে পড়েছ তুমি। একটা গুলিও নষ্ট করতে হবে না, পাথর দিয়ে তোমার মাথা থেঁতলে দেব আমি।'

উঠে দাঁড়িয়ে আড়মোড়া ভাঙল সে। ইতিমধ্যে ওর ঠিক পেছনে এসে গেছে শ্যানন। হাত বাড়িয়ে ওর গানবেল্ট আঁকড়ে ধরল। তারপর হ্যাঁচকা টান দিল। শূন্যে উঠে এল ফিন টেটলোর পা-জোড়া, একটা বোল্ডারের ওপর পড়ল সশব্দে, তারপর ডিগবাজি খেয়ে ওপাশে। দ্রুত এগিয়ে গেল শ্যানন, উল্টো হাতে রদ্দা হাঁকাল, নাকটা থেঁতলে গেল ফিনের। আর্তনাদ করতে যাচ্ছিল গোঙানিতে পরিণত হলো সেটা। এবার ফিনের চিবুক বরাবর আঘাত হানল শ্যানন। পাথরের সঙ্গে সংঘর্ষ হলো ফিনের মাথার, নিথর হয়ে গেল সে। দ্রুত তার হাত পা বেঁধে ফেলল। আবার কেইনকে মাটির ফাঁদ থেকে মুক্ত করার কাজে হাত দিল ও।

দ্রুত কেইনকে পরীক্ষা করল ও, হাড়গোড় না ভাঙলেও মারাত্মক চোট পেয়েছে। জায়গায় জায়গায় চামড়া ছড়ে গেছে, যথেষ্ট রক্ত হারিয়েছে সে। বিশাল লোকটাকে এবার পাঁজাকোলা করে তুলে নিল শ্যানন, ওকে কাঁধে ফেলে ড্যাপল গ্রের দিকে এগোল। দুজনের ভার বহন করা গ্রের জন্যে কঠিন হবে, ওদের মিলিত ওজন কমপক্ষে চারশো পাউন্ড, কিন্তু উপায় নেই।

যে পথে এসেছিল সেপথে আবার চমৎকার এগোল গ্রে। হুইসকার ড্রয়ে পৌঁছে নেমে পড়ল শ্যানন, ঘোড়া নিয়ে পায়ে হেঁটে এগোল। ফিনের ঘোড়াটা সংগ্রহ করার চেষ্টা করতে পারত, কিন্তু ওঅশের পাড়ে উঠলে র‍্যাঞ্চ থেকে কেউ দেখে ফেলার আশঙ্কা ছিল। ফিনের গায়ে উজ্জ্বল নীল শার্ট, কারও ভুলে যাবার কথা নয়, তাই ঝুঁকি নেয়নি ও।

অত্যন্ত মন্থর গতিতে এগোতে হচ্ছে। গরম লাগছে। অবশেষে আবার কটনউডে পৌঁছুল ওরা। স্যাডলের ওপর নুয়ে পড়েছে কেইন ইউস্টন, ঘোড়ার সঙ্গে দুলছে বিশাল শরীর। ফ্যাকাসে হয়ে গেছে চেহারা, কেবল চোখদুটো জ্বলজ্বল করছে। উদ্বিগ্ন শ্যানন কথা বলার চেষ্টা করল ওর সঙ্গে। কিন্তু জবাব দিল না কেইন। প্রচণ্ড ইচ্ছা এবং দানবীয় প্রাণশক্তিবলে এখনও ঘোড়ার পিঠে টিকে রয়েছে লোকটা। বুকে হেঁটে ওঅশের কিনারায় উঠে এল শ্যানন, আশপাশে চোখ বোলাল। অনেক দূরে, কয়েক মাইল হবে, ফিন যেখানে রেখে গিয়েছিল সেখানেই

ঘোড়াটাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল। ঘোড়াটা কারও চোখে পড়তে কত বাকি? নিজেকে মুক্ত করতে ফিনের কতক্ষণ লাগবে?

এখন প্রায় দুপুর। টেটলোর কর্মীরা নিশ্চয়ই খেতে গেছে। ধাওয়া শুরুর আগে অন্তত ঘণ্টাখানেক সময় পাওয়া যাবে। ফিনের অনুপস্থিতি কারও না কারও নজরে আসবে, সঙ্গে সঙ্গে খোঁজ পড়বে। কেইনকে ডাক্তারের কাছে নেয়া দরকার, কিন্তু হর্সহেড এখান থেকে পাঁচমাইল, শেষের দুমাইল পথ খোলা প্রান্তরের ওপর দিয়ে এগোতে হবে, কেইনকে নিয়ে তা সম্ভব নয়।

ওকে এখানে লুকিয়ে রেখে যেতে হবে, তারপর থাকতে হবে আশায়...একা ওর পক্ষে পালানো সম্ভব। কিন্তু কেইনের মত বিশালদেহীকে নিয়ে গ্রে দ্রুত ছুটতে পারবে না, অচেতন কেইনকে স্যাডলের সামনে রেখে ওর পক্ষে এগোনোও অসম্ভব।

আহত কেইনকে নামিয়ে একটা কটনউড গাছের নিচে শোয়াল শ্যানন। উইলো গাছগুলো সেজদার ভঙ্গিতে শুয়ে আছে, গাঢ় ছায়া বিলোচ্ছে। স্লিকারটা বালিশের মত করে কেইনের মাথার নিচে দিয়ে ওকে আরাম দেয়ার চেষ্টা করল ও। ক্যান্টিনের পানিতে কপাল মুছে দিল, ক্ষতস্থান ধুয়ে পরিষ্কার করল। কিছুক্ষণ পর পর চারদিকে নজর বোলাল অশ্বারোহীদের খোঁজে। এবার কেইনের একটা পিস্তল আর ক্যান্টিনটা ওর পাশে রেখে দিল।

একটা উইলোর ডালের সাহায্যে বালির ওপর থেকে ট্র্যাক মুছে ফেলল, তারপর মুঠো ভর্তি বালি ছিটাল। অবশেষে উঠে বসল স্যাডলে, ড্র থেকে বেরিয়ে সিডারের আড়ালে আড়ালে ছুটল। বেশ খানিকটা দূরে এসে গতি বাড়াল। একাধিক ড্র পেরিয়ে একটা সংকীর্ণ ট্রেইল ধরে শহরের কাছাকাছি পৌঁছে গেল। এবার ওয়েস্ট ওঅটর ক্রীকের কাছে এসে শহরের দিকে এগোল।

এই ক্রীকটা শহরের পুব আর পশ্চিম অংশকে পৃথক করেছে, কাউটাউনের সীমান্ত রেখা। গাছপালার ভেতর দিয়ে ডাক্তার ব্লেইনের বাড়ির দিকে গেছে ওটা।

ক্রীকের নিচু অংশ থেকে তীরে উঠে এল শ্যানন, ঝোপঝাড়ের ভেতর দিয়ে ডাক্তার ব্লেইনের বাড়ির কয়েক ফুটের মধ্যে পৌঁছে গেল।

প্রথমে দেখা হলো লরি ওয়েবস্টারের সঙ্গে। ওকে দেখে বিস্ফারিত হলো মেয়েটার চোখ। ইঙ্গিতে ওকে চুপ থাকতে বলল শ্যানন। গাছপালার প্রান্তে বেড়ার কাছে এসে দাঁড়াল লরি, নিচু গলায় কথা বলল ও। সংক্ষেপে কেইনকে কোথায় কি অবস্থায় পেয়েছে জানাল। কোথায় রেখে এসেছে তা-ও বলল। তারপর ডাক্তারের মাধ্যমে পূর্ব পরিকল্পনা পরিবর্তনের খবরটা ডিলানের কাছে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করল। ডিলান যেন তার লোকজন তৈরি রাখে, সেকথা বলতে ভুলল না।

'সন্ধ্যার আগে ইউস্টনকে আনতে যাবার দরকার নেই,' সতর্ক করল ও, 'টেটলোর লোকেরা ঘুরঘুর করছে ওদিকে, কেইনকে তোমাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে চাইবে, বাধা দিলে হত্যা করবে।'

'ঠিক আছে,' চুপ করে গেল লরি। ওর চোখের দিকে তাকিয়ে কি যেন খুঁজল। 'তুমি...তুমি ঠিক আছ?'

'নিশ্চয়ই। এদিকের কি অবস্থা?'

'খারাপ।' হ্যাভালিক কি বলেছে ওকে জানিয়েছে ব্লেইন, পুনরাবৃত্তি করল। 'লড়াইটা শহরে ছড়িয়ে পড়েছে। এখানে ডাক্তার আর মিসেস কারপেন্টারের সঙ্গে থাকছি আমি। আমার বোন আসছে দু'একদিনের ভেতর। সম্ভবত ববসহ আরও কয়েকজন ক্রীকের এপারে চলে আসবে। আমরা সবাই একসঙ্গে থাকতে চাই, যাতে বিপদ এলে মোকাবিলা করা যায়।'

'মেসির কি খবর?'

'ভাল, তবে ইদানীং চিন্তিত সে। টেটলোর লোকেরা জোর করে শহর দখল করে নিয়েছে। এদিকে মদে বুঁদ হয়ে আছে হ্যারি লট।'

লট? বিশালদেহী মার্শালের কথা ভুলে গিয়েছিল শ্যানন। নিষ্ঠুর কঠিন লোকটা কোন্ পক্ষে আছে?—ভাবল। এই প্রশ্নের জবাব জানা নেই ওর। লট হয়তো নিজেও জানে না।

'পরে আবার আসব। রিটা উইলিয়ামসের কথা লরিকে বলল শ্যানন। লক্ষ্য করল, ভুরু কুঁচকে উঠল মেয়েটার।

গুরুত্ব দিল না ও। ঘোড়ার কাছে ফিরে এসে স্যাডলে উঠে বসল। শহর এড়িয়ে যেতে হলে গন্তব্য থেকে দূরে সরে যেতে হবে। হঠাৎ একটা দুঃসাহসী পরিকল্পনা মাথায় এল।

শহরের মাঝ দিয়ে ক্রীকের তলদেশ ধরে এগোলে কেমন হয়? সেতুর অংশটা ছাড়া ক্রীকের দুই তীর গাছে ছাওয়া, সেতু পেরোনোর উদ্দেশ্য ছাড়া কারও কাছাকাছি আসার আশঙ্কা নেই। ক্রীকটা গভীর, কেউ দেখবে না ওকে। অবশ্য সেতুর ওপর কেউ থেকে থাকলে পঞ্চাশ ফুট দূরে থাকতেই দেখে ফেলবে ওকে, কিন্তু সেতু পেরিয়ে যেতে পারলে দশ গজ পরে দৃষ্টিসীমার বাইরে চলে যেতে পারবে ও। ওখানে পশ্চিমে বাঁক নিয়েছে ক্রীকটা, তারপর কিছুদূর পর্যন্ত উত্তরে এগিয়ে আবার পশ্চিম ঘেঁষে এগিয়েছে। ওদিকেই যেতে চায় শ্যানন। রিটাকে লেকের কাছে অপেক্ষা করতে বলেছে ও, ক্রীকটা ওকে সেখানে নিয়ে যাবে।

ক্রীকের ভেতর দিয়ে যাওয়া ওই পঞ্চাশ গজের জন্যে বিপজ্জনক। ওখানে শত্রুপক্ষের কারও চোখে ধরা পড়ার অর্থ ফাঁদে পড়া। ঘুরপথে গেলে বিপদের আশঙ্কা কম, কিন্তু তাতে অনেক সময় নষ্ট হবে।

ইতস্তত না করে গ্রেকে নিয়ে ঢাল বেয়ে নামতে শুরু করল শ্যানন, উত্তরে বাঁক নিল। সময় নিয়ে বালির ওপর দিয়ে হাঁটিয়ে নিয়ে চলল ঘোড়াকে, একটা হাত পিস্তলের বাঁটের মাত্র কয়েক ইঞ্চি দূরে উরুর ওপর ফেলে রেখেছে। ফাঁকা পঞ্চাশ গজের আগে শেষ বাঁকে মুহূর্তের জন্যে থামল ও, কান পেতে শোনার চেষ্টা করল। ঘোড়ার খুরের শব্দ বা কাছাকাছি কোন মানুষের গলার আওয়াজ নেই। চট করে সামনে উঁকি দিল। সেতুর ওপর কেউ নেই দেখে আবার অগ্রসর হলো ও।

ক্রীকের কাছাকাছি কেউ থাকলে ঘোড়ার খুরের শব্দ শুনতে পাবে। কিন্তু শহরে এমনি চরে বেড়ানো ঘোড়ার অভাব নেই, শহরবাসীরা ওগুলোর মালিক, কেউ হয়তো তেমন গুরুত্ব দেবে না। যাকগে, ঝুঁকি যখন নিতেই হবে, ইতস্তত করে লাভ নেই।

তপ্ত হয়ে আছে সূর্য। বালি থেকে উত্তাপ ছড়াচ্ছে। এক ফোঁটা বাতাস লাগছে

না গায়ে। কপাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে ঘামের ধারা, শার্টের বগলতলা ভিজে গেছে। চ্যাপসে মুছে হাত শুকাল ও। একতালে এগিয়ে চলল, চোখ দুটো অনবরত এদিক ওদিক ঘুরছে। ডানে বেশ কিছু গাছপালা আর তার পেছনে জেলহাউসের ছাদ দেখতে পাচ্ছে শ্যানন, বামে ঘন হয়ে জন্মেছে গাছগুলো, ক্রীকের নিচু অংশকে ডাক্তার ব্লেইনের বাড়ি থেকে আড়াল করেছে।

সেতুর মাত্র দশগজ দূরে থাকতে পদশব্দ শুনতে পেল শ্যানন, কে যেন আসছে, স্পারের মৃদু ঝুনঝুনও শোনা যাচ্ছে। এখন পিছিয়ে আসার উপায় নেই, থামল না ও, প্রয়োজনে পিস্তল বের করতে তৈরি রাখল হাতটা।

পথচারী দৃষ্টিসীমায় এল, অনিচ্ছাসত্ত্বেও মুখ তুলে তাকাল শ্যানন। লিন মেসি।

চেহারায় কোন পরিবর্তন হলো না মেসির, সেতুর ওপর না পৌছানো পর্যন্ত মুহূর্তের জন্যে চলার গতি কমাল না। সেতুর ওপর থেমে রেলিংয়ের ওপর দিয়ে সামনে ঝুঁকে এল। শ্যাননের পেছন দিকে তাকাল। 'ঘোড়সওয়ার আসছে! সেতুর নিচে লুকোও!' বলল সে।

লুকোল শ্যানন। ঘোড়ার খুরের শব্দ শুনতে পেল। সেতুতে উঠে এল ওরা, লাগাম টেনে ঘোড়া থামাল। জেরেড টেটলোর কণ্ঠস্বর শুনতে পেল শ্যানন।

'হাউডি!' ঠাণ্ডা টেটলোর কণ্ঠ। 'শ্যাননকে দেখেছ? ব্যাটাকে খুঁজছি আমরা।'

'নিজের হাতে আইন তুলে নিয়েছ দেখছি?' জিজ্ঞেস করল মেসি। 'অথচ এখানে আমিই শেরিফ।'

'রাখো! তোমার কাছে আইনের কচকচানি শুনতে চাইনি!' সংক্ষেপে জবাব দিল টেটলো। কর্কশ শোনালেও নির্লিপ্ততা প্রকাশ পেল তার কণ্ঠে। 'বাঁচতে চাইলে আমার কাছ থেকে দূরে থেকো।'

'টেটলো,' শান্ত কণ্ঠে জবাব দিল মেসি। 'আমি নির্দেশ দিচ্ছি, জবর দখল করা রেঞ্জ থেকে শিগ্গির গরু বের করে আনো। নইলে গ্রেপ্তার করব তোমাকে, আদালতে তোমার বিচার হবে।'

বিদ্রূপ করে হাসল টেটলো। 'আদালত? এই শহরে?' হাতের ইশারা করল সে। 'তোমাদের জাজ সাহেব ফিরেছে, আমি জানি। সে আমার পক্ষে, এখানকার বেশির ভাগ লোকই তাই।'

ওকে উপেক্ষা করল মেসি। 'আমি তোমার বিরুদ্ধে চার্জশীট তৈরি করছি,' জবাব দিল সে। 'খুনের অভিযোগ আনছি। কারসন আর কারপেন্টারের মৃত্যুর জন্যে তুমিই দায়ী। তুমি সহ যারা হত্যাকাণ্ডে অংশ নিয়েছ সবাইকে গ্রেপ্তার করা হবে। দেশের আইনানুসারে বিচার হবে তোমাদের। গরু বাছুর সরিয়ে নিয়ে ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করো, আমি নিজে তোমাদের নিরাপদে এখান থেকে চলে যাবার ব্যবস্থা করে দেব। নইলে কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে তোমাকে।'

'বোকার মত কথা বোলো না!' অধৈর্য হয়ে উঠছে টেটলো। 'আমাকে কি ভেবেছ? অপদার্থ! আমার বিরুদ্ধে সাক্ষী কোথায়? সাক্ষী দেবে কে? কারসন বা কারপেন্টারের সঙ্গে আমার কোন শত্রুতা ছিল না, পিস্তল বের করতে গিয়ে ভুল করেছে কারসন, আর কারপেন্টার দুর্ঘটনাবশত স্ট্যাম্পিডের সামনে পড়ে গেছে।

গরু সরানোর কথা বলছ? পরিত্যক্ত জায়গা পেলে ছাড়ব কেন? রেঞ্জগুলোতে কেউ ছিল?'

'তুমি তাড়ানোর আগ পর্যন্ত ছিল।'

'প্রমাণ করো।'

শেষ কথা বলে দিয়েছে টেটলো। ঘোড়ার পেটে স্পারের গুঁতো দিল সে, এগোতে শুরু করল ঘোড়া। সেতু পেরিয়ে শহরের পুব দিকে গেল। কাঠের পাটাতন থেকে ঝুরঝুর করে বালি ঝরল শ্যাননের মাথায়, এগোতে উদ্যত হলো সে। কিন্তু আরেকটা কণ্ঠস্বর শুনে থমকে দাঁড়াল। হ্যারি লট, মাতাল বলে গাড় শোনাচ্ছে।

'এভাবে আর কত, মেসি? তোমার হাত থেকে সব ক্ষমতা কেড়ে নিচ্ছে আর তা দাঁড়িয়ে থেকে দেখছ? আমি জানতাম তুমি শক্ত মানুষ, শেরিফ!'

'অপেক্ষা করছি আমি, হ্যারি,' সহিষ্ণু কণ্ঠে বলল মেসি, 'সম্ভব হলে সংঘাত এড়াতে চাই। গরুর পাল দিয়ে এই রকম শহরের ওপর হামলা চালাতে এর আগেও দেখেছি, কি পরিণতি হয় জানি, নিরীহ লোকেরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তুমি ভুল বলোনি, একটা কিছু করা দরকার এবং সেটা আমাদেরই করতে হবে। কিন্তু এখনও সময় হয়নি। শহরবাসীর সমর্থন আদায় করে তারপর টেটলো আর হ্যাভালিককে গ্রেপ্তার করব, বিচারের ব্যবস্থা করব ওদের।'

হাসল হ্যারি লট। 'আচ্ছা? কিন্তু হ্যাভালিককে গ্রেপ্তার করা অত সোজা না। তার আগে ওকে শেষ করব আমি। ফর-টির আসল শক্তি সে-ই, শেষ করে দাও, ব্যস হাওয়ায় মিশে যাবে অন্যরা। সেটাই করতে যাচ্ছি আমি।'

জবাব দিল না মেসি। মাতাল মার্শাল শব্দ তুলে শহরের পুব দিকে এগিয়ে গেল।

'পরে দেখা হবে,' মৃদু গলায় বলল শ্যানন, তারপর ক্রীক ধরে আবার এগোল। বাঁক ঘুরে চলার গতি বাড়াল, শেষ দালানটা অতিক্রম করে ঘোড়া ছোটাল। দ্রুত।

অনেক পথ বাকি, দুপুর হয়ে এল, সন্ধ্যার আগে লেকে পৌঁছুনো যাবে কিনা কে জানে। আশা কম।

ব্ল্যাক মেসার বেশ উঁচুতে, এস-আর র‍্যাঞ্চ হাউসের দক্ষিণে একটা ওঅটর হোলের কাছে অন্ধকারে ঘাপটি মেরে আছে এক বিশালদেহী লোক, রাইফেল পরিষ্কার করছে। তার নাম ক্রিস মেহ্লার।

জানোয়ারের মত ফাঁদে পড়েও পালানোর উপায় ঠিক বের করে ফেলেছিল। রিটা উইলিয়ামস আর মারিয়া ছাড়া, ওর ধারণা, এস-আর র‍্যাঞ্চের সবাই নিহত হয়েছে। ভোর রাতের দিকে ঘোড়া নিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল রিটা, এখন মেয়েটা কোথায় আছে জানে না মেহ্লার, কিন্তু রিটার বুদ্ধি বিবেচনার ওপর আস্থা রাখে সে, চমৎকার একটা ঘোড়া নিয়ে বেরিয়েছে, সঙ্গে অস্ত্রও আছে। তাছাড়া ও একরকম নিঃসন্দেহ, র‍্যাঞ্চের পেছনে রিজের চূড়ায় শ্যাননকে এক ঝলক দেখেছিল। মারিয়া বয়স্কা মহিলা, কেউ ওর ক্ষতি করবে না বরং ওকে ঘরের

কাজে লাগাবে।

কেইন ইউস্টন এবং এডসহ আরও তিনজনের কথা ভেবে দুঃখ হলো মেহ্‌লারের। ওদের সঙ্গে হৃদ্যতা ছিল, একসঙ্গে কাজ করেছে। এডকে নিজের চোখে লুটিয়ে পড়তে দেখেছে সে, গরুর পালের স্রোত থেকে রেহাই পাওয়ার অনেক চেষ্টা করেছিল বেচারা। একজনকে দড়ি দিয়ে বেঁধে টেনে হিঁচড়ে মেরেছে অ্যান্ডি টেটলো। একমাত্র ও-ই প্রাণ নিয়ে এস-আর র‍্যাঞ্চ থেকে পালাতে পেরেছে। ক্রিস মেহ্‌লার শিক্ষিত হলেও অবচেতন মনে আপাদমস্তক ইন্ডিয়ান, ইয়াকু। আসলে এখনও সে বুনোই রয়ে গেছে। ওর বাড়ি আর বন্ধুবান্ধবের ওপর হামলা চালানো হয়েছে। সুতরাং এবার ব্যক্তিগতভাবে প্রতিশোধ নিতে যাচ্ছে মেহ্‌লার। ওর সঙ্গে ঘোড়া নেই, বুটজোড়া ফেলে দিয়েছে, স্যাডল ব্যাগ কেটে মোকাসিন বানিয়ে পায়ে গলিয়েছে। শিগ্‌গির পথে নামবে সে। কাউকে আটক করার কথা ভাবছে না; ভাবছে হত্যা করার কথা। বিশাল শক্তিশালী পেশীবহুল শরীর মেহ্‌লারের, ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবিত নয়। অন্ধকারে সামনে এগোল। অন্ধকার থেকেই হামলা চালাল।

কার্ল হ্যাডলি, মিসিসিপির এক দুর্ধর্ষ তরুণ কাউহ্যান্ড। ইতিমধ্যে তিনজন প্রাণ হারিয়েছে তার হাতে। ব্যাংক ডাকাতি করেছে, বেশ কিছু গরুও বেহাত করেছে সে। ফর-টি তার প্রথম আউটফিট, আগেও এদের রেঞ্জ দখলে সাহায্য করেছে। দলীয় শক্তি নিয়ে তার গর্ব। এস-আর রেঞ্জ দখল করে নেয়ার ব্যাপারটায় আনন্দ পেয়েছে সে। কারসনের মৃত্যুতে গুটিকয়েক লোকের সঙ্গে বিশেষ পুলক অনুভব করেছে।

আজ রাতে ব্ল্যাক মেসার উত্তরে একটা অস্পষ্ট ট্রেইল ধরে এগোচ্ছে সে। সামনে একটা পাথর গড়িয়ে পড়ার শব্দ হলো। পিস্তল হাতে এগিয়ে চলল কার্ল হ্যাডলি। মাথার ওপর একটা বোল্ডার ঝুলছে। বোল্ডারটা অতিক্রম করে যাবার সময় কি যেন গড়িয়ে পড়ল পাহাড় থেকে। পাঁই করে ঘুরে অন্ধের মত ট্রিগার টিপল সে। ঠিক তখন কি যেন আঘাত করল ঘোড়ার পিঠে, একটা দানবীয় হাত পেঁচিয়ে ধরল তার গলা। স্যাডল থেকে পিছলে মাটিতে নেমে এল হ্যাডলি।

হতচকিত অবস্থায় টলমল পায়ে উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করল সে। পরক্ষণে একটা রদ্দা খেয়ে উল্টে পড়ল। আবার উঠে কোমরের ছুরিটা জাবড়ে ধরল। কিন্তু ছুরি ধরা হাতটা ধরে ফেলল বিশাল হাত, মোচর দিল, প্রচণ্ড চাপে হাড় গুঁড়িয়ে গেল, যন্ত্রণায় তীব্র চিৎকার ছাড়ল হ্যাডলি। সাথে সাথে আরেকটা হাত ওর গলা টিপে ধরল। অন্ধের মত নিজেকে ছাড়িয়ে নেয়ার চেষ্টা করল কার্ল। তারপরই অন্ধকারের সাগরে তলিয়ে গেল সে, নিথর হয়ে গেল পুরো শরীর।

কার্ল হ্যাডলির মৃতদেহ ফেলে ঘোড়ার দিকে এগিয়ে গেল ক্রিস মেহলার। নাক দিয়ে মৃদু শব্দ করল ঘোড়াটা, তারপর মেহ্‌লারের নরম কণ্ঠে আশ্বস্ত হয়ে মাথা বাড়িয়ে দিল। পশুপাখির সঙ্গে সহজে ভাব করতে পারে মেহ্‌লার; ওকে বুঝতে পারে ওরা। স্যাডলে চেপে বসল মেহ্‌লার, স্ক্যাবার্ড হাতড়াল। একটা রাইফেল পাওয়া গেল।

'এস-আর'-এর পথ ধরল সে। মাথার টুপিটা কোথায় যেন পড়ে গেছে। বাতাসে উড়ছে লম্বা কালো চুল। তামাক চিবুচ্ছে, তালে তালে ওঠানামা করছে চওড়া চোয়াল। ওর প্রিয় মনিবের ওপর হামলা চালিয়েছে শত্রুপক্ষ, ছোটবেলা থেকে যাকে দেখে আসছে, যার বাবাকে জীবনের চেয়ে বেশি ভালবাসত আজ তার অস্তিত্ব হুমকির সম্মুখীন। তাই নিজের যা আছে তাই নিয়ে পাল্টা হামলা চালাচ্ছে সে।

একই ছুরির সাহায্যে একই রাতে আবার হামলা চালাল মেহ্‌লার। একজন নিহত হলো, আহত হলো একজন। ঘটনার অদ্ভুত আর অসংলগ্ন বিবরণ দিল আহত লোকটা। অস্বস্তির সঙ্গে শুনল ফর-টির রাইডাররা, কেউ কারও দিকে তাকাল না। ওরা কুসংস্কারাচ্ছন্ন নয়...কিন্তু দুনিয়ায় কত কিছুই তো ঘটে!...তাছাড়া...সেরাতেই কাউকে কিছু না বলে বিদায় নিল ফর-টির দুজন কাউহ্যান্ড।

বাঁধা অবস্থাতেই পাওয়া গেছে ফিন টেটলোকে। কি ঘটেছে সঠিক বলতে পারেনি সে৭ আক্রমণকারী শ্যানন ছিল—এটুকু শুধু বোঝা গেছে তার বক্তব্য থেকে।

লোকজনকে ধরে রাখতে হলে কি করা উচিত, না বোঝার মত নির্বোধ জেরেড টেটলো নয়। এবার কাজে হাত দেয়ার সময় হয়েছে।

শ্যানন খুদে লেকের কাছে পৌঁছানোর অনেক আগে চাঁদ উঠে এল আকাশে। মাত্র একঘণ্টা আগে প্রথম হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে মেহ্‌লার। তারও পনের মিনিট আগে ফিন টেটলোকে মুক্ত করা হয়েছে। মেহ্‌লারের হামলার খবর পৌঁছায়নি ফর-টি আউটফিটে।

শহরের অধিবাসীরা পরিষ্কার দুভাগে বিভক্ত হয়ে গেছে। বব আর্লি সপরিবারে ক্রীকের এপাড়ে ডাক্তার ব্লেইনের পুরোনো অথচ সুরক্ষিত বাড়িতে উঠে এসেছে। ব্লেইনের বাড়িটা ডিলানের ক্লাব ঘরের আড়াল পেয়েছে। প্রিয় রান্নাঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে আর্নলেভেন, দুটো নকশা তোলা পিস্তল আর একটা টুইনব্যারেল শটগানসহ ক্রীক পেরিয়ে এপাড়ে এসে পড়েছে। এক বস্তা শটগানের গোলাও এনেছে সঙ্গে।

স্যালুনে বসে তাস শাফল করছে হ্যাপি জ্যাক হ্যারোও। মদ গেলায় বিরতি নিয়ে রাস্তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে লট, গম্ভীর চেহারা; মেসির কথা বাদ দিলে এই শহরের সম্রাট ছিল সে, অথচ এখন অবস্থা পাল্টে গেছে। দুটো পিস্তল কোমরে ঝুলিয়েছে সে, হোটেল কামরা থেকে এক্সপ্রেস গানটা নিয়ে আসবে কিনা ভাবছে।

রাস্তাঘাট ফাঁকা, নীরব। বারে দুচারজন নিচু স্বরে কথাবার্তা বলে সময় কাটাচ্ছে। সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে এদের সংখ্যা কমতে শুরু করেছে। শ্যাননের শহরে আসার খবর কীভাবে যেন জানাজানি হয়ে গেছে, বারে টেবিলে তারই আলাপ চলছে। কয়েক জন সঙ্গী নিয়ে বিকেলে ফিরে এসেছে ডি। হ্যাভালিক, কিন্তু রাস্তায় দাঁড়ায়নি সে, সোজা পশ্চিমে গেছে।

কেইন ইউস্টনকে ফিরিয়ে আনতে ডিলান আর শর্টিকে নিয়ে গিয়েছিল

ডাক্তার রেইন। সতর্ক সজাগ অবস্থায় তাকে পেয়েছে ওরা। নিরাপদে শহরে ফিরিয়ে এনেছে। ওর কাছে জানা গেছে র‍্যাঞ্চে হামলা হবার সময় রিটা ছিল না; তার ধারণা, মেহ্লারও পালাতে পেরেছে। শ্যানন ওকে রক্ষা করতে এসেছিল—মনে করতে পারল, ফিনের সঙ্গে তার মারপিটের কথা বলল। ঘোড়ায় ওঠার পর কিছুক্ষণ তার চেতনা ছিল, তারপর জ্ঞান হারিয়ে ফেলে, আর কিছু মনে নেই। অন্ধকারে জ্ঞান ফিরলে দেখতে পায় কটনউড গাছের নিচে শুয়ে আছে সে, পাশে ক্যান্টিন আর পিস্তল রাখা। কি ঘটেছে অনুমান করে অপেক্ষায় ছিল সে।

শহরের সবখানে লড়াই প্রসঙ্গে আলাপ আলোচনা চলছে। কে কোথায় ভুল করেছে, বলাবলি করছে লোকে। কিন্তু আসন্ন পরিণাম সম্পর্কে মাথা ঘামাচ্ছে না কেউ। একটা ব্যাপারে সবাই মোটামুটি নিশ্চিত, ফর-টি হারবে না।

রাত গড়িয়ে চলল। রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করতে লাগল ডাক্তার বাড়ির বাসিন্দারা, পোশাক পরে বিছানায় গেল, যাতে মুহূর্তের নোটিসে উঠে পড়া যায়। সেতুর পাশে পাহারায় রইল শর্টি। ডিলানের ঘরের ছাদ থেকে পশ্চিমে নজর রাখছে পিট।

•

সাবধানে লেকের দিকে এগিয়ে গেল শ্যানন। কিন্তু ক্যাম্পফায়ারের আলো চোখে পড়ল না, কেউ নেই। চক্রাকারে ঘুরে সতর্ক চোখে জায়গাটা পর্যবেক্ষণ করল ও, কারও উপস্থিতির আভাস পেল না। দুবার গুলি ছোঁড়ার ঝুঁকি নিল শ্যানন, জবাবের প্রত্যাশায়। কিন্তু জবাব নাই।

দিনের আলো ফুটতে শুরু করেছে, ফ্যাকাসে আলোয় আরও এক বার অনুসন্ধান চালাল শ্যানন। মাটিতে ঘুমিয়ে ক্লান্ত আর আড়ষ্ট বোধ করছে ও। বৃষ্টি আসি আসি করছে অথচ সঙ্গে স্লিকার নেই। হঠাৎ লেকের কিনারা থেকে খানিকটা দূরে পিষে নেভানো ক্যাম্পফায়ার চোখে পড়ল। ঘোড়াটা কোথায় বাঁধা ছিল খুঁজে বের করল। আরও অনুসন্ধানের পর এক জায়গায় ধস্তাধস্তির চিহ্নও দেখতে পেল। পায়ের ছাপ দেখে বুঝতে পারল জোরজবরদস্তি করে রিটাকে নিয়ে গেছে তিনজন লোক। এক জনের পা খুব ছোট।

ব্যাক ট্র্যাক করে এগোল শ্যানন। চারজন রাইডার এসেছিল, তিনজন স্যাডল থেকে নেমে রিটার কাছে গেছে, অন্যজন ঘোড়া পাহারা দিয়েছে।

থেমে একটা সিগারেট ধরাল শ্যানন, হাত দিয়ে আড়াল করে রাখল দেশলাইয়ের আলো। শত্রুপক্ষ এখানে অপেক্ষা করলে যুক্তিসঙ্গত হত; ও রিটার সঙ্গে মিলিত হতে এলে হামলা চালাতে পারত। কিন্তু হ্যাভালিক বোকা নয়, ঠিক বুঝে নিয়েছে, ক্যাম্পে যাবার সময় সাবধানে থাকবে শ্যানন, এর আগে কয়েকবার তাকে হারাতে হয়েছে। ওরা জানে শ্যানন অভিজ্ঞ যোদ্ধা—জংলী কলাকৌশল যার নখদর্পণে।

তাই রিটাকে নিয়ে গেছে ওরা। টেটলোর কাছে? সম্ভব। কিন্তু হ্যাভালিক কি তা করবে? শ্যাননকে হত্যা করাই তার আসল উদ্দেশ্য। ছোট পায়ের ছাপ হ্যাভালিক ছাড়া কারও নয়।

গ্রের পিঠে চেপে বসল শ্যানন, ট্রেইল করে এগোল। পুবে দুর্গম পর্বতমালার

দিকে গেছে ট্রেইলটা, ভ্যালি-অভ-দ্য-হুইস্প্যারিং উইন্ডের–ওর কেবিনের দিকে!

গ্রে সম্পর্কে মিথ্যে বলেনি ডিলান, ঘোড়াটার দ্রুততার সঙ্গে একমাত্র বাকের তুলনা চলে। পুব দিকে চলে যাওয়া ট্র্যাক পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে শ্যানন; মালভূমি পেরোনোর পর আকাশ ছোঁয়া ক্লিফের মাঝে সংকীর্ণ খাদে নেমে গেছে। এখানে পায়ের নিচে শক্ত বালির আস্তরণ, ছাপার হরফের মত ফুটে আছে পায়ের ছাপ। সময় নিয়ে ঘোড়ার খুরের প্রতিটি ছাপ পরীক্ষা করল শ্যানন। এদের বৈশিষ্ট্য জানার ওপর ভবিষ্যতে ওর বাঁচামরা অনেকখানি নির্ভর করবে।

আকাশের দিকে তাকাল শ্যানন। কেইনের মাথার নিচে স্লিকার রেখে এসেছে। বৃষ্টির হাত থেকে বাঁচার উপায় নেই। এগিয়ে চলল ও, ক্রমশ কষ্টকর হয়ে দাঁড়াচ্ছে পথচলা। রিটার জন্যে খুব একটা ভাবছে না শ্যানন, ঘোড়া চালাতে দক্ষ সে; হ্যাভালিক যতক্ষণ আছে ওর কোন বিপদ হবে না। মেয়েদের প্রতি এই লোকের লোভ নেই, হত্যাতেই তার সুখ, রিটাকে দাবার ঘুঁটি ছাড়া কিছু ভাবেনি সে। তবে অন্যদের বেলায় এই কথা খাটে না। কিন্তু পশ্চিমে কম লোকই মেয়েদের উত্যক্ত করার সাহস রাখে, এই একটা ব্যাপারে সীমান্ত বড় কঠোর।

বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি পড়তে শুরু করল শ্যাননের মাথায়। ব্ল্যাঙ্কেটের ভেতর ঢুকে পড়ল ও, শীত ঠেকানোর জন্যে গ্রাউন্ড শীট জড়াল গায়ে, বিদঘুটে জিনিস। কাঁধের ওপর কিছুতেই থাকতে চায় না। যাইহোক বৃষ্টির প্রচণ্ড হামলা থেকে সামান্য হলেও রেহাই পাওয়া গেল। মুষলধারে বৃষ্টি ঝরছে।

গ্রেকে তাড়া দিল শ্যানন। গতি বাড়াল ঘোড়ার। বৃষ্টি না থামলে সব ট্র্যাক মুছে যাবে।

মাত্র পাঁচ ছ'মাইল দূরে এখন ওরা।

ওদের ধরার আগে ট্র্যাক মুছে গেলে চলবে না। বাতাস আর বৃষ্টির কবল থেকে বাঁচার জন্যে আশ্রয় খুঁজছে হ্যাভালিক। আঁকা-বাঁকা ট্রেইল সে কথাই বলছে। এমন একটা জায়গা খোঁজার অর্থ–খুব দূরে যাবে না সে। একটু কমল বৃষ্টির ছাঁট। পাহাড়ের মাথায় নেমে এসেছে মেঘের দল, পাস আর ক্লিফের চূড়া ঘেঁষে ধূসর ধোঁয়ার মত ভেসে যাচ্ছে। বাতাস বইল, নাকে লাগল হালকা ধোঁয়ার গন্ধ!

বিকেল হয়ে এসেছে। অনেক পথ পেরিয়ে এসেছে ওরা। গ্রাউন্ডশীট খুলে ভাঁজ করে স্যাডলের পেছনে বেঁধে রাখল শ্যানন। একটা পুরোনো ছেঁড়া বাকস্কিন জ্যাকেট গায়ে দিল। পিস্তলের বাঁট যাতে বাধাগ্রস্ত না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখল। শিকারীবাজের দৃষ্টি ওর দুই চোখে। ঘোড়াকে হাঁটিয়ে নিয়ে চলল ও, সাবধানে পাথর এড়িয়ে বালি আর নরম মাটি দেখে এগোচ্ছে।

আবার থামল শ্যানন। ধোঁয়ার গন্ধ আরও বেড়েছে! হঠাৎ চকচকে কি যেন ধরা পড়ল চোখে, জুনিপারের ফাঁক দিয়ে ভাল করে তাকিয়ে আগুন দেখতে পেল। একটা বিশাল ক্লিফের ক্ষয়ে যাওয়া পাদদেশে ক্যাম্প করেছে ওরা। পেছনে ঘোড়াগুলো বেঁধে রেখেছে। আগুন থেকে দূরে একা দাঁড়িয়ে রয়েছে রিটা।

এক পলকের জন্যে দ্বিধায় ভুগল শ্যানন, পরক্ষণে স্পার দাবাল ঘোড়ার পেটে। চমকে লাফিয়ে উঠল গ্রে। মুহূর্তে পিস্তল উঠে এল ওর হাতে, গর্জে উঠল,

বিদ্যুৎ বেগে ছুটে গেল গুলিটা। দ্রুত ক্যাম্পের দিকে ধেয়ে গেল শ্যানন, গুলি ছোঁড়া বন্ধ করল না। চরকির মত পাক খেয়ে লুটিয়ে পড়ল একজন। অন্যরা এদিক ওদিক ঝাঁপ দিল আশ্রয়ের জন্যে। উজ্জ্বল হয়ে উঠল রিটার চেহারা, এক লাফে বাঁয়ে সরে গেল। অনবরত গুলি ছুঁড়ে হ্যাভালিকের ক্যাম্প তছনছ করে দিল শ্যানন। সামনে ঝুঁকে একহাতে রিটার কোমর জড়িয়ে ধরল। রেকাব খুঁজে পেল রিটার পা, ক্যাম্প পেছনে ফেলে এল গ্রে, ছুটল। আতঙ্কিত ঘোড়াগুলো লাফালাফি শুরু করল। একটা ঘোড়া দড়ি ছিঁড়ে পালিয়ে গেল।

পেছনে বুনো হিংস্র চিৎকার ছাড়ল কেউ। গুলির শব্দ হলো। হাওয়ায় হারিয়ে গেল ওটা। ঘোড়া থামাল না শ্যানন, চট করে ওর পেছনে উঠে পড়ল রিটা, অবশ্য শ্যানন ওকে সামনে উঠতে বলেছিল। ছুটতে ভালবাসে গ্রে, অতিরিক্ত ওজন উপেক্ষা করে বৃষ্টি ভেজা জুনিপারের ফাঁকে ফাঁকে তুফান তুলে এগিয়ে চলল। ডালপালার ঝাপটা লাগল চোখেমুখে। পমেলের চারপাশে লাগাম পেঁচিয়ে দিয়ে শূন্য কোল্টে গুলি ভরে নিল শ্যানন।

এবার গতি কমিয়ে ডানে মোড় নিল। একটা ক্যানিয়নে ঢুকে দুলকি চালে দক্ষিণে এগোল, তারপর একটা শাখা ক্যানিয়নে পৌঁছে আবার উত্তরে ঘুরল। বড় জোর দশ মিনিটের মত এগিয়েছে, সহসা রাশ টেনে ধরল শ্যানন। অনেক দূরে পর্বতমালার ওধার থেকে চাপা গর্জন ভেসে আসছে!

ফ্যাকাসে হয়ে গেল শ্যানের চেহারা, দম বন্ধ হয়ে এল। তাড়াতাড়ি ডানে বামে তাকাল। দুদিকেই ভাঙাচোরা উঁচু ক্যানিয়নের দেয়াল, পেছনেও।

দ্বিধায় ভুগে সময় নষ্ট করল না ও, ঘোড়ার পেটে স্পার দাবাল। গর্জনের শব্দ ক্রমশ বাড়ছে। ভয়ে ওকে জড়িয়ে ধরল রিটা। বলে দেয়ার দরকার নেই, কি ঘটতে যাচ্ছে ওরা জানে, তুমুল জলস্রোত এক্সপ্রেস ট্রেনের গতিতে ধেয়ে আসছে। পাহাড়-চূড়া থেকে গড়িয়ে ক্যানিয়নে নেমে আসা পানির তীব্র স্রোত। পেছনে পালানোর পথ নেই। সামনে পানির দেয়াল।

পেছনে যাওয়া অর্থহীন। সামনেই যেতে হবে। ক্যানিয়নের একটা বাঁক ঘুরতেই শ্যাননের পিলে চমকে উঠল—ত্রিসীমানায় আশ্রয় নেয়ার মত কিছু নেই!

রিটার বাঁধন আরও শক্ত হলো। 'ফ্র্যাঙ্ক, ডানে, একটা চাতাল দেখা যাচ্ছে না?'

হ্যাঁ, তাই। গ্রেকে ঘুরিয়ে দ্রুত সেদিকে এগোল ফ্র্যাঙ্ক। অবিশ্বাস্য রকম সংকীর্ণ চাতালটা। প্রয়োজন বুঝে ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে পড়ল রিটা, শ্যাননও নামল, লাগাম ধরল ও। 'এগোও,' বলল, 'তাড়াতাড়ি!'

উঠতে শুরু করল রিটা, শ্যানন অনুসরণ করল। ক্লিফের গায়ে ভুরুর মত সংকীর্ণ চাতাল। বার কয়েক গ্রের পায়ের নিচ থেকে মাটি খসে পড়ল। ক্যানিয়নের তলদেশে থেকে ছ'ফিট ওপরে উঠে এল ওরা। আরও ওপরে একটা চাতালের দিকে চলে যাওয়া রাস্তা পাওয়া গেল। ক্যানিয়নের তলদেশ থেকে অন্তত পনের ফিট ওপরে। ঘুরে ওপরে উঠতে লাগল রিটা। ঘোড়া নিয়ে বাঁকে পৌঁছুল শ্যানন। কোনমতে বাঁক পেরিয়ে এল ওরা। কান দুটো খাড়া করে রেখেছে ঘোড়াটা, প্রচণ্ড কানফাটা গর্জনে আতঙ্কে নাকের পাটা ফুলে উঠেছে। অবশেষে

ওপরের চাতালে উঠে এল ওরা। উল্টোদিকে চলে যাওয়া একটা ফাটলে ঢুকে পড়ল রিটা। ফাটলটা ওপরে উঠে গেছে, ফাঁদ হতে পারে, কিন্তু উপায় নেই।

ফাটলে ঢুকে দ্রুত ইন্ডিয়ানের মত ওপরে উঠতে শুরু করল রিটা, পেছনে শ্যানন। কোনরকম আদেশ ছাড়াই সন্ত্রস্ত ঘোড়াটা হাঁচড়েপাঁচড়ে পেছন পেছন এগিয়ে এল। আরও দশ ফিট ওপরে উঠে এল ওরা, অবশেষে চল্লিশ ফিট উঁচু একটা চাতালে পৌঁছুল, এখানে থামতে হলো। তাড়াতাড়ি পাহাড়ের পাথুরে দেয়াল হাতড়ে পালানোর পথ খুঁজতে শুরু করল রিটা। অসহনীয় হয়ে উঠেছে জলস্রোতের প্রবল গর্জন। মনে হচ্ছে পাহাড় পর্বত সব গুঁড়িয়ে মাটির সঙ্গে মিশে যাবে। ঘুরে পেছনে তাকাল শ্যানন।

ওদের বর্তমান অবস্থান থেকে অনেক উঁচু হয়ে অসংখ্য গাছের গুঁড়ি মাথায় করে হু হু করে ধেয়ে আসছে হিংস্র পানির স্রোত। এক নজরে বুঝে নিল ও, এ থেকে নিস্তার নেই! রিটার দিকে তাকাল, হাঁ করে তাকিয়ে আছে মেয়েটা, আর্তনাদ করছে নিশ্চয়ই, কিন্তু শব্দ শোনা যাচ্ছে না। ওকে ইশারায় ডাকছে। ঘোড়াকে টেনে নিয়ে ওর দিকে এগোল শ্যানন। ইঙ্গিতে একটা ফাটল দেখাচ্ছে রিটা, ওপর দিকে উঠে গেছে ফাটলটা।

চট করে ওখানে ঢুকে পড়ল রিটা। পরমুহূর্তে আঘাত হানল জলস্রোত। ঘোড়াটা আক্রান্ত হলো। লাগামে টান অনুভব করল শ্যানন। একপাশে জলস্রোত, পাথরে দেয়াল বাধা পাচ্ছে। ঢেউয়ের নিচে ডুবে গেল ও, কিন্তু লাগাম ছাড়ল না।

চারদিকে পানির গর্জন। সামনে এগোল ও। অন্ধকারে হারিয়ে গেছে রিটা। গ্রের লাগাম শক্ত করে ধরে রাখল শ্যানন।

'ফ্র্যাঙ্ক!'

অন্ধকারে ভেসে এল ক্ষীণ আর্তনাদ, পানির প্রচণ্ড গর্জনে চাপা পড়ে গেল। সামনে হাত বাড়িয়ে দিল শ্যানন, হাতড়াল। হঠাৎ ভেজা কাপড় লাগল হাতে। উত্তেজিত হাতে ওকে জড়িয়ে ধরল রিটা। অন্ধকারে জড়াজড়ি করে দাঁড়িয়ে জলের শব্দ শুনছে ওরা, একপাশে দাঁড়িয়ে থরথর করে কাঁপছে গ্রে।

আস্তে আস্তে মিলিয়ে যেতে শুরু করল গর্জন, যেমন এসেছিল তেমনি সহসা মিলিয়ে গেল জলস্রোত। অপেক্ষা করতে লাগল ওরা। জীবনের স্বাদ নিল নতুন করে।

সাত

'ফ্র্যাঙ্ক?' অন্ধকারে নড়ে উঠল রিটা উইলিয়ামস, 'ওরা এখনও বেঁচে আছে?'

'জানার উপায় নেই,' রিটার হাত ধরে উঠে দাড়াল শ্যানন, ঢাল বেয়ে বাইরের ধূসর আলোয় বেরিয়ে এল। ভিজে সপসপ করছে ওদের জামাকাপড়। ক্যানিয়ন বরাবর সামনে তাকাল ওরা! এখনও আগের মত, কেবল তলদেশের মাটি জমাট বেঁধে গেছে, ভেজা দেয়াল থেকে চুইয়ে পানি ঝরছে। প্রাণান্তকর

চেষ্টায় আবার নিচে নেমে এল দুজন।

এগোতে শুরু করল ওরা। থামতে ভয় পাচ্ছে। আস্তে আস্তে আবার উষ্ণতা ফিরে এল দেহে। সামনে সতর্ক দৃষ্টি রাখছে শ্যানন, বুঝতে পারছে, সোজা ব্লু পর্বতমালার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

'কোথায় যাচ্ছ, ফ্র্যাঙ্ক?'

'ঘরে, ঘরে ফিরছি আমরা।'

একটা পলিমাটির ঢিবিতে উঠে ক্যানিয়নের উঁচু দেয়ালের একটা ফোকর গলে মালভূমিতে পৌঁছুল।

সামনে ব্লু মাউন্টেনের বিশাল কাঠামো, সুউচ্চ তিনটে চূড়া আকাশের গায়ে হেলান দিয়েছে। দূরে আরও অসংখ্য পাহাড়ের ছুঁচাল মাথা চোখে পড়ছে। গাঢ় মেঘে ঢাকা আকাশ, পাহাড়-চূড়া ছুঁয়ে ভাসছে মেঘের দল। ধূসর বর্ণ ধারণ করেছে চারপাশের মরুভূমি। এখানে ওখানে রাতের আকাশের মত নীল ঝোপঝাড়। অপূর্ব দৃশ্য! চমকে উঠতে হয়, চোখের পলক পড়ে না! পাহাড়ের বিশাল কাঁধ মেঘের আড়ালে হারিয়ে গেছে। ধূসর মরুর বুকে গড়িয়ে যাওয়া জলের দাগ।

ঘুরে টিলা আর বিস্তৃত উপত্যকার দিকে তাকাল ওরা। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকলেও বৃষ্টিস্নাত আবহাওয়ায় চারদিক পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। অনেক দূরে, দক্ষিণে হর্সহেড শহরের ধোঁয়ার ক্ষীণ রেখা চোখে পড়ল। কাছাকাছি অসংখ্য ক্যানিয়ন, এখানে ওখানে পাথরের স্তূপ, জুনিপারের ঝোপ।

'এবার আরও ওপরে উঠতে হবে, পর্বতমালার ভেতর দিয়ে যাব আমরা,' মেঘলা আকাশের নিচে কালচে পর্বতমালার দিকে ইঙ্গিত করল ফ্র্যাঙ্ক শ্যানন।

'এখন? ঝড় মাথায় করে?'

'এখুনি,' গম্ভীর কণ্ঠে বলল শ্যানন, 'সময় নেই।'

গ্রের পিঠে চেপে বসল ওরা। পিঠে চাপ পড়ায় ঘোড়াটার লেজ বাঁকা হয়ে গেল। সামনে ট্রেইল নেই, একটা পাহাড়ের কোল ঘেঁষে এগোচ্ছে ওরা, পাশে প্রায় চল্লিশ মাইল বিস্তৃত সমতল ভূমি। দূরে উপত্যকার ওপর বৃষ্টির পর্দা টানানো। দুবার দুটো পাহাড় ধস অতিক্রম করল ওরা, একবার পানির তোড়ে দু-ভাগ হয়ে যাওয়া একটা পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে এগোতে হলো।

হর্সহেডে কি ঘটতে যাচ্ছে ভেবে উৎকণ্ঠায় ভুগে লাভ নেই। ওখানকার অধিবাসীরা সীমান্ত লড়াইয়ে অভিজ্ঞ, তাছাড়া আগে রিটাকে নিরাপদ জায়গায় পৌঁছানো জরুরী। একমাত্র ভ্যালি-অভ-দ্য-হুইস্পারিং উইন্ডই এই মুহূর্তে সবচেয়ে নিরাপদ জায়গা।

বেলা শেষ হয়ে এলেও এতক্ষণ দূরে আগুনের মত লালচে একটা আভা ছিল আকাশে, এখন তা মিলিয়ে গিয়ে অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে চারদিকে। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকে উঠছে আর মুহূর্তের জন্যে দিনের আলো ফুটিয়ে তুলছে। ক্যানিয়নে ক্যানিয়নে গুমরে মরছে বজ্রের আর্তনাদ। এই অন্ধকারে এগোনো অসম্ভব।

'আমাদের ক্যাম্প করতে হচ্ছে,' রিটাকে বলল শ্যানন। 'কাছেই প্রাচীন কয়েকটা গুহা আছে।'

কিছুদিন আগে গুহাগুলো আবিষ্কার করেছে ও। ক্লিফের গায়ের একটা শাদাটে ক্ষত ক্যানিয়নের উপস্থিতি নির্দেশ করছে।

দূরে বিদ্যুৎ চমকাল, সেই আলোয় একটা খাড়া পাহাড়ী পথ চোখে পড়ল। হাঁচড়েপাচড়ে উঠতে শুরু করল ওরা। অবশেষে একটা গুহায় পৌঁছুল। জায়গাটা এর আগেও কারও আশ্রয় হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে–পুরোনো আগুনের পাশে শুকনো ডালপালা দেখা যাচ্ছে। ওগুলো জড়ো করে আগুন জ্বালল শ্যানন। অন্যান্য কুঠুরিতে তল্লাশি চালিয়ে এক প্যাকেট র‍্যাটস নেস্ট আর একটা তেলের কুপি খুঁজে পেল ও। কফি তৈরিতে হাত দিল রিটা।

'নষ্ট হয়ে গেছে?' চুপচুপে দলাটার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল শ্যানন।

'কাজ চলবে।'

আগুনের কাছে আসন পেতে বসল শ্যানন। হিম হয়ে গেছে হাত পা, কিন্তু রিটার উপস্থিতি সব কষ্ট ভুলিয়ে দিয়েছে। ওর সঙ্গে চোখাচোখি হতে হাসল রিটা। 'ধ্বংসস্তূপের মাঝে সংসার করব কখনও ভাবিনি, তাও আবার এরকম ভেজা চুপচুপে অবস্থায়!'

দুবার অন্ধকারে বেরিয়ে এসে কান খাড়া করে শোনার চেষ্টা করল শ্যানন, সবকটা ইন্দ্রিয় সজাগ। বাতাসের হুহু কান্না, বজ্রের গুমগুম হাহুতাশ আর থেকে থেকে খুদে জানোয়ারের পদশব্দ, এছাড়া আর কোন শব্দ নেই। একগুচ্ছ ঘাস খুঁজে নিয়ে গ্রের শরীর দলাই-মলাই করে দিল ও।

গুহায় ফিরে দেখল কফি নিয়ে অপেক্ষা করছে রিটা। আগুনের পাশে বসে নীরবে কফিতে চুমুক দিল ওরা। কান পেতে শুনল আগুনে কাঠ পোড়ার শব্দ।

রিটা ব্ল্যাঙ্কেট বিছিয়ে শুয়ে পড়ল। অনেকক্ষণ পর আগুনে আবার কাঠ দিল শ্যানন। একবার ওর মনে হলো ঘোড়ার ডাক শুনেছে, কিন্তু অনেকক্ষণ কান পেতেও কিছু না শুনতে পেয়ে ভাবল ভুল করেছে। কিছু সময় পর ঘুমিয়ে পড়ল ও। আসন্ন ভোরের আলোয় হঠাৎ ঘুম ভাঙল। রিটাকে ঘুম থেকে জাগিয়ে তুলল। আগুনে আরও কিছু শুকনো ডালপালা দিয়ে বেরিয়ে এল বাইরে। গ্রে-কে যেখানে রেখেছিল সেই ওভারহ্যাঙটার দিকে তাকাতেই দেখল, আরও দুটো ঘোড়া!

দুটোর পিঠেই জিন চাপানো। একটা রিটার মেয়ার, গ্লোরি। ওগুলোর ট্র্যাকের দিকে তাকিয়ে বুঝল কোন আরোহী নিয়ে নয়, গ্রের গন্ধ অনুসরণ করে আপনাআপনি এসে পড়েছে।

এক কাপ কড়া গরম কফি খেয়ে অতিরিক্ত দুই ঘোড়ার পিঠ থেকে স্যাডলব্যাগ নামাল শ্যানন, রাইফেল আর ক্যান্টিন নিয়ে নিজের ঘোড়ার পিঠে চাপাল। ক্যান্টিনটা পমেলের সঙ্গে মাত্র জড়িয়েছে, হঠাৎ কথা বলে উঠল রিটা। 'তোমার বাঁ দিকে, কাভার দিয়ে রেখেছে।'

সাবধানে ঘুরল শ্যানন। জেস বেকারের মুখোমুখি হলো। বিশালদেহী লোকটার গালের কাটা দাগ বীভৎস দেখাচ্ছে। হাতে তার উদ্যত পয়েন্ট-ফোর-ফোর। হাসছে।

'ভাগ্য যে এতটা ভাল হবে, ভাবতেই পারিনি। ঘোড়াগুলোকে অনুসরণ করছিলাম। হ্যাভালিক বলল আমাদের কাজে লাগতে পারে।'

'কোথায় সে?'

'মাইল আটেক পেছনে।' কথা বলে আমোদ পাচ্ছে লোকটা। 'ভাবছি তোমাকে মেরে মেয়ে মানুষটাকে রেখে দেব।'

ঘুরে রিটার কাছ থেকে সরে এল শ্যানন। জানে, কথার কথা বলছে না বেকার।

'নড়বে না!' চিৎকার করল লোকটা।

ঝট করে দাঁড়িয়ে পড়ল শ্যানন। 'নিশ্চয়ই, জেস। আচ্ছা, আমাদের মধ্যে একটা বোঝাপড়া হতে পারে না? এই যেমন–' পিস্তল তুলেই গুলি করল ও।

অবিশ্বাস্য ড্র, কল্পনাতীত ক্ষিপ্র। মাত্র তিরিশ গজ দূরে সশস্ত্র শত্রুর সামনে কেউ ড্র করতে পারে কল্পনাতে আসেনি বেকারের। মুহূর্তের জন্যে করুণ আবেদন ঝরে পড়ল শ্যাননের কণ্ঠে, প্রতিপক্ষের অহঙ্কার বাড়িয়ে তুলল, পরক্ষণে বিদ্যুৎ খেলে গেল ওর হাতে, আগুন ঝরল। পেটে প্রচণ্ড এক ধাক্কা খেলো বেকার, এক পা পিছিয়ে গেল সে, চোখজোড়া পিটপিট করছে, অবিশ্বাস খেলা করছে সেখানে। হাত থেকে পিস্তল খসে পড়ল, দুহাঁটু ভাঁজ হয়ে গেল তার। একটা গড়ান দিয়ে চিৎ হলো তার মৃতদেহ।

সারাদিন একটানা এগিয়ে চলল ওরা, ঝড়ো আবহাওয়ায় পাহাড়ের উঁচু থেকে আরও উঁচুতে উঠে এল। অতিরিক্ত ঘোড়ার পিঠ থেকে স্লিকার বের করে নিয়েছে শ্যানন। প্রতিপক্ষের ক্যাম্পে হামলা চালানোর সময় নিহত কারও হবে ওটা।

থেকে থেকে বৃষ্টি ঝরছে, মুছে যাচ্ছে ট্রেইল। মেঘের ভেতর দিয়ে পাস পার হয়ে এল ওরা। মাটি পরীক্ষা করতে স্যাডল থেকে সামনে ঝুঁকে পড়তে হলো শ্যাননকে। নিচের দিকে নেমে গেছে ট্রেইল, পাইনের গন্ধে ভরা একটা জঙ্গলে ঢুকল ওরা। পানির ঝিরঝির শব্দ শুনে বুঝল কাছে কোন ঝর্না বয়ে যাচ্ছে। অবশেষে ডানদিকে দেখা গেল টুইনপিক। বাঁক নিল শ্যানন। গাছপালার ভেতর দিয়ে এঁকেবেঁকে এগোল, একটা বিশাল পাথরের চাঁইয়ের পাশ দিয়ে বেরিয়ে এসে একটা চাতালের ওপর রাশ টেনে ঘোড়া থামাল।

পাশে এসে থামল রিটা, এই প্রথম ভ্যালি-অভ-দ্য-হুইস্পারিং উইন্ডের দিকে তাকাল।

প্রায় তিনদিকে দেয়াল ঘেরা সবুজ ঘাস আর গাছপালায় ভরা রিজের মাঝে বিছিয়ে আছে বিস্তৃত উপত্যকা। আনত মেঘের নিচে অপূর্ব দেখাচ্ছে।

'আমার ঘর,' তৃপ্তির সঙ্গে বলল শ্যানন, 'এই উপত্যকার নাম কি দিয়েছি জানো?–ভ্যালি-অভ-দ্য-হুইস্পারিং উইন্ড।'

'এমন অদ্ভুত নাম দেয়ার কারণ?'

'অপেক্ষা করো...নিজেই বুঝবে।'

উপত্যকার ভেতর আরও মাইলখানেক এগিয়ে আবার থামল শ্যানন, অপেক্ষা করতে লাগল। পাশে রিটা।

পুরো এক মিনিট পেরিয়ে গেল, আরও এক মিনিট। আস্তে আস্তে অদ্ভুত সেই আলোড়ন সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠল রিটা। ঘাস আর গাছের পাতার মৃদু আন্দোলন। দ্রুত গতি ট্রেনের শব্দ নয়, অনেক সময় বিশাল অরণ্যে এমন শব্দ

পাওয়া যায়, কিন্তু এখানে অনেক অস্পষ্ট, যেন বহুদূরে বেহালায় সুর তুলছে বাতাস—বাতাসের গান।

'শুনেছ?' আস্তে করে জিজ্ঞেস করল ফ্র্যাঙ্ক। 'এ শব্দ শুনলে বুঝবে ঘরে ফিরে এসেছ।'

•

শ্যানন যেদিন উপত্যকায় পৌছুল সেদিনই হর্সহেডে ফিরে এল ডি হ্যাভালিক।

হিংস্র চেহারা তার। অন্ধকার থেকে শ্যাননের অকস্মাৎ হামলা তাকে বেসামাল করে দিয়েছিল। পিছু ধাওয়া করে ফায়দা হয়নি। তীব্র জলস্রোতের হাত থেকে কোনমতে পালিয়ে বেঁচেছে। হার মেনে নিয়ে ফিরে এসে সুস্থির হতে পারছে না। শ্যানন তাকে বোকা বানিয়েছে, কিছুতেই মেনে নিতে পারছে না। কিন্তু কী করার ছিল? বৃষ্টির পানিতে সব ট্র্যাক মুছে গিয়েছিল, ক্যানিয়নের অবস্থাও হয়েছিল নরকের মত।

হর্সহেডের রাস্তা কবরস্থানের মত নির্জন। ওয়েস্টওঅটরের ডাইনিং রুমে খদ্দের নেই। নিভে গেছে এখানকার চুলো। সঙ্গে দুজনকে নিয়ে রাস্তায় নেমে এল হ্যাভালিক। হিচ রেইলে কোন ঘোড়া দেখা যাচ্ছে না। এম্পোরিয়াম বন্ধ, দরজায় তালা দেয়া। পাইননাটের দিকে এগিয়ে গেল সে, সুইংডোর ঠেলে ভেতরে ঢুকল। বারটেন্ডার সপ্তাহখানেক পুরোনো একটা খবরকাগজ পড়ছে। আর কেউ নেই।

'গেছে কোথায় সব?'

'লুকিয়েছে। ক্রীকের ওপাড়ে গাঢাকা দিয়েছে কয়েকজন।'

'কে কে?'

কাঁধ ঝাঁকাল বারটেন্ডার। 'মেসি জানতে পারে। অফিসে পাবে।'

'এস-আর' র‍্যাঞ্চ দখল করে নেয়ার খবর জানতে পারল ডি হ্যাভালিক, ওই র‍্যাঞ্চের কয়েকজন কর্মীকে হত্যা করা হয়েছে। তবে শ্যানন সম্ভবত কেইন ইউস্টনকে রক্ষা করেছে।

খবরটা শুনে খুশি হতে পারল না ডি হ্যাভালিক। ফর-টি রাইডারদের মধ্যে এদিকে অস্থিরতা দেখা দিয়েছে। সে রাতের অপ্রত্যাশিত হামলা তাদের ওপর প্রভাব ফেলেছে। জেরেড টেটলো বাড়াবাড়ি করে ফেলল কিনা ভাবছে অনেকে। কিন্তু টেটলোর ধারণা পরিস্থিতি এখনও তার নিয়ন্ত্রণে।

হ্যাভালিকের হর্সহেডে পৌঁছানোর একঘণ্টার মধ্যেই দুই ছেলেকে নিয়ে শহরে এল জেরেড টেটলো। বেন গেছে ট্রেইলে গরুর পালের কাছে। সোজা ডায়মন্ড প্যালেসে হ্যাভালিকের সঙ্গে যোগ দিল সে। কয়েক মিনিট পর চারজন ফর-টি রাইডার শহর সীমান্তে এসে রাস্তা ধরে এগোল, গাছপালার আড়ালে সংকীর্ণ সেতুটার কাছে থামল। আরও দুজন ঢুকল পাইননাট স্যালুনে। এক ঘণ্টা পার হওয়ার আগেই পঁচিশজন লোক হাজির হলো শহরে, কেউ জানতে পারল না।

কিন্তু হ্যারি লটের চোখকে ফাঁকি দিতে পারল না ওরা। বিশাল শরীর নিয়ে অস্থির ভাবে পায়চারি করছে সে। অনেক কিছু দেখছে দুচোখে। টেটলোর সঙ্গে ওর বিরোধ নেই, কিন্তু হর্সহেড ওর আপন শহর, ওর এখানকার আসন আজ হুমকির সম্মুখীন।

হ্যাভালিককে মারতে হবে, নিজেকে বোঝাল হ্যারি লট, তাহলে টেটলোর মেরুদণ্ড ভেঙে যাবে। পাইননাট স্যালুনের একটা টেবিলে বসে মনস্থির করল সে। সামনে থেকে মদের বোতলটা ঠেলে সরিয়ে দিল। ভাবতে শুরু করল আবার।

ফর-টি রাইডারের খুদে দলগুলো উধাও হয়েছে। নিস্তব্ধতা নেমে এসেছে শহরে। নিজের কামরায় ফিরে বিছানায় শুয়ে পড়ল লট। অনিবার্য ঘটনাটা ঘটার আগে বিশ্রাম নিচ্ছে।

•

সকাল হলো, উজ্জ্বল আলো দেখা দিল। খণ্ড খণ্ড মেঘ ভাসছে আকাশে, পাহাড়ের ওপর ঝুলছে যেন। রাস্তায় নামল জেরেডে টেটলো আর অ্যান্ডি। সোজা সেতু পেরিয়ে ডাক্তার ব্লেইনের বাড়ির সামনে ঘোড়া থামাল।

লিল মেসিকে নিয়ে পোর্চে দাঁড়াল ডাক্তার ব্লেইন।

'উইলিয়ামস নামে ওই মেয়েটার সঙ্গে দেখা করতে চাই,' হঠাৎ বলল জেরেড টেটলো। 'একটা প্রস্তাব দেব।'

'এখানে নেই, আর মিস উইলিয়ামস জমি বিক্রির প্রস্তাব গ্রহণ করবে বলে মনে হয় না।'

'সেটা তার মুখেই শুনতেই চাই!'

খুঁড়িয়ে দরজায় এসে দাঁড়াল কেইন ইউস্টন, দুটো পিস্তল ঝুলছে কোমরে। 'জোর করে ওকে বাধ্য করা যাবে না, টেটলো!'

অধৈর্যের সঙ্গে ঠোঁটে ঠোঁট চাপল বুড়ো র‍্যাঞ্চার। 'হৈচৈ করবার কিছু নেই, জায়গাটা ন্যায্য দামে কিনে নেব।'

'কারসন আর কারপেন্টারের মত?' জিজ্ঞেস করল মেসি।

'নিজেদের ভুলেই ওরা মরেছে।'

'তুমি আর দশটা লোকের মত, নিজের লাভটাই বড় করে দেখো। আস্ত স্বার্থপর!'

বারান্দার কিনারায় এসে দাঁড়াল মেসি। 'এবার আমার কথা শোনো। আগামী চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে যদি "এস-আর" রেঞ্জ থেকে গরুর পাল সরিয়ে নিয়ে মিসেস কারপেন্টারকে ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা না করো, টেলিগ্রাম করে আঞ্চলিক গভর্নরকে তো বটেই ইউ এস মার্শালের কাছেও খবর পাঠাব আমি।'

ঘোড়া নিয়ে সামনে এগোল অ্যান্ডি টেটলো। 'এখানে অনর্থক সময় নষ্ট হচ্ছে, বাবা। এসো, বাড়িটা পুড়িয়ে ছারখার করে দিই!'

ঘোড়া ঘুরিয়ে নিল অ্যান্ডি টেটলো, সেতুর এপাড়ে ফিরে এল ওরা। সেতুর কাছে ঘোড়ার পিঠে বসেছিল ফিন টেটলো, ওরা তাকে পেরিয়ে গেলে জঙ্গলে গিয়ে ঢুকল। এগোল উল্টোপথে।

লিভারি আস্তাবলের পেছনে অপেক্ষা করছিল চারজন ঘোড়সওয়ার, ওদের নিয়ে গাঢাকা দিয়ে স্যাভোরি'স-এর পেছনের দরজায় চলে এল সে। স্যাডল থেকে নেমে দলবেঁধে ভেতরে ঢুকে পড়ল। অবস্থান গ্রহণ করল সামনের জানালায়। ডিলানের ক্লাব আর ডাক্তার ব্লেইনের বাড়ির পশ্চিমে রাস্তার উল্টোদিকে কোনাকুনি পড়েছে স্যাভোরি'স স্যালুন।

ছ'জন টেটলো রাইডার প্রধান সড়ক ধরে সেতুর দিকে এগিয়ে গেল, গাছপালার আড়ালে অবস্থান নিল। চারদিক থেকে ঘেরাওয়ের মধ্যে পড়ে গেছে এখন ডিলান আর ডাক্তার ব্লেইন।

ওয়েস্টওঅটর হোটেলের সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল হ্যারি লট, লবিতে থামল। ডায়মন্ড প্যালেসের সামনের ফুটপাথ-এ হ্যাভালিককে দেখেছে সে। হোলস্টারের পিস্তলজোড়া আলগা করে নিল লট। তারপর বেরিয়ে এসে দরজা আটকে দিল। শীতল শান্ত চেহারা। কর্তব্য পালনের জন্যে তৈরি। নিজেকে বীর হিসেবে ভাবছে না সে। এই শহরের মার্শাল হয়ে চোখের সামনে এরকম ঝামেলা চলতে দিতে পারে না।

রাস্তায় নেমে ডানেবামে তাকাল হ্যারি। শখানেক গজ দূরে দেখা যাচ্ছে হ্যাভালিককে, এগোতে শুরু করল সে, অ্যান্ডি টেটলো দেখার আগে তিরিশ গজ দূরত্ব পেরিয়ে এল। কি যেন বলল অ্যান্ডি, ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল হ্যাভালিক। গভীর হয়ে গেল তার চেহারা। 'লট,' বলল সে, 'আমাকে মারতে চায়।'

লটের মুখোমুখি দশ কদম এগিয়ে এল সে। 'কিছু খুঁজছ, হ্যারি?'

'তোমাদের লোক সরিয়ে নাও। এখানে কোন লড়াই চলবে না। এটা আমার নির্দেশ!'

'সেই অধিকার আর তোমার নেই।' একপাশে সরে একটা কাচের জানালার সামনে দাঁড়াল হ্যাভালিক। সকালের সূর্যালোক পড়ছে কাচের ওপর। 'তাছাড়া এখুনি মরতে যাচ্ছ তুমি।'

কথা বলতে বলতে ফুটপাথ থেকে নেমে এল হ্যাভালিক, জানালাটা এখনও পেছনে। মাটিতে পা রেখে ঝটিতি পিস্তল বের করল সে।

হ্যারি লট চতুর এবং ক্ষিপ্র, কিন্তু সহজাত ক্ষমতা বলে যেন বুঝতে পারল মারা যাচ্ছে সে। পিস্তলের বাঁট আঁকড়ে ধরল তার হাত। গুলি ছোড়ার জন্যে সোজা হচ্ছে হ্যাভালিকের পিস্তল।

আলোর ঝলকানিতে চোখ ধাঁধিয়ে গেল লটের। হ্যাভালিকের পিস্তলের গর্জন শুনতে পেল; কি যেন আঘাত করল পেটে, কিন্তু কোনরকম ব্যথা অনুভব করল না সে। ড্র শেষ হলো, পিস্তল উঁচিয়ে ট্রিগার টিপল লট। ঝনঝন শব্দে ভেঙে চুরমার হলো হ্যাভালিকের পেছনের জানালা। আরও এক পা সামনে এসে আবার গুলি করল গানম্যান। তার তিন নম্বর গুলিটা হ্যাভালিকের দুনম্বরকে অতিক্রম করল। আবার আঘাত অনুভব করল লট, চোখ ঝাপসা হয়ে এল।

অসহায়ভাবে বুঝতে পারল, ওর গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে। সামনে হ্যাভালিকের অবয়ব দুলছে। নিজেকে স্থির রাখার চেষ্টা করল হ্যারি, লক্ষ্যস্থির করার আপ্রাণ চেষ্টা চালাল।

গুলি করার জন্যে উদ্যত পিস্তল হাতে ঘোড়া নিয়ে ছুটে এল ফিন টেটলো। পাঁই করে ঘুরল লট, ফিনের পেট লক্ষ্য করে পরপর দুবার ট্রিগার টিপল, ঘুরে শেষ গুলিটা চালাল হ্যাভালিককে লক্ষ্য করে, কিন্তু লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো আবার।

এখনও সোজা রয়েছে হ্যারি, পশ্চিমা কায়দায় পিস্তল পাল্টে নেয়ার চেষ্টা

করল। কুয়াশা ভেদ করে হ্যাভালিকের দিকে তাকাল।

'ভুল লোককে মারলে।' চিৎকার করল হ্যাভালিক। 'পাগল হয়ে গেলে?'

'তোমাকে দেখতে পাইনি,' অস্পষ্ট কণ্ঠস্বর, যেন বহুদূর থেকে কথা বলছে লট, 'ওকে দেখেছি। সব ইঁদুরই সমান!'

আবার গুলি করল হ্যাভালিক, এলোপাতাড়ি পা ফেলে সামনে এগিয়ে গেল হ্যারি লট, পিস্তল থেকে গুলি বেরিয়ে মাটিতে বিঁধল। উপুড় হয়ে মাটিতে পড়ল হ্যারি, গড়িয়ে চিৎ হলো। আবার উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করল, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ট্রিগার টিপছে। এদিক ওদিক চলে গেল সব গুলি। একটা গুলি ডায়মন্ড প্যালেসের জানালা চুরমার করল। জেরেড টেটলোর ইঞ্চিখানেক দূরে দেয়ালে গাঁথল একটা। এবং তারপর মাটিতে লুটিয়ে পড়ল হ্যারি লট, হর্সহেডের রাস্তায় কামড় বসাল তার দাঁত। শূন্য পিস্তল!

অল্পের জন্যে রেহাই পেয়ে থ বনে গেল জেরেড টেটলো। রাস্তা পেরিয়ে আড়ষ্ট ভঙ্গিতে ফিন টেটলোর দিকে এগিয়ে গেল। মারা গেছে ফিন।

হঠাৎ নিজেকে অথর্ব আর অসহায় মনে হলো জেরেড টেটলোর। চার ছেলের মধ্যে দুটো এখন মৃত। দুজন মারা গেছে, একটা অবাধ্য। বেন তার নিজের বুদ্ধিতে চলে, অবাধ্য সে নয়; কিন্তু টেটলো বুঝতে চায় না।

মৃত্যুর আগ মুহূর্তে হামলা চালাল লট, যাকে মারতে চেয়েছিল তাকে মারতে না পেরে দ্বিতীয় জনকেই বেছে নিল।

গুলির শব্দে ব্লেইনের বাড়ির সবাই চমকে উঠে কান পাতল। কোন খবর চাপা থাকে না, কি ঘটেছে কিছুক্ষণের মধ্যেই জানতে পারল ওরা।

শহরের দক্ষিণে বাটলার ওঅশ ধরে এগোচ্ছে একজন অশ্বারোহী। আড়াল করা দূরবীনের সাহায্যে 'এস-আর' রেঞ্জের গরুগুলো জরিপ করল সে। কাছে একটা চওড়া শিঙওলা বাছুর চরছে। কয়েক গজ দূরে আরেকটা। আড়াল ছেড়ে বেরিয়ে এল শ্যানন। বাছুরগুলোকে তাড়িয়ে বোল্ডারের মাঝে একটা বদ্ধ জায়গায় এনে ফেলল। এখানে ভাল ঘাস আছে, বেরিয়ে যাবে না। আবার দূরবীন লাগাল চোখে, কিছুক্ষণ পর আরও একটা গরু বন্দী হলো।

ব্লেইনের বাড়ির রান্নাঘরে উঁকি দিল শর্টি, লরির দিকে তাকিয়ে দাঁত বের করে হাসল। 'একটু কফি হবে?'

'সেজন্যে লাকড়ি আনতে হবে। আস্তাবলের কাছে লীন-টুতে আছে।'

'হাহ্!' কপট হতাশার সুরে বলল শর্টি। 'মেয়েদের কাছে কিছু চাইলেই একটা কাজ ধরিয়ে দেবে!'

দরজা খুলল সে, সঙ্গে সঙ্গে কয়েক ইঞ্চি দূরে চৌকাঠে গাঁথল একটা বুলেট। সিঁড়ির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল শর্টি, তারপর বুকে হেঁটে ঘরে ফিরে এল। উঠে দাঁড়িয়ে কৌতুকভরা চোখে লরির দিকে তাকাল। 'বোঝা যাচ্ছে, কফি খাওয়া হলো!' বলল সে।

গুলির শব্দে মেসি আর ডিলানের দৃষ্টি আকৃষ্ট হলো। 'আমরা মনে হয় ফাঁদে পড়ে গেছি,' ওদের উদ্দেশে বলল শর্টি। 'জঙ্গলে দুটোকে দেখলাম ঘাপটি মেরে আছে, বেশিও হতে পারে।'

রান্নাঘরে ঢুকল ডিলান। 'ওপর থেকে দেখলাম এক রাইডার কম্বরিজের অনেক ওপর দিয়ে ঘুরে আসছে। খুব সম্ভব শ্যানন।'

'শ্যাননের খোঁজে চারজনকে নিয়ে গিয়েছিল হ্যাভালিক, মাত্র দুজনকে নিয়ে ফিরে এসেছে···বোধ হয় দেখা হয়েছে।'

'হ্যাভালিকদের ফিরে আসতে দেখে টেটলো নিশ্চয়ই ভাবছে শ্যানন পালিয়েছে,' বলল লরি, 'কিন্তু আমি জানি, ওদিকে পাহাড়ের মাঝে শ্যাননের বাড়ি আছে। অনেক রসদপত্র আর প্যাক হর্স নিয়ে যেতে দেখেছি ওকে।'

'ঘোড়াটা আমার কাছ থেকে কেনা,' বলল ডিলান।

দেয়ালের আড়ালে থেকে আবার দরজা খোলার চেষ্টা করল ব্লেইন। চোখের পলকে কয়েক ইঞ্চি দূরে এসে লাগল আরও একটা বুলেট। জানালার পাশে ঘাপটি মেরে বসে রাইফেলে দ্রুত তিনবার গুলি ছুঁড়ল শর্টি। আরেকটা গুলিতে চুর হয়ে গেল জানালা। মাটির সঙ্গে মিশে গেল সে। 'একজনকে গেঁথেছি মনে হয়,' বলল, 'হাত থেকে রাইফেল ফেলে দিয়েছে ব্যাটা।'

কয়েক মুহূর্ত গোলাগুলির শব্দে চারদিক কেঁপে উঠল। তারপর নীরবতা। বিন্দুমাত্র ক্ষতি হয়নি ব্লেইনের মজবুত বাড়িটার।

অফিস রুমে কেইন ইউস্টনের সঙ্গে আরেকটা জানালার পাশে অবস্থান নিল ডাক্তার ব্লেইন। সুস্থ হতে এখনও ঢের বাকি ইউস্টনের, কিন্তু ওর বিশাল শরীর অসাধারণ শক্তি রাখে, বিছানায় শুয়ে থাকতে রাজি হয়নি সে।

ডিলানের জায়গা ওর লোকেরা পাহারা দিচ্ছে, অ্যাকশনের সুযোগ পেয়ে উৎফুল্ল তারা।

ব্ল্যাক মেসার প্রান্তে দাঁড়িয়ে ফর-টি রাইডারদের সাপারের জন্যে "এস-আর" র‍্যাঞ্চ হাউসের দিকে যেতে দেখল শ্যানন। পাহারায় রইল দুজন ঘোড়সওয়ার। ওঅটর হোলের উদ্দেশে এগোচ্ছে গরুর পাল। রাত এগিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে একজোট হচ্ছে। অনেক দূরে গোলাগুলির আওয়াজ, কান পেতে শুনল শ্যানন, কি ঘটছে বোঝার চেষ্টা করল, ওই শব্দ স্বস্তির আভাস দিচ্ছে। ওর বন্ধুরা নিশ্চয়ই প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে। ডিলান, ইউস্টন আর ব্লেইনের ক্ষমতা ওর জানা।

অন্ধকার ঘনিয়ে এলে গ্রের কাছে ফিরে এল শ্যানন, জিনের পেটি শক্ত করে বাঁধল। কোথাও কোন শব্দ হয়নি, কিন্তু কীভাবে যেন হঠাৎ অনুভব করল, এখানে একা নয় ও।

রেকাব জায়গামত ফেলে চারদিক জরিপ করল শ্যানন। মাথা নিচু করে রেখেছে, জিন নিয়ে ব্যস্ত থাকার ভান করে চারপাশে পাথর স্তূপ আর ঝোপে নজর বোলাল।

পেছনে লুকোনোর কোন জায়গা নেই। ঘোড়ার পাশ থেকে সরলে খোলা জায়গায় বেরোতে হবে, বিপজ্জনক। সামনে মাত্র দুজায়গায় আড়াল রয়েছে, একটা অন্যটার তুলনায় বেশ দূরে।

গ্রে-কে দুশো সত্তর ডিগ্রী কোণে ঘুরিয়ে কোনাকুনিভাবে ঘোড়ার আড়ালে থেকে পাথরের স্তূপের দিকে এগোল শ্যানন। কাছাকাছি এসে আচমকা গ্রে-র পিঠে চাপড় লাগাল, এক লাফে স্যাডলে উঠে বসে পিস্তল বের করল। চমকিত গ্রে

পাথরের ওপর দিয়ে লাফ দিল। পরমুহূর্তে শ্যাননের সঙ্গে চোখাচোখি হলো ক্রিস মেহ্লারের।

হাসল মেহ্লার। 'আমি জানতাম তুমি, সিনর, কিন্তু অন্য কেউ থাকতে পারত।'

'আরেকটু হলে গুলি খেতে, কমপ্যাড্রো! আমাকে সাহায্য করতে চাও?'

'সি।' বেঁধে রাখা বাছুরগুলোর দিকে তাকাল ইয়াকু।

'কি করতে হবে, শোনো,' সংক্ষেপে পরিকল্পনা ব্যাখ্যা করল শ্যানন।

'দারুণ!' বলল ক্রিস। 'আমি আছি।'

শ্যাননের শার্টের হাতা আঁকড়ে ধরল সে। 'কিন্তু, সিনর? সিনোরিটা, নিরাপদে আছে তো?'

'হ্যাঁ। চলো এখন কাজে নামি। সময় হয়ে এল।'

আট

ফর-টি আউটফিটের স্যাইড কার্লসন রেঞ্জের গরুর পালের দিকে এগিয়ে গেল। চারদিক অন্ধকার। দূরে মেঘের গর্জন বৃষ্টির পূর্বাভাস ঘোষণা করছে। প্রায় একশো গজ দূরে স্যাডলের ওপর ঝুঁকে পড়া স্লিমের আবছা কাঠামো দেখা যাচ্ছে।

এগিয়ে এল স্লিম। 'আমার কেমন জানি লাগছে!' বলল সে, ইতিউতি তাকাল। 'কি ঘুটঘুটে অন্ধকার!'

হ্যারি লট আর ফিনের মৃত্যু সংবাদ স্লিমকে জানাল স্যাইড কার্লসন। 'দুনম্বর ছেলেকে হারিয়ে মাথা খারাপ হয়ে গেছে বুড়োর।'

'হুঁ,' গরুর দিকে তাকাল স্লিম। আসন্ন ঝড়ের ভয়ে অস্থির হয়ে উঠেছে জানোয়ারগুলো।

হঠাৎ যেন একটা বৈদ্যুতিক প্রবাহ খেলে গেল গরুর পালে, অজানা কোন সংকেত পেয়ে একসঙ্গে উঠে দাঁড়াল ওরা। একটু আগের নিস্তব্ধ রাত্রি খুরের শব্দে কেঁপে উঠল। দৌড়তে শুরু করেছে গরুগুলো। শিঙের গুঁতো খেয়ে আর্তনাদ করে উঠল কেউ। ঘোড়া ঘুরিয়ে নেয়ার চেষ্টা করল স্লিম। একটা তেড়ে আসা গরু আড়াআড়ি গুঁতো মারল ওর ঘোড়ার পাঁজরে, ঘোড়াসহ ছুটন্ত গরুর স্রোতে হারিয়ে গেল স্লিম। প্রাণ বাঁচাতে অন্ধের মত ঘোড়া হাঁকাল স্যাইড।

এঁকেবেঁকে মরিয়া হয়ে ছুটল ওর পনি। গরুর পালের নিচে পিষে মরার হাত থেকে বাঁচার জন্য জানপ্রাণ দিয়ে পালাতে চাইছে স্যাইড কার্লসন।

পেছনে গ্রের রাশ টেনে ধরল শ্যানন। পাশে ঘোড়া থামাল মেহ্লার। 'এরকম একটা ওষুধ দরকার ছিল ওদের,' বলল শ্যানন। 'ঠিক সাজা হয়েছে।'

অন্ধকারে একটা ফোকর খুঁজে পেল কার্লসন, ঘোড়া নিয়ে ছুটল সেদিকে। গরুর নাগালের বাইরে একটা ঝোপের আড়ালে চলে এল। থামল স্যাইড, বুকটা

ধড়াস ধড়াস করছে। ওকে পাশ কাটিয়ে চলে গেল একটা গরু, শিঙের মাথায় দাউদাউ করে আগুন জ্বলছে। পুরোনো বস্তা আর ঘাস এক সঙ্গে পেঁচিয়ে দুই শিঙের সঙ্গে বেঁধে আগুন ধরিয়ে দেয়া হয়েছে। এই আগুন বেশিক্ষণ জ্বলবে না, গরুর কোন ক্ষতি হবার আগে নিভে যাবে। এমনিতে সন্ত্রস্ত ছিল গরুগুলো, আগুন দেখে একেবারে দিশেহারা হয়ে গেছে।

মারা গেছে স্লিম। খোদা জানে, আর কে কে মরেছে! এটা এখন আর একতরফা লড়াই নেই, ভাবল স্যাইড। শহরের দিক থেকে একটা রাইফেলের গুলির শব্দ ভেসে এল। গরুর খুরের চারদিক কাঁপানো শব্দের পর নেমে আসা নীরবতায় মিলিয়ে গেল সেটা।

বিমর্ষ চেহারায় ঝোপ থেকে বেরিয়ে এল স্যাইড, সঙ্গীদের খোঁজ করল। দূরে, অনেক দূরে, এখনও ছুটছে গরুর পাল।

গরুর পালের পুরোভাগে রয়েছে বেন টেটলো, ওয়েস্টওঅটরের কাছাকাছি এসে পড়েছে ওরা। ক্লান্ত সে, বিশ্রামের জন্যে যাত্রাবিরতি করবে বলে ভাবছে। হঠাৎ দূরে বজ্রের গর্জন শুনতে পেল। রাশ টেনে কান পাতল। ঘোড়া হাঁকিয়ে ছুটে এল এক রাইডার। 'বস,' বলল সে, 'আওয়াজটা মনে হয়–' থেমে গেল, রেকাবে ভর দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল।

সহসা বেড়ে উঠল শব্দের জোর, দিগন্তে অসংখ্য গরুর মাথা আর শিঙের ঢেউ দেখা গেল। সারা শরীরে ভয়ের একটা স্রোত বয়ে গেল বেনের।

'ছোটো! দুত্তোর, ছোটো! গরু ছত্রভঙ্গ হয়ে গেছে!'

উন্মত্ত গরুর পালকে এখন ঠেকানোর উপায় নেই। মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচার জন্যে ছুটল ওরা। দশ হাজার গরুর মাথা উঁচু হলো, বিস্ফারিত হলো তাদের চোখ, তারপর, ছুটন্ত পালের স্রোত এসে লাগতেই স্যাঁৎ করে ঘুরে ঝড়ের বেগে উল্টো দিকে ছুটল ওরা।

বিস্ফারিত চোখে তাকাল বেন টেটলো। এতদিন চলার ওপর ছিল, ক্লান্ত ওরা, খুব দূরে যেতে পারবে না, এটুকু কেবল আশা করা যায়।

'হঠাৎ কি হলো?' এগিয়ে আসা একজন কাউহ্যান্ডকে জিজ্ঞেস করল ও।

'কে যেন ওদের শিঙে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে।'

'শ্যানন,' উত্তরে তাকাল বেন। 'কেন যে বাবা এই ঝামেলায় জড়াল।'

কাউহ্যান্ডের নাম স্যাইড কার্লসন। 'বুড়ো একেবারে গোঁয়ার।'

'ফিন আর অ্যান্ডিও এসব পছন্দ করে, তা না হলে হয়তো কিছুটা নরম হত।'

'তুমি…তুমি ফিনের খবর জানো না?'

ঘুরে তাকাল বেন। 'কী হয়েছে?'

সড়ক সংঘাত সম্পর্কে যা শুনেছে বলল কার্লসন।

ফিন নেই! ফিনের চেয়ে বাবার জন্যেই বেশি ভাবছে বেন। ওর সঙ্গে বরাবর ভাল সম্পর্ক অ্যান্ডির। ফিন ছিল চুপচাপ স্বভাবের–পরিশ্রমী। বাবা বলে ও ওর মায়ের মত হয়েছে। এতে দুঃখ পায় না বেন। বুড়ো তার বড় ছেলেদের নিয়ে অহঙ্কার করত; তার পথে চলতে গিয়েই দুজনকে মরতে হলো।

'এর শেষ কোথায়, স্যাইড?'

কাঁধ ঝাঁকাল কার্লসন। 'বুড়ো বাড়াবাড়ি করে ফেলেছে। সবার পিঠ দেয়ালে ঠেকে গেছে। আমাদের শক্তি কমে যাচ্ছে। রেঞ্জে মারা গেছে দুজন। কে খুন করেছে কেউ জানে না। ছুরি দিয়ে মারা হয়েছে।'

'আমি বাবার সঙ্গে আলাপ করতে যাচ্ছি।'

'লাভ নেই, বেন। মহা খাপ্পা হয়ে আছে সে। আর হ্যাভালিককে তো চেনোই।'

নীরব উত্তপ্ত দিন গড়িয়ে চলল। ব্লেইনের বাড়িটা সুরক্ষিত হলেও দীর্ঘ সময়ের জন্যে এটা একটা মরণফাঁদ। জানালার কাছে সামান্য নড়াচড়া গুলি ডেকে আনছে। সৌভাগ্যবশত ঘরের ভেতর পর্যাপ্ত খাবার থাকলেও পানি নেই। রাতের অন্ধকারে তিন বাকেট পানি আনতে পেরেছে ওরা, কিন্তু তৃতীয় বাকেটের পানি ছলকে পড়ার শব্দ শুনতে পেয়ে গুলি ছুঁড়েছে প্রতিপক্ষের পাহারাদাররা।

কথা বলার রুচি নেই কারও। বাঁচার পথ রুদ্ধ। জেরেড টেটলোর নৃশংসতার কথা ওদের অজানা নয়।

ব্ল্যাক স্টিয়ার নোলের দুটো চূড়ার আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে শহরের দিকে নজর রাখছে শ্যানন, সঙ্গে ক্রিস মেহ্লার। মনে মনে সমাধানের পথ খুঁজছে ও। শহরে স্যালুনের সামনে একজন লোকের আনাগোনা ছাড়া প্রাণের কোন স্পন্দন নেই। ফর-টি আউটফিটের লোক ছাড়া কারও কাছে মদ বিক্রি হচ্ছে না। দূরবীনের সাহায্যে হামলাকারীদের অবস্থান জেনে নিয়েছে শ্যানন।

'ওদের পানির প্রয়োজন হবে,' বলল মেহ্লার, 'কুয়োটা উঠোনে।'

ইয়াকু কি বলতে চায় বুঝতে পারল শ্যানন। কুয়োটা ঘর থেকে আনুমানিক তিরিশ ফুট দূরে এবং তিন ফুট উঁচু পাঁচিলে ঘেরা। কুয়োর কাছে গিয়ে গাঢাকা দেয়া যাবে কিন্তু ফিরতে হলে ঝুঁকি নিতে হবে।

পুব দিক থেকে দুজন রাইডার শহরে ঢুকল। দূরবীন ঘুরিয়ে সেদিকে তাকাল শ্যানন। 'বেন টেটলো, স্ট্যামপিডের খবর নিয়ে এল।'

নিচে, শহরে, একজন লোক ব্লেইনের ঘরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

'ছোটার জন্যে তৈরি হও,' বলল ফ্র্যাঙ্ক। 'ব্যাটাদের বুঝিয়ে দিতে হবে, বাইরেও ব্লেইনদের বন্ধু আছে।'

রাইফেলের বাঁট গালে ঠেকাল শ্যানন। তাপ-তরঙ্গ নাচছে, সামনের দৃশ্য তরল হয়ে যাচ্ছে। বিভ্রান্তিকর, কিন্তু অসুবিধে বোধ করল না ও। দূরত্ব পাঁচশো গজের বেশি নয়। রাইফেলের বাঁটের শীতল স্পর্শ লাগছে গালে।

একটু নড়ল রাইফেলের মাযল। সমস্ত মনোযোগ ট্রিগারের ওপর নিবদ্ধ করল শ্যানন, মাযল স্থির হতেই টিপ দিল ট্রিগারে। লাফিয়ে উঠল রাইফেল, দুহাত মাথার ওপর তুলে লাফিয়ে উঠল সেই লোকটা, বনের সীমানায় এক চিলতে ফাঁকা জায়গায় লুটিয়ে পড়ল।

পাল্টা গুলি ছুটে আসার আগেই আরও তিনবার ট্রিগার টিপল শ্যানন, তারপর

রাইফেল ঘুরিয়ে রাস্তার দিকে গুলি ছুঁড়ল। একলোক হাঁটছিল, আশ্রয়ের আশায় আন্দাজে ঝাঁপ দিল সে। পিছিয়ে গেল মেহ্লার, ঘোড়ার দিকে এগোল। রাইফেলে গুলি ভরতে ভরতে তাকে অনুসরণ করল শ্যানন।

স্যাডলে চেপে মালভূমির ওপর দিয়ে দ্রুত ছুটল ওরা, একটা ড্রাই ওঅশ ধরে বাটের চূড়ায় উঠে এল। শহরের দিকে একনজর তাকিয়ে দেখল ওদের ধাওয়া করতে ছড়িয়ে পড়ছে অশ্বারোহীরা। ও গুলি করায় আর কিছু না হোক রেইনের বাড়ির ওপর থেকে শত্রুপক্ষের দৃষ্টি অন্যদিকে সরে গেছে। কয়েক মিনিট পর রিজের আড়াল থেকে দশবারজন লোকসহ বেন টেটলোকে পুবে রওনা হতে দেখল ওরা।

রাশ টেনে ধরল শ্যানন। 'এখনই,' বলল ও, 'ওদের সরিয়ে আনার উপযুক্ত সময়। টেটলোর বেশির ভাগ লোক বাইরে।'

নিচু এলাকায় থেকে শহরের চারদিকে একটা চক্কর দিয়ে হর্সহেডে ফিরে এল ওরা। এখনও জঙ্গলের ধারে মৃতদেহটা দেখা যাচ্ছে।

'তরতাজা ঘোড়ার পিঠে জলদি করে জিন চাপাও,' বলল শ্যানন। 'আমার জন্যে, বাক।'

ওরা স্যাডল থেকে নামল, দরজা খুলে বেরিয়ে এল ডিলান। 'দারুণ ঝুঁকি নিয়েছ। সারা শহর ফর-টির লোকে গিজগিজ করছে।'

কি ঘটেছে ব্যাখ্যা করল শ্যানন, তারপর বলল, 'এখন আমাদের পাহাড়ে গা ঢাকা দিতে হবে। ওখান থেকে লড়াই করব। এখানে থাকলে শেষ পর্যন্ত ওদের হাতে ধরা দিতেই হবে।'

মুখ থেকে সিগার নামিয়ে ছাই ঝাড়ল ডিলান। 'ঠিক,' বলল সে, ঘুরে ভেতরে চলে গেল। মিনিট খানেক পরেই মানুষের আনাগোনা শুরু হলো করালে।

স্যাভোরি'স স্যালুনের উদ্দেশে পা বাড়াল মেহ্লার। ধাক্কা দিয়ে দরজা খুলল। চমকে দাঁড়িয়ে পড়ল দুজন ফর-টি রাইডার। মাথা ঘুরিয়ে পিস্তল ফেরাল ওরা। ট্রিগার টিপল মেহ্লার। প্রথম গুলি একজনের বুকে লাগল, টলে উঠল সে, লুটিয়ে পড়ল। অন্যজনের হাতে গুলি লাগল, অস্ত্র ফেলে মাথার ওপর হাত তুলে পিছিয়ে গেল।

স্যাভোরির দিকে তাকাল মেহ্লার। 'ওর হাতে ব্যান্ডেজ বেঁধে দাও। আর ঝামেলা করা থেকে দূরে থাকো, নইলে মারা পড়বে।'

দরজায় এসে দাঁড়াল মেহ্লার, দেখতে পেল সেতুর মাঝখানে গিয়ে দাঁড়িয়েছে শ্যানন। গুলির শব্দে রাস্তায় নেমে এসেছে জেরেড টেটলো, সেতুর ওপর শ্যাননকে একা দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল সে। চ্যাপটা টুপিঅলা দীর্ঘদেহী শ্যাননকে না চেনার কারণ নেই।

রাস্তা বরাবর ওর দিকে তাকাল জেরেড টেটলো, শিউরে উঠল। প্রায় দেড়শো গজ দূরত্বে রয়েছে, তবু স্পষ্ট চেনা যাচ্ছে শ্যাননকে। একে ধরতে পাহাড় চষে বেড়াচ্ছে সবাই আর সে কিনা শহরের মাঝখানে হাজির!

পরাজয়ের স্বাদ টেটলোর অপরিচিত, কিন্তু এখন তার লক্ষণ দেখতে পেল। এতগুলো সশস্ত্র লোকের সাহায্য নিয়েও একে হারানো দূরে থাক, ঠেকানো

যায়নি।

'টেটলো!' নির্জন রাস্তায় গমগম করে উঠল শ্যাননের কণ্ঠস্বর। 'গরু নিয়ে চলে যাও! এখানে তুমি লড়াই বাধিয়েছ, তোমাকেই থামাতে হবে। নইলে প্রস্তাবে!'

কান দুটো গরম হয়ে উঠল টেটলোর, খসখসে গাল বেয়ে সরসর করে নামল ঘামের ধারা। একদম একা পড়ে গেছে সে, হঠাৎ অন্তরের অন্তস্তলে প্রচণ্ড ক্রোধ অনুভব করল। পরাজয়ের গ্লানি, ছেলে হারানোর শোক, চারদিকের অবিশ্বাস্য ঘটনাবলী দিশেহারা করে দিতে চাইছে। 'তোমাকে!' চিৎকার করে উঠল সে। 'আমি—।'

কিন্তু সেতুতে কেউ নেই. শ্যানন যেখানে দাঁড়িয়েছিল, সেখানে তাপ-তরঙ্গ কাঁপছে, ধুলো উড়ছে মৃদু। তবে কি শ্যাননকে কল্পনায় দেখল? না সত্যি ছিল সে ওই জায়গায়?

ডায়মন্ড প্যালেসের দরজায় এসে দাঁড়াল লালচুলো এক কাউহ্যান্ড।

'শ্যাননের লাশ আনতে পারলে নগদ পাঁচশো ডলার!' চেঁচিয়ে বলল টেটলো।

নড়ে উঠল লাল চুলোর দুই চোখ, শ্যানন সম্পর্কে শোনা গল্পগুলো মনে পড়ল। স্যালুনের ছায়ায় সরে গেল সে। পাঁচশো ডলার অনেক টাকা, এক বছরের বেতনের সমান, কিন্তু মরে গেলে টাকা দিয়ে কী হবে!

জোট বেঁধে ব্লেইনের বাড়ির বাসিন্দারা পাহাড়ের উদ্দেশে রওনা হলো। অধিকাংশ ফর-টি রাইডার শহরের বাইরে; যারা আছে তারা এই দুর্ধর্ষ দলের মুখোমুখি হওয়ার সাহস করল না। সহজ গতিতে ঘোড়া হাঁকিয়ে পশ্চিমে এগোল ওরা, নেতৃত্ব দিচ্ছে ডিলান, ব্লেইন আর শার্টি। আর্লি, মেসি আর আর্নেলেভেন নজর রাখছে পেছনে, মাঝে লরি ওয়েবস্টার, মিসেস কারপেন্টার, মিসেস আর্লি আর অন্য দুজন মহিলা, ডিলানের চার অনুচর ওদের ঘিরে রেখেছে। কিছুটা সামনে থেকে স্কাউট করছে ফ্র্যাঙ্ক শ্যানন, পিছে কেইন ইউস্টন। খানিকটা দূরে ক্রিস মেহলার।

বিপদের আশঙ্কা সত্ত্বেও খুদে লেকটাকে প্রথম যাত্রাবিরতির স্থান হিসেবে বেছে নিল শ্যানন। হ্যাভালিক সময় মত ফিরলে সহজেই খোলা প্রান্তরের উপর দিয়ে এসে ওদের ধরে ফেলবে।

লেকের কাছাকাছি এসে অপেক্ষা করতে লাগল শ্যানন। 'পানি খেয়ে নাও,' ওরা কাছে এলে বলল, 'ঘোড়াগুলোকে পানি খাইয়ে যার যার ক্যান্টিন ভরে ফেলো। আবার এগোতে হবে।'

'আজ রাতেই?' সন্দেহভরা চোখে স্ত্রীর অবসন্ন চেহারার দিকে তাকাল আর্লি। ঘোড়া হাঁকিয়ে অভ্যস্ত নয় বেচারি। হর্সহেড ছেড়ে আসার পর অনেকটা পথ চলতে হয়েছে।

'হ্যাঁ,' দৃঢ় কণ্ঠে বলল শ্যানন, 'মৃত্যুর চেয়ে ক্লান্তি ঢের ভাল। ওরা আমাদের পিছু ধাওয়া করবেই, তার আগে ঘরে পৌঁছুতে না পারলে নিস্তার নেই।'

'এই লেকটা ওদের চেনা?' জিজ্ঞেস করল ডিলান।

রিটা এখানে বন্দী হয়েছিল সেকথা ওদের বলল শ্যানন। মনে মনে একটা

পরিকল্পনা খাড়া করছে ও। যে পথে যেতে হবে, মহিলারা ধকল সামলাতে পারবে কিনা সন্দেহ। অপরিচিত এলাকার ওপর দিয়ে প্রথমে উত্তরে তারপর পশ্চিমে বাঁক নিয়ে উপত্যকার দিকে যাবে ও। এভাবে হয়তো পুরো ফর-টি আউফিটকে ফাঁকি দেয়া যাবে। আবার ঘোড়ায় চেপে ওদের পথ দেখিয়ে উত্তরে চলল শ্যানন, অনেকক্ষণ পর একটা প্রাচীন অস্পষ্ট ট্রেইল পেল।

সন্ধ্যা হতে দেরি নেই, এদিককার পথঘাট ওর অচেনা। দূরে ব্লুজ পর্বতমালার আবছা কাঠামো দেখা যাচ্ছে। মাঝখানে কি আছে কে জানে! রাতের সতেজ অথচ শীতল বাতাস বইছে, সেজের হালকা সুবাস ভাসছে।

চাঁদ উঠল, পাথুরে প্রান্তরে ম্লান আলো ছড়াল। হ্যাভালিকের অস্থির স্বভাবের কথা জানে বলে বিশ্রাম নিতে গিয়ে বেশি সময় নষ্ট করছে না শ্যানন, ক্রমশ উত্তরে এগিয়ে যাচ্ছে। ভোরের দিকে এক জায়গায় ড্রাই ক্যাম্প করল ওরা। কাছেই এক চিলতে ঘেসো জমিতে ঘোড়াগুলো ছেড়ে দিল। ঘুমে ঢলে পড়ল মহিলারা এবং পুরুষরাও। ঘুম নেই শুধু ডিলানের চোখে।

'আমরা এখন কোথায়, জানো?' জিজ্ঞেস করল মেসি, ক্লান্ত বিমর্ষ দেখাচ্ছে তাকে।

'কিছুটা,' মাথা দুলিয়ে ইশারা করল শ্যানন। 'আমার বাড়িটা ওদিকে।'

'কতদূর?'

'সোজা রাস্তায় মাইল দশেক। কিন্তু আমরা যেপথে যাব তাতে দ্বিগুণ রাস্তা ঘুরতে হবে।'

উদ্বিগ্ন দেখাল মেসিকে। 'গতিক আমার কাছে সুবিধের ঠেকছে না, ফ্র্যাঙ্ক। শহরে থাকা উচিত ছিল আমাদের।'

'না,' বলল ডিলান, 'তাহলে পুড়িয়ে মারা হত।'

ধূসর বর্ণ ধারণ করেছে আকাশ। এত উঁচুতে পরিষ্কার লাগছে চারদিক। ঠাণ্ডা বাতাস বইছে। একটা ছোট টিলার ওপর থেকে ব্যাক ট্রেইল পর্যবেক্ষণ করল শ্যানন। একবার মনে হলো বহু দূরে ধুলোর মেঘ দেখেছে কিন্তু নিশ্চিত হতে পারল না।

সারা রাত রিটার কথা ভেবেছে ও। ওকে উত্যক্ত করা না হলে নিরাপদে থাকবে। খাবারের অভাব নেই, পানি আর অস্ত্র রয়েছে পর্যাপ্ত, খুব ভাল রাইফেল চালাতে জানে মেয়েটা।

মহিলাদের উঠে দাঁড়ানোর ভঙ্গি দেখে বুঝতে পারল শ্যানন দীর্ঘ যাত্রার ক্লান্তি আর আড়ষ্টতা এখনও কাটেনি। কিন্তু এখন আর থামা যাবে না; হয় এগোতে হবে নইলে মরতে হবে। সবাই ঘোড়ায় চেপে বসল। আবার পথ দেখিয়ে এগোল শ্যানন। দুপুরের আগে সমতল এলাকা পেছনে ফেলে এল, এগোল রেঞ্জের উদ্দেশে।

একটা গহ্বরের তলদেশে পৌঁছুল ওরা, এখানে ওখানে কটনউড, চারপাশে পাহাড়ী মেহগনি। গ্রীজউডের সংখ্যা কমে এল, মাঝে মাঝে পাইন গাছ নজরে আসে।

মহিলাদের বিশ্রাম দেবার জন্যে দুবার থামল শ্যানন। একটা প্রাচীন ট্রেইল

ধরে খুদে একটা ক্যানিয়নে পৌঁছুল। সবার ক্যান্টিন খালি হয়ে এসেছে, তৃষ্ণায় অস্থির হয়ে উঠেছে ঘোড়াগুলো। ক্যানিয়নের একটা বাঁক ঘুরে চির সবুজ ঘাসে ছাওয়া দীর্ঘ ঢালের দেখা পেল ওরা। ঢাল বেয়ে উঠে গেল শ্যানন, ওর কাছে এগিয়ে গেল মেসি।

'মিসেস আর্লি এইমাত্র জ্ঞান হারিয়েছে। আমাদের থামা দরকার।'

'ওকে বয়ে নিতে হবে,' বলল শ্যানন। 'সামনে পানি পাওয়া যাবে।'

সংশয় ফুটে উঠল মেসির দৃষ্টিতে, ঢাল বরাবর তাকাল।

ইন্ডিয়ান ট্রেইলের দিকে ইঙ্গিত করল শ্যানন। 'বিনা কারণে ইন্ডিয়ানরা কখনও পথ তৈরি করে না। ওই যে দেখো,' একটা অস্পষ্ট গেইম ট্রেইলের দিকে ইশারা করল ও। 'হরিণের দল গেছে ওদিকে।'

দশ মিনিট পর একটা টলটলে পাহাড়ী ঝর্নার ধারে পৌঁছুল ওরা, একে একে নামল ঘোড়ার পিঠ থেকে। শীতল মিষ্টি পানি! বারবার পানি খেলো সবাই। ক্যান্টিনগুলো ভরে নিল।

শ্যাননের কাছে এগিয়ে এল বব আর্লি। 'আর এগোতে পারছি না। আমার স্ত্রীর অবস্থা খারাপ, মিসেস কারপেন্টারের শরীরও সুবিধের নয়।'

'ঠিক আছে, আমরা অনেক দূর এসে গেছি। এখন মোটামুটি নিরাপদ।'

একটা কুড়োল হাতে পাইন বনে ঢুকে পড়ল শ্যানন। ঝোপ ঝাড় ঠেলে দশ বার ফুট উঁচু কচি গাছের ভিড়ে এসে দাঁড়াল, কয়েকটা গাছ গোড়া থেকে কেটে ফেলল। তারপর চারধারের গাছগুলোর শীর্ষ এক সঙ্গে বাঁধল, জ্যান্ত সবুজ গাছের একটা চমৎকার তাঁবু হয়ে গেল। কাটা গাছ দিয়ে ঝটপট একটা চালা বানিয়ে ফেলল ও, কেইন আর আর্লি সাহায্য করল। মজবুত হলো ঘরটা। এবার আরও কিছু ডালপালার সাহায্যে মহিলাদের জন্যে বিছানা বানিয়ে দিল।

কুঁড়ের চারদিকে চক্কর মেরে এল ব্লেইন। 'এই প্রথম নিজের চোখে এ জিনিস বানানো দেখলাম। থাকতে ইচ্ছে করছে।'

'তোমাকে এমনিতেও থাকতে হবে। মেহ্লার আর কেইনকে নিয়ে যাচ্ছি আমি।'

'শর্টি আর আমিও যাচ্ছি,' বলল ডিলান। 'ওরা সুস্থ হলে আমাদের কেউ একজন এসে নিয়ে যাবে।'

দুর্গম ট্রেইল। ক্রীক পেরিয়ে একটা পাহাড়ী দেয়ালের মুখোমুখি হলো ওরা, ঘোড়ার পিঠে চেপে পেরোনো অসম্ভব। দেয়াল ঘেঁষে এগিয়ে আরও খাড়া একটা ক্লিফের মুখোমুখি হলো। কয়েক ঘণ্টা অনুসন্ধান চালানোর পর একটা অগভীর ক্রীক পাওয়া গেল। ওটা অনুসরণ করে গাছে ছাওয়া পাহাড়ে ওঠা সম্ভব। একটা পথ পাওয়া গেছে–ভাবছে সবাই–হঠাৎ আবার একটা দশবার ফুট দেয়ালের সামনে পড়ল ওরা।

অবশেষে পথ খুঁজে পেল মেহ্লার। পানির তোড়ে একটা গুহার অংশবিশেষ ধসে গেছে, ওপরের চাতালটা বেশ মজবুত এবং নিচের অংশ নরম বলে পানির ঘায়ে নিচটা ধসে গিয়ে খিলানের মত হয়েছে। খিলানের নিচ দিয়ে একটা খাড়া পাহাড়ী ঢালে উঠল ওরা, তারপর পথ মোটামুটি সহজ হয়ে এল।

শ্যাননের কেবিনের পঞ্চাশ গজ দূরে উপত্যকায় পৌঁছে গেল ওরা। রাইফেল হাতে সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে ওদের দিকে নজর রাখছে রিটা।

মুহূর্তে ওদের চিনতে পারল সে। চট করে ঘুরে ঘরে ঢুকে পড়ল। আবার যখন বেরোল, স্যাডল থেকে নামছে ওরা।

'কফি চড়িয়ে এলাম, ফ্র্যাঙ্ক। এখুনি হয়ে যাবে।'

রিটার চেহারায় স্বস্তির ছাপ দেখতে পেল শ্যানন, আস্তে করে ওর বাহুতে চাপড় দিল। সবাই যখন এদিক ওদিক তাকাচ্ছে, শান্ত কণ্ঠে পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করল শ্যানন। ধপ করে বসে পড়ল ইউস্টন, আহত শরীরে এতটা পথ চলার ক্লান্তির ছাপ তার চোখে-মুখে। কেবল অসাধারণ সহ্য ক্ষমতার গুণে এখনও সোজা থাকতে পারছে।

সামান্য কিছু খেয়ে খানিকটা বিশ্রাম নিল শর্টি, তারপর আবার ঘোড়ার পিঠে স্যাডল চাপিয়ে ফিরতি পথ ধরল।

ধীরে ধীরে রাত নামছে। শোবার ঘরে ঘুমোতে গেছে শ্যানন। প্রায় নির্ঘুম অবস্থায় অসংখ্যবার বিপদের সামাল দিয়ে ক্লান্তির শেষ সীমায় পৌঁছেছে ও। সিঁড়িতে কেইন আর মেহ্‌লারের সঙ্গে বসে লজপোল পাইনের নিচে জমাট বাঁধা ছায়াগুলোর দিকে তাকিয়ে রয়েছে ডিলান। এত উঁচুতে ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা ভাব, কিন্তু ভেতরে যেতে মন চাইছে না কারও। পরিস্থিতির আসল রূপ সবার জানা। আপাতত স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে পারছে বটে, কিন্তু ওদের হত্যা না করে থামবে না জেরেড টেটলো। কেবল দুনম্বর ছেলেকেই হারায়নি সে, প্রচণ্ডভাবে ব্যর্থ করে দেয়া হয়েছে তাকে, ওর এতদিনকার বিশ্বাসের পৃথিবী টলে উঠেছে।

হর্সহেড শান্ত।

ওয়েস্টওঅটর হোটেলের লবিতে একটা বিশাল চামড়ার চেয়ারে বসে জেরেড টেটলো, আরও বয়স্ক আর তিক্ত দেখাচ্ছে। বাইরের সিঁড়িতে সশস্ত্র লোকজন দেখা যাচ্ছে।

এই শহরটা তার, রেঞ্জগুলোও। সে এসব দখল করে নিয়েছে, যেভাবে হোক দখল বজায় রাখবে। গরুর পালটা ছত্রভঙ্গ হয়ে গেছে, দুটো ছেলে মারা গেছে, বেশ কিছু লোককেও হারাতে হয়েছে, তাতে কি?

বিজয়ী হলেও অবচেতন মন অশুভ ইঙ্গিত দিচ্ছে। রেঞ্জ আর শহর এখনও দখলে, কিন্তু শ্যাননকে মারা সম্ভব হয়নি; মেহ্‌লার, কেইন আর ডিলান এখনও বেঁচে আছে। নিরাপদে সরে পড়েছে ব্লেইনরা। ওরা হার মানবে না। লড়াকু লোকদের চেনে টেটলো, ওরা হারেনি, আবার আঘাত করার সুযোগের অপেক্ষায় কোথাও লুকিয়ে পড়েছে। বাইরের লোকগুলোকে সেজন্যেই পাহারা বসানো হয়েছে।

দুটো ছেলে বেঁচে আছে ওর। অ্যান্ডি, কঠিন মানুষ, গানস্লিংগার, আর বেন শান্তশিষ্ট। হয়তো, ভাবনাটা ঠেকিয়ে রাখতে পারল না টেটলো, বেনের কথা যদি ঠিক হয়ে থাকে? বেন ভুল করেনি, ভাবনাটা ক্রুদ্ধ করে তুলল ওকে। অতীতের দিকে তাকালে দেখা যায়, সবসময় শান্তি আর শৃঙ্খলার পক্ষে কথা বলে এসেছে

বেন। পুরো আউটফিটে একমাত্র সে-ই খাঁটি ক্যাটলম্যান। ফিন পরিশ্রমী ছিল; বাড ছিল দাঙ্গাবাজ; অ্যান্ডি লড়াকু; কিন্তু বেনই সব সময় গরু সামলেছে, বিক্রি করেছে, নিশ্চিত করেছে ওদের সমৃদ্ধি। গ্রন্থিল দুটি হাতের দিকে তাকাল জেরেড টেটলো। অজান্তে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল সে। যাক গে, ওদের গরু এখানে আছে, ভাল ঘাস পেয়েছে, কোন শক্তি ওকে টলাতে পারবে না। এই ঝামেলা বেশিদিন থাকবে না, বিজয় ওর অবধারিত। সময়ে সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে। তদন্ত কমিটি এলে গরুর পাল আর খোলা প্রান্তর দেখিয়ে বলবে, আগে এখানে গোটাকতক কুটির ছাড়া কিছু ছিল না, এখানে সমৃদ্ধি বয়ে এনেছে সে। এদেশ ক্ষমতাবানদের জন্যে। জেরেড টেটলো ক্ষমতাবানদের একজন।

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল টেটলো, দ্রুত পায়ে কামরার অপর প্রান্তে গেল। আর্নলেভেনের রান্নাঘরে রাঁধছে ওর বাবুর্চি, কিন্তু এই লোকের রান্না র‍্যাঞ্চের খাবারের মতই অখাদ্য। ফরাসী লোকটা শ্যাননের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধতে গেল কেন!

ওয়েট্রেস কাজ করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে। দোকানপাট বন্ধ। পুরো শহরটা হাতের মুঠোয় নিয়ে এসেছে সে, কিন্তু শহর যেন শূন্য ঝিনুক।

হ্যাপি জ্যাক হ্যারোও ডাইনিংরুমে ঢুকল, এদিক ওদিক চেয়ে বিড়বিড় করে গাল বকল।

মুখ তুলে তাকাল জেরেড টেটলো। 'বসো, খাবার এল বলে।'

'আচ্ছা? কেমন খাবার? আমি চাকলাইন রাইডার নই!'

জ্যাক হ্যারোওর মন্তব্যে খেপল না জেরেড টেটলো। 'কতবার এরই জন্যে জান দিয়েছি।'

'কোন খবর?'

'না।'

'ওরা পালিয়েছে?'

'তাই তো মনে হচ্ছে।'

'যেতে দাও। ধরে আর কি করবে?' রাতে ভাল ঘুম হয়নি হ্যারোওর। দুশ্চিন্তায় ভুগে মরছে। আর্লির সঙ্গে যোগ দেয়নি সে, কিন্তু লোকটাকে এবং তার স্ত্রীকে পছন্দ করে। ডাক্তার ব্রেইনও চমৎকার মানুষ। আশপাশে তাকিয়ে নিশ্চিত হবার মত কিছু দেখল না জ্যাক হ্যারোও। 'মহিলাদের কি করবে? মেরে ফেলবে?'

'যা করার তাই করব,' বিরক্তির সঙ্গে জবাব দিল টেটলো।

অস্বস্তির সঙ্গে নড়েচড়ে চেয়ারে বসল জেরেড টেটলো। এই প্রথম গুরুত্বের সঙ্গে মেয়েদের কথা ভাবল, উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল সে।

'ওদের মুখ বন্ধ করতে পারবে না,' বলল হ্যারোও। 'মিসেস আর্লি অভিজাত পরিবারের মেয়ে। ওর কিছু হলে অনেক কথা উঠবে। এবং ওরা মুখ খুললে ইউএস মার্শাল হাজির হবে এখানে।'

মার্শাল-টার্শাল নিয়ে ভাবে না টেটলো। আগে লড়াইটা জেতা যাক, তারপর ওকে দোষ দেয়ার মত কেউ বেঁচে থাকবে না! মহিলাদের ঝামেলায় ফেলতে পছন্দ করে না সে, কিন্তু হ্যারোওর মন্তব্য ভাবনায় ফেলে দিচ্ছে; মেয়েগুলোকেও

হত্যা না করে উপায় নেই।

মেয়েমানুষের গায়ে হাত তোলার অপরাধে এক লোকের ফাঁসি হতে দেখেছে টেটলো। জানে মেয়েদের কিছু হলে আগুন জ্বলতে দেরি হবে না। কিন্তু ওরা এখন পাহাড়ে, কোথায়, কেউ জানে না। যদি না ফেরে, ওদের কপালে কি ঘটেছে কেউ জানবে?

ভাবনাটা পছন্দ হলো না তার। আচ্ছা, এমন কোণঠাসা অবস্থা ওর হলো কি করে? 'শ্যাননকে আমার হাতে তুলে দিলে ওদের আর কোন বিপদ হবে না,' বলল টেটলো।

'সম্ভাবনা কম!' বলল হ্যারোও। 'আর ওকে পেলেও মনে হবে, না পেলেই ভাল ছিল!' বুড়ো র‍্যাঞ্চারের দিকে ঝুঁকে এল সে। 'আমার কথা শোনো, তোমার লোকজন ডেকে সব গরু একসঙ্গে জড়ো করো, তারপর নতুন কোন জায়গার খোঁজে পশ্চিমে রওনা দাও। তাহলে এই ঝামেলার শেষ হবে।'

ঝট করে তাকাল জেরেড টেটলো। 'মাথা খারাপ! এটা আমার জায়গা! এখানেই থাকব!'

'নিশ্চয়ই থাকবে!' বাবুর্চির হাত থেকে প্লেট আর কাপ নিল হ্যারোও। 'ওরা এখানেই কবর দেবে তোমাকে!'

গরুর মাংস আর সিমের দানার দিকে চেয়ে রইল টেটলো, ক্লান্ত অবসন্ন বোধ করছে। এখানে কেন এল? কি করে এমন ঝামেলায় জড়াল? হত্যালীলার কি শেষ নেই? কিন্তু এখন তো থামা যাবে না। বিরক্তির শেষ সীমায় পৌঁছে গেছে সে। জ্যাক হ্যারোওর দিকে তাকাল টেটলো। এই লোকটা ওর দলের কেউ নয়। হঠাৎ ওর দিকে ঝুঁকেছে, অবস্থা বদলে যাচ্ছে দেখলে ভোল পাল্টাতে দেরি করবে না।

এখন একটা পথই খোলা।

ওদের হত্যা করতে হবে।

হ্যারোওকেও ছাড়া যাবে না! আগে হলে একথায় চমকে উঠত টেটলো। কেননা এতদিন কেবল যুদ্ধ ক্ষেত্রে হত্যা করেছে। কিন্তু এখানে তুচ্ছ কিছু মানুষ ওকে জ্বালাতন করছে। অবচেতন মনে যা জানত সেটাই উপলব্ধি করতে সাহায্য করেছে জ্যাক হ্যারোও। ওদের একজনও যতক্ষণ বেঁচে থাকবে, ওর নিরাপত্তা হুমকির মুখে রয়ে যাবে।

হঠাৎ উঠে দরজার দিকে এগিয়ে গেল টেটলো, 'আর্নি, এই চিরকুটটা হ্যাভালিককে দিয়ে এসো।' এক টুকরো কাগজে খসখস করে কি যেন লিখে দিল সে। আর্নি স্যাডলে চেপে বসার পর আবার টেবিলে ফিরে এল।

'তোমার কথাই ঠিক, ওরা মুখ খুলবে।'

টেটলোর কণ্ঠে এমন কিছু ছিল, চট করে মুখ তুলে তাকাল হ্যারোও।

'তুমিই বললে এইমাত্র,' প্রায় অন্যমনস্কভাবে হ্যারোওর দিকে তাকিয়ে বলল টেটলো। 'ওদের বাঁচিয়ে রাখা যাবে না।'

দোরগোড়ায় এসে দাঁড়াল দুই পিস্তলঅলা এক লোক, তার দিকে তাকাল হ্যাপি জ্যাক হ্যারোও। টেটলো যদি মেয়েদের হত্যা করার সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে, তবে ওর জীবনের কানাকড়ি মূল্যও আর নেই। খিদে উধাও হলো, খাবার

নাড়াচাড়া করতে করতে বাঁচার উপায় ভাবতে লাগল সে।

'বেশ,' কণ্ঠ স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করল জ্যাক হ্যারোও, 'আমি ওদিকে আমার বারটেন্ডারের ওপর নজর রাখব। ওকে তেমন বিশ্বাস করা যায় না।'

হ্যারোও উঠে দাঁড়ালে তার দিকে তাকাল টেটলো। ওর চোখের দিকে তাকিয়ে শিউরে উঠল হ্যাপি জ্যাক।

কেন বোকার মত সীমা পেরিয়ে এল? ঘুরে দরজার দিকে পা বাড়াল সে, শিরশির করছে মেরুদণ্ডের কাছে। দরজা পর্যন্ত ওকে অনুসরণ করল জেরেড টেটলোর দৃষ্টি, আবার উঠে দাঁড়াল সে।

'জ্যাক?'

ঘুরে টেটলোর হাতে উদ্যত পিস্তল দেখতে পেল জ্যাক। পাগলের মত নিজের পিস্তলের দিকে হাত বাড়াল সে। তার আগেই গুলি করল টেটলো। হাঁটু ভাঁজ হয়ে গেল হ্যাপি জ্যাক হ্যারোওর, খসে পড়ল হাতের পিস্তল।

দুই পিস্তলঅলা ভেতরে পা রাখল।

'ওকে পুঁতে ফেলো,' বলল জেরেড টেটলো। 'ইউএস্ মার্শালের কাছে যাবার পাঁয়তারা করছিল ব্যাটা।'

আবার নিজের জায়গায় বসল সে। টাটকা কফির সুবাসের সঙ্গে একাকার হয়ে গেল বারুদের উৎকট গন্ধ।

নয়

জ্যাক হ্যারোওর হত্যাকাণ্ডের কথা চাপা থাকল না। আশঙ্কার সঙ্গে ব্যাপারটা লক্ষ্য করল অধিবাসীরা। হর্সহেডের পুব প্রান্তে ওয়েস্টওঅটর ক্রীকের সঙ্গে মিলিত হয়েছে যে ক্রীকটা সেটা ধরে এগিয়ে এল দুই রাইডার।

'হ্যারোওকে মেরেছে টেটলো।'

'শুনলাম মেয়েদেরও মারবে।'

'বুড়োর মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে। লড়াইয়ে খুন করা এক কথা, গণহত্যা একদম ভিন্ন জিনিস।'

হাতের পিঠে গোঁফ মুছল প্রথম কাউহ্যান্ড, আড়েচোখে সঙ্গীর দিকে তাকাল। 'এসবে আর থাকতে ইচ্ছে করছে না।'

'আমারও।'

'এদিকে আবার দুমাসের মজুরি পাওনা হয়েছে।'

'কিন্তু টাকার অপেক্ষায় থাকলে বিপদ হতে পারে।'

ছড়ানো ছিটানো গরুর পালের দিকে ইশারা করল প্রথম কাউহ্যান্ড। 'এগুলো কোনমতেই জড়ো করা যাবে না, মজুরি দেবে কোত্থেকে? চলো কেটে পড়ি। স্যানতা ফে বেশি দূরে না।'

'তাই তো! বসে আছি কেন?'

দুজন কাউহ্যান্ড আর দুশো গরুর একটা পাল দক্ষিণে রওনা হলো। দুপুরের আগে আরও তিনজন রাইডার পথে নামল। অভিজ্ঞ কাউহ্যান্ড, মাটিতে খুরের ছাপ দেখতে পেল, কি ঘটেছে বুঝে নিল সহজে।

'বুদ্ধিটা খারাপ না,' সহজ ভঙ্গিতে বলল একজন। এক মিনিটও লাগল না, পরস্পরের মনোভাব বুঝে নিল ওরা। গরুর পাল আর তিন কাউহ্যান্ড নতুন ট্রেইলের জন্ম দিল।

হর্সহেডে অ্যান্ডির কাছ থেকে ঘটনার বিবরণ শুনে ক্রুদ্ধ হলো জেরেড টেটলো। গরু চুরির খবর নিয়ে বেন এলে গুরুত্ব দিত না, ধাওয়া করার প্রস্তাব হয়তো হেসে উড়িয়ে দিত। কিন্তু খবর এনেছে কঠিন ছেলে অ্যান্ডি।

এখন একটা পথই খোলা, প্রতিপক্ষকে নিশ্চিহ্ন করে গরুচোরের পিছু নিতে হবে।

'পাঁচজন শক্ত সমর্থ লোক নাও,' বলল টেটলো, 'তাগড়া ঘোড়া দাও ওদের, বলো কাজ শেষে জনপ্রতি একশো ডলার করে দেব। হ্যাভালিকের কাছে নিয়ে যাও ওদের। ওকে বলে দাও, আটচল্লিশ ঘণ্টা সময় দেয়া হচ্ছে।'

লোকবল বৃদ্ধিতে সন্তুষ্ট হলো হ্যাভালিক। অ্যান্ডিসহ আরও কয়েকজনকে নিয়ে আগুনের পাশে বসল সে। 'এখান থেকে পুব ঘেঁষে উত্তরে একটা জায়গায় পর পর তিনবার হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে শ্যানন। তার মানে ব্লুজ পর্বতমালায় তার একটা হাইডআউট আছে। সঙ্গে একদল লড়াকু লোক থাকলেও মেয়েদের ব্যাপারে চিন্তায় থাকতে হবে তাকে। ফাঁকা গুলি করে ভয় দেখিয়ে ওদের আত্মসমর্পণে বাধ্য করতে পারব আমরা। কিন্তু আগে খুঁজে বের করতে হবে।

'অ্যান্ডি, পাঁচজনকে সঙ্গে নিয়ে মিউল ক্যানিয়নের দিকে যাও। দুপাশের দেয়াল বরাবর পাহারায় রাখবে দুজনকে। চোখ কান খোলা রেখে ট্রেইলের চিহ্ন খুঁজবে। গ্র্যাট, তুমি নেবে পাঁচজনকে, পুবে পাস পর্যন্ত এগোবে, তারপর ওটা পেরিয়ে সবচেয়ে কাছের ক্যানিয়নে পৌঁছে আমাদের জন্যে অপেক্ষা করবে। ঠিক পথে চললে ওখানে আবার দেখা হবে, ততক্ষণে একটা কিছু জানতে পারব আশা করি।'

দলবলসহ পর্বতমালার পশ্চিম প্রান্ত ধরে এগোল হ্যাভালিক, কদিন আগে ঠিক উল্টোদিক দিয়ে গেছে ওদের শিকার—শ্যাননের দলটি। কটনউড ক্রীকের কাছে রুক্ষ এলাকায় এসে ব্লুজ পর্বতমালার দিকে বাঁক নিল ওরা, আরও ওপরে উঠতে লাগল। ওরা যেখানে বাঁক নিয়েছে, তার তিনমাইল দূরে সেই ঝর্না, যেটার তলা দিয়ে ভ্যালি-অভ-দ্য-হুইস্পারিং উইন্ড-এ যাবার দ্বিতীয় পথের সন্ধান পেয়েছে শ্যানন।

রাতের দিকে এক সঙ্গে মিলিত হলো তিন অনুসন্ধানী দল, ইন্ডিয়ান ক্রীকের একটা শাখার ধারে ক্যাম্প করল। ওদের উত্তরে আকাশছোঁয়া টুইন পিকস্, পেছনে উপত্যকা।

নোংরা ঘোড়ার পিঠ থেকে নামল গ্র্যাট। হ্যাভালিক আর অ্যান্ডি যেখানে নিচু গলায় আলাপ করছে সেদিকে এগিয়ে গেল। 'একটা ট্রেইল পাওয়া গেছে!' বিজয়ীর ঢঙে জানাল, 'ওদিকে, দক্ষিণের পাসে। বেশিরভাগ ট্র্যাক বৃষ্টির পানিতে মুছে গেছে। দুতিনটি এখনও আছে, রিটা উইলিয়ামস নামে সেই মেয়েটার

মেয়ারের পায়ের ছাপ।'

সন্তোষের সঙ্গে থুতু ফেলল হ্যাভালিক। 'দারুণ!' মাথা দুলিয়ে আনন্দ প্রকাশ করল। 'মিলে যাচ্ছে। আমাদের হারানো ট্রেইলটা।'

'এখানেই শেষ নয়। জেস বেকারকেও পাওয়া গেছে।'

'মারা গেছে?'

'হ্যাঁ, বুকের মাঝখানে গুলি খেয়েছে। সুযোগ দেয়া হয়েছিল ওকে।'

'শ্যানন,' কয়েক কদম দূরে সরে গেল হ্যাভালিক। 'বাজি ধরে বলতে পারি শ্যাননের হাতে মরেছে জেস।'

'কিছু বুঝতে পারছ?' জিজ্ঞেস করল অ্যান্ডি।

'এখন বুঝতে পারছি, ওরা এ-পর্যন্ত এসেছিল। যেভাবে আসছে আর উধাও হচ্ছে তাতে আস্তানাটা বেশি দূরে না হবারই সম্ভাবনা; কাছেপিঠে কোথাও। এখন থেকে সাবধানে এগোতে হবে।'

গলা টিপে আগুন নিভিয়ে দিতে চাইছে দমকা হাওয়া; শোঁ শোঁ আওয়াজ গাছের পাতায়। ঠাণ্ডা! আকাশে খণ্ড খণ্ড মেঘ। একটা প্রকাণ্ড গাছের গুঁড়ির ওপর বসে পড়ল ডি হ্যাভালিক। ওর হাতে শ্যাননের মৃত্যু সংবাদ পৌঁছানোর পর কেমন লাগবে লাইভ ওক কান্ট্রিবাসীদের? অনেকদিন থেকে জানত ডি, একদিন ওদের মোকাবিলা হবে। মুখোমুখি, সামনাসামনি লড়তে চায় হ্যাভালিক, দলীয় সংঘাতে শ্যাননের মৃত্যু হলে যে কেউ কৃতিত্বের ভাগীদার বনে যেতে পারে।

মাঝরাত নাগাদ কেবিনে ফিরে এল ইউস্টন। ঘরের ভেতরে সংক্ষিপ্ত বিশ্রাম শেষে পাথর আর গাছপালার মাঝে শুয়েছে শ্যানন, সেদিকে এগিয়ে গেল। 'ক্র্যাঙ্ক?' ফিসফিস করে ডাকল।

'জেগে আছি।'

'ইনজুন ক্রীকের দিকে দুটো আগুন দেখতে পেলাম। কাছ থেকে দেখতে গেছে মেহ্‌লার।'

'দুটো আগুন? কাছাকাছি?'

'হ্যাঁ। বড়সড় দল মনে হচ্ছে।'

'চূড়ায় পাহারায় কে?'

'শর্টি। নেমে আসতে আমার পুরো একঘণ্টা লেগেছে।'

'ঠিক আছে। তুমি কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে নাও।'

মাথার নিচে হাত রেখে শুয়ে রইল শ্যানন, ভাবছে। আগামীকালই হামলা আশঙ্কা করছে ও, সর্বশক্তিতে হামলা চালাবে টেটলোবাহিনী।

কাছে অস্পষ্ট নড়াচড়ার আওয়াজ, রিটার গায়ের সৌরভ পেল শ্যানন। উঠে বসল ও, পাশে বসল রিটা। 'কি হয়েছে, ক্র্যাঙ্ক?'

'পাহাড়ের ওপাশে পৌঁছে গেছে ওরা। কাল ঝামেলা হতে পারে।' চুলে আঙুল চালাল শ্যানন। 'আজ রাতেই ওদের ওপর হামলা করতে ইচ্ছে করছে।'

'না। শুরুটা ওদের হাতে হোক।'

'ঝামেলা শেষ হলে আবার র‍্যাঞ্চে ফিরে যাবে?'

'তুমি না চাইলে যাব না।'

'শীতে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা পড়বে এখানে।'

'পরোয়া করি না! ওই পাহাড়-চূড়াগুলো যখন বরফে ঢেকে যাবে, সেই দৃশ্য দেখতে খুব ভাল লাগবে আমার!' কান পেতে বাতাসের সুর শুনল রিটা। 'এখানে তোমার সঙ্গে থাকব। ঘোড়ায় চড়ব, কাজ করব, ঘুরব–এরচেয়ে বেশি কিছু চাই না আমি, ফ্র্যাঙ্ক!'

'তাই হবে। আমি আর ছুটে বেড়াতে পারছি না। এখানে, এই উপত্যকা হবে আমার শেষ ঠিকানা। এখানে আসার পরই মনস্থির করে ফেলেছি।'

হঠাৎ চিন্তিত দেখাল রিটাকে। 'ফ্র্যাঙ্ক, আমার ভয় লাগছে।'

'টেটলোর?'

'কিছুটা, তবে হ্যাভালিককেই বেশি ভয় আমার।'

হেলান দিয়ে সিগারেট বানাতে শুরু করল শ্যানন। 'ও নিয়ে ভেবো না, আমি তো ভাবছি না।'

'বলা সহজ।'

'হ্যাঁ,' স্বীকার গেল শ্যানন। 'এবং এসব থেকে তোমাকে দূরে রাখার চেষ্টা করেছিলাম আমি। তবে হ্যাভালিকের সাধ আমি মেটাব। আমাদের মত একটা দলের মোকাবিলা আগে কখনও করেনি সে। এতদিন হামলা ঠেকিয়ে এসেছি, এবার পাল্টা হামলা চালাব।'

প্রসঙ্গ পাল্টাল রিটা, 'লরি বোধ হয় ডাক্তার ব্লেইনকে পছন্দ করে।'

'না করলে মেয়েটাকে বোকা বলতে হবে। ব্লেইন চমৎকার মানুষ।'

'তুমিও।'

'আমি?' হাসল শ্যানন, 'হয়তো,' লম্বা টান দিল সিগারেটে, অন্ধকারে উজ্জ্বল হয়ে উঠল অগ্রভাগের আগুন। মুহূর্তের জন্যে ওর চেহারার গভীর রেখাগুলো দেখা পেল রিটা, গম্ভীর, বিষণ্ন।'

বাতাসের ঝাপটায় আলোড়িত গাছপালার মাথার ওপর উঠে এল চাঁদ। রাত প্রায় দুটো বাজতে চলেছে, শর্টিকে এবার রেহাই দিতে হয়।

মোকাসিনের দিকে হাত বাড়াল শ্যানন। 'কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে নাও। আমি চারদিকে নজর বোলাতে যাচ্ছি। মেহ্‌লার এখনও ফিরল না কেন বুঝলাম না।'

'ভেবো না। নেকড়ের মত ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় আছে ওর।'

গানবেল্ট বেঁধে উইনচেস্টার তুলে নিল শ্যানন। ওর জন্যে অপেক্ষা করছে ট্যাগার্ট। দীর্ঘ একহারা গড়ন তার, বয়স্ক। 'আমিও যাচ্ছি তোমার সঙ্গে,' বলল শ্যানন, 'রাত কাবার হতে চলল অথচ মেহ্‌লারদের খবর নেই।'

ঘোড়ায় চেপে একসঙ্গে এগোল দুজন। 'লড়াই কি আজই হবে?'

'হ্যাঁ।'

'টেটলোকে নিজের হাতে মারতে চাই আমি।'

ট্যাগার্টের কথা শুনে বিস্মিত হলো শ্যানন, ফিরে তাকাল। 'টেটলোর ওপর তোমার ব্যক্তিগত আক্রোশ আছে যেন?'

'তাকে অনেক আগে থেকে চিনি। টেক্সাসে আমার একটা র‍্যাঞ্চ ছিল। আমার

গরু চুরি করেছে সে, ঘরে আগুন দিয়েছে, রেঞ্জ কেড়ে নিয়েছে। আমি প্রতিশোধ নিতে চাই।'

'এখানে এসে কম ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি সে। দুটো ছেলে গেছে, ছত্রভঙ্গহ হয়ে গেছে গরুর পাল, লোকজন চলে গেছে।'

'কিন্তু তাই বলে থামবে না সে।'

পাহাড়-চূড়ায় ওঠার ট্রেইলে পৌঁছে আলাদা হয়ে গেল ওরা। 'শর্টিকে বলো কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে নিতে। পাঁচটার মধ্যে সবাই যেন তৈরি থাকে, প্রয়োজন হতে পারে।'

টুইন পিকের পুবে পাহাড়ের ওপর দিয়ে এঁকেবেঁকে ক্যাম্পফায়ারের দিকে চলে গেছে একটা অস্পষ্ট ট্রেইল। আগুনের বেশ দূরে থাকতে বাকস্কিন নিয়ে একটা ঝোপের ভেতর ঢুকে পড়ল শ্যানন, একটা গাছের সঙ্গে ওকে বেঁধে বেরিয়ে এল।

ক্যাম্পে পৌঁছার আগেই কথাবার্তার আওয়াজ পেল। হঠাৎ একটা পিস্তল গর্জে উঠল, টানটান চড়া গলায় কে যেন বলল, 'দূর, গ্র্যাট! ছোঁয়াতে পারলে না। বাজি, আমি ব্যাটার নাক উড়িয়ে দিতে পারব!'

সাবধানে ডালপালা সরিয়ে ঝোপের মাঝে পথ করে এগোল শ্যানন, আগুনের কাছাকাছি চলে এল, তারপর উঁকি দিল সামনে।

একটা গাছের সঙ্গে বেঁধে রাখা হয়েছে ক্রিস মেহ্‌লারকে। ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে খাচ্ছে কয়েকজন লোক। গ্র্যাট এবং আরও দুজন পিস্তল হাতে গাছটার দিকে মুখ করে দাঁড়ানো; ওদের দেখছে বিশালদেহী ইয়াকু, চেহারায় স্পষ্ট বিরক্তি। মাথার একটা ক্ষত থেকে রক্ত গড়িয়ে নামছে। কাছে মাটিতে শোয়া হ্যাভালিক, নির্বিকার চেহারা।

বাজি ধরা লোকটা পিস্তল তুলে ধরল। ঝোপ থেকে বেরিয়ে এল শ্যানন, কোমরের কাছে ধরা উইনচেস্টার। হ্যাভালিকের ওপর তাক করল ও, বলল, 'হ্যাভালিকের মরণ চাইলে গুলি করতে পারো!'

অসতর্ক অবস্থায় ধরা পড়ে জমে গেল সবাই। খেই ধরল শ্যানন। 'তুমি, পিস্তলঅলা! ফেলো ওটা, জলদি! মেহ্‌লারের বাঁধন খুলে দাও। নইলে নাশতার সঙ্গে হ্যাভালিকের মগজ মিশিয়ে দেবো!'

নীরবে বসে রইল হ্যাভালিক। বোকা নয় সে, জানে সামান্য ভুল মৃত্যু ডেকে আনবে। 'এভাবে পার পাবে না, শ্যানন। তোমার চামড়া তুলে নেব আমি।'

'সময় হোক, তোমাকে সুযোগ দেয়া হবে।'

রক্তসঞ্চালন শুরুতে সাহায্য করার জন্যে হাত ডলতে ডলতে গাছের কাছ থেকে সরে এল মেহ্‌লার। রাইফেল তুলে নিল, গানবেল্ট বাঁধল কোমরে। বিশাল মাথা ঘুরিয়ে গ্র্যাটের দিকে তাকাল। 'লোকটা আমাকে গুলি করেছে,' বলল সে, 'আমি ওকে চাই।'

'আমার আপত্তি নেই।' চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিল গ্র্যাট।

'ঠিক আছে,' মেহ্‌লারকে চেনে শ্যানন। মারপিটে ওর সঙ্গে পেরে ওঠার ক্ষমতা খুব কম লোকই রাখে। 'আগুনের পাশ থেকে সরে এসো। ওদের দিকে

মুখ করে বসো সবাই, তোমাদের পিঠ আমার দিকে থাকবে। কারও মরার শখ থাকলে আমি সেটা পূরণ করব।'

বিশাল শক্তপোক্ত গড়ন গ্র্যাটের। প্রথমে ইয়াকু তারপর শ্যাননের দিকে তাকাল সে। 'ওর সঙ্গে লড়তে বলছ?'

'অস্ত্র বেছে নাও। বন্দুক, ছোরা অথবা খালিহাত।'

'ছোরা,' বলল গ্র্যাট, ক্রূর হাসি ফুটে উঠল ঠোঁটে। 'ইনজুনরা শুনেছি ভাল ছুরি চালাতে পারে, চোখে দেখিনি। বাউই নাইফ নেব আমি!'

গানবেল্ট খুলে রাখল ওরা। ছুরি হাতে সামনে ঝুঁকল, ধারাল ফলা উঁচিয়ে পরস্পরকে চক্কর দিতে লাগল। শক্তিশালী এবং ক্ষিপ্র গ্র্যাট। অকস্মাৎ সামনে বাড়ল সে, ছুরির ভোঁতা দিক দিয়ে তার হামলা ঠেকাল মেহ্লার। ভারসাম্য হারিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ল গ্র্যাট।

নির্লিপ্ত চেহারায় পিছিয়ে এল মেহ্লার, ক্রুদ্ধ গ্র্যাট আবার ঝাঁপিয়ে পড়ল। যেন র‍্যাটল্ সাপের সঙ্গে লড়ছে শ্যাপারেল কক। ছোবল বসাতে শুরু করল ইয়াকু। ক্ষতবিক্ষত করে তুলল গ্র্যাটকে। মাটিতে পিছলে পড়ার ভান করল ও, ঘুরে ঘুরে বিভ্রান্তিতে ফেলে দিল শত্রুকে, ওকে আরও কাছে আনতে চাইছে।

আচমকা সামনে এগোল মেহ্লার এবং ওর ছুরির ফলা গ্র্যাটের গালে একটা চিকন রেখা টানল। গলগল করে রক্ত বেরিয়ে এল, ঝরতে লাগল অবিরাম। ছুটে এল গ্র্যাট, চট করে এক পাশে সরে ওর বাঁ হাতের বাইসেপ ফেড়ে দিল মেহ্লার।

'হাহ্!' সরে আসতে আসতে বিদ্রূপ করল ইয়াকু। 'খুন করতে চাইছিলে না? মৃত্যুর দুয়ারে দাঁড়িয়ে থাকতে কেমন লাগছে, এখন?'

ঘামছে গ্র্যাট। আতঙ্কিত। বুঝতে পারছে ছুরিতে ওর নৈপুণ্য মেহ্লারের কাছে নস্যি। রাজকীয় কায়দায় অনায়াস ভঙ্গিতে ছুটে বেড়াচ্ছে বিশাল ইন্ডিয়ান। সামনে এগিয়ে এল সে। চক্কর মেরে চলল গ্র্যাট, এখন আরও বেশি সতর্ক। মেহ্লারের ছুরি সাপের লকলকে জিহ্বার মত একের পর এক ছোবল হানছে···

আবার গ্র্যাটের বাইসেপে ছোবল মারল ছুরির ডগা। ধারাল প্রান্ত স্পর্শ করল কানের লতি। যেখানে লাগছে সঙ্গে সঙ্গে রক্ত বেরিয়ে আসছে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই সাবধান হতে ভুলে গেল গ্র্যাট। দ্রুততাই এখন একমাত্র ভরসা। রক্ত ক্ষরণে দুর্বল হয়ে যাবার আগেই ইন্ডিয়ানের সঙ্গে দেনাপাওনা চুকিয়ে ফেলতে হবে। ছুটে গেল সে। মেহ্লার মোকাবিলা করল। এক হাতে গ্র্যাটের ছুরি ধরা হাত সরিয়ে দিয়ে অন্য হাতে ঘুসি মারল পেটে। চোখে চোখে তাকিয়ে রইল ওরা। পরক্ষণে ওকে একপাশে ছুঁড়ে ফেলল মেহ্লার।

হাঁটু ভেঙে বসে পড়ল গ্র্যাট, খসে পড়ল হাতের ছুরি। এগিয়ে গেল মেহ্লার, ঘুরতে যাচ্ছিল গ্র্যাট, ছুরির ডগা কোনাকুনি ধরে কিডনি বরাবর সেঁধিয়ে দিল, হাতল পর্যন্ত।

আর্তনাদ করে উঠল গ্র্যাট, ছুরিটা বের করার চেষ্টা করল। কিন্তু এমন জায়গায় গেঁথেছে ওটা, শক্তি প্রয়োগ করতে পারছে না গ্র্যাট। টলে উঠল তার বিশাল শরীর। ধীর পায়ে সামনে এগোল মেহ্লার, গ্র্যাটের কাঁধে হাত রেখে এক টানে বের করে আনল ছুরিটা। মৃত্যুপথযাত্রী লোকটার দিকে না তাকিয়ে বালিতে

মুছল তারপর আবার গানবেল্ট বেঁধে নিল, হাতে নিল রাইফেল।
'বোকার দল,' অন্যদের দিকে তাকিয়ে বলল সে, 'ওর মত তোমরাও মরবে।'
ওদের অবাক করে ঝোপ ঠেলে বেরিয়ে এল মেসি, ট্যাগার্ট আর ডিলান। শ্যাননের পরিকল্পনায় ভয় পেয়ে ওদের খবর দিয়ে এনেছে ট্যাগার্ট।
ওদের সহযোগিতায় ফর-টি রাইডারদের নিরস্ত্র করল শ্যানন আর মেহ্‌লার। হ্যাভালিকের হোলস্টার থেকে পিস্তল জোড়া তুলে নিল ও, 'এগুলো থেকে গুলি বের করে নিচ্ছি,' বলল, 'তারপর ফিরিয়ে দেব। আবার আমাদের দেখা হবে, তখন এগুলো তোমার লাগবে।'
হ্যাভালিকের মাথার টুপি নিয়ে বাতাসে ভাসিয়ে দিল ও, তারপর পিস্তল থেকে গুলি ছুঁড়ে ওগুলো খালি করে হ্যাভালিকের পায়ের কাছে ছুঁড়ে মারল।
নিরস্ত্র অবস্থায় বিড়বিড় করতে করতে ঘোড়ার দিকে এগিয়ে গেল ফরটি রাইডাররা। ওরা রওনা হলে শ্যাননরা এগোল ঘোড়ার দিকে, হ্যাভালিক ছাড়া সবার পিস্তল এখন ওদের কাছে।
পাশে পৌঁছে লাগাম টানল হ্যাভালিক। 'আমরা ফিরছি না। ডেভ, তুমি আর জো হর্সহেডে চলে যাও। অস্ত্র নিয়ে জলদি ফিরে আসবে। আমাদের কাজ শেষ হয়নি।'
স্যাডলে বসে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল মেসি। দৃঢ় আবদ্ধ চোয়াল বলছে, স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে সে। 'অনেক দেখেছি। এবার শহরে যাব আমরা, টেটলোকে গ্রেপ্তার করব। এই মুহূর্ত থেকে তোমরা আমার ডেপুটি।'
শ্যাননের দিকে তাকাল ডিলান। 'কি বলো, ফ্র্যাঙ্ক? সময় হয়েছে?'
ইতস্তত করল শ্যানন, ঝুঁকির কথা ভাবল। 'ঠিক আছে। ডাক্তার ব্রেইন আর্লি আর অন্যদের সঙ্গে এখানে থাকুক মেহ্‌লার। আমরা শহরে যাই।'
র‍্যাঞ্চে পৌঁছে সময় নষ্ট করল না ওরা। ডিলানকে নিয়ে শহরগামী দলের নেতৃত্ব দিচ্ছে শ্যানন আর মেসি; কেইন ইউস্টন, শর্টি আর ট্যাগার্ট সঙ্গে যাচ্ছে। একটা দুর্দান্ত লড়াকু দল।
পুরোভাগে থেকে এগোল শ্যানন। কিন্তু খানিকটা এগোনোর পর হ্যাভালিকের দুই অনুচরের ট্রেইলের দেখা পাওয়া গেল। 'মাত্র দুজন ফিরে গেছে শহরে। হ্যাভালিকসহ বাকি সবাই এখনও এখানে!'
অনিশ্চিত ভাব ফুটে উঠল মেসির চেহারায়। 'আমাদের যাওয়া কি ঠিক হবে?'
'যাব,' বলল শ্যানন, 'মেহ্‌লারের ওপর নির্ভর করতে পারো।'
'আমার ধারণা, অস্ত্র আনতে গেছে ওরা। তাড়াতাড়ি এগোলে টেটলোর সঙ্গে ওদেরও গ্রেপ্তার করা যাবে।'
ওরা যখন শহরে পৌঁছুল, ভোর হচ্ছে। কোনরকম আলোচনার ধারে কাছে গেল না, সোজা রাস্তায় নামল ওরা। একটা ঘোড়া চোখে পড়ছে ফোর-টি ব্র্যান্ডের।
'ডিলান, তুমি আর ইউস্টন রাস্তা ধরে এগিয়ে যাও, কাউকে পেলে তুলে নেবে। ট্যাগার্ট, তুমি আর শর্টি রাস্তা কাভার দাও।'

মেসির সঙ্গে ডায়মন্ড প্যালেসের দিকে এগোল শ্যানন।

'ওরা আমাদের আগে এসে পড়েনি তো?' জিজ্ঞেস করল মেসি।

'মনে হয় না। ট্রেইলটা ওদের চেয়ে আমার বেশি চেনা। অনেক তাড়াতাড়ি এসেছি আমরা।'

প্যালেসে মাত্র একজন ফরটি কর্মী পাওয়া গেল। খাচ্ছিল, কারা এসেছে দেখে কাঁটা চামচ ফেলে দিল সে। দুটো পিস্তল কাভার করল তাকে, আর এগোনোর সাহস করল না। মিনিট খানেকের ভেতর বেঁধে ফেলা হলো লোকটাকে।

'জেরেড টেটলো কই?' বারটেন্ডারকে জিজ্ঞেস করল মেসি।

'জানি না। আমি হলে আর এক মুহূর্তও এখানে থাকতাম না।'

'আমি শেরিফ, কথাটা মনে রেখো। কোনরকম হঠকারিতা করতে গেলে মারা পড়বে।'

বন্দীকে পাহারায় রেখে গাইননাটের দিকে এগোল মেসি। রাস্তা থেকে গুলির শব্দ ভেসে এল, উবু হয়ে দৌড়ে রাস্তা পার হলো শ্যানন, বব আর্লির অফিস আর হার্নেস শপের মাঝের ফাঁকা গলিতে ঢুকে পড়ল। দৌড়ে ওয়েস্টওঅটর হোটেলের পেছনে এসে দরজা ঠেলে চট করে ভেতরে ঢুকল।

রাস্তার দিকে তাকিয়ে সামনের দরজায় দাঁড়িয়ে আছে জেরেড টেটলো, সঙ্গে কটাচুলঅলা বিশালদেহী এক লোক।

'তোমাকে গ্রেপ্তার করা হলো, টেটলো! খুন আর চুরির অপরাধে তোমার বিচার হবে!'

আড়ষ্ট হয়ে গেল বুড়োর শরীর, ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়াল সে, চেহারা ফ্যাকাসে। 'গ্রেপ্তার করছ আমাকে? তুমি?'

'লিল মেসি আমাকে ওর ডেপুটি নিয়োগ করেছে। তোমরা গানবেল্ট খুলে ফেলো!'

বিশালদেহী চওড়া কাঁধঅলা শক্তিশালী কাঠামোর লোকটা সুযোগ খুঁজছে, বুঝতে পারল শ্যানন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত উপায়ান্তর না দেখে সাবধানে গানবেল্ট খুলে ফেলল সে। এক মুহূর্ত দ্বিধা, তারপর টেটলোও অনুসরণ করল তাকে।

পিস্তল দুটো তুলে নিল শ্যানন, আসামীদের নিয়ে রাস্তায় নেমে এল। উইনচেস্টার হাতে স্টেজ স্টেশনের সামনে পশ্চিম শহরের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে লিল মেসি, তার দিকে তাকাল।

'ইউস্টন ঝামেলায় পড়েছিল,' ব্যাখ্যা করল মেসি। 'কিন্তু ওর প্রতিপক্ষ, হার্পার নামে একলোক, মাটিতে পড়ার আগে মারা গেছে।' টেটলো আর কটাচুলঅলাকে, পরে জানা গেছে তার নাম স্যাইভ কার্লসন, জেলে পোরা হলো, পুরো শহর তল্লাশি করল প্যাসিবাহিনী। ফরটির মাত্র ছ'জন রাইডারকে আটক করতে সক্ষম হলো তারা। অস্ত্রের জন্যে যাদের পাঠিয়েছিল হ্যাভালিক, ওদের পাওয়া গেল না।

দ্রুত কাজ করল লিল মেসি। দুপুরের স্টেজে তিনটে বার্তা পাঠাল সে কাছের টেলিগ্রাফ স্টেশনে, একটা এখানকার ঘটনাবলী ব্যাখ্যা করে গভর্নরকে লেখা, কি

কি পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে বিস্তারিত উল্লেখ করেছে।

নিজের ডেস্কে বসে মেসি, পায়চারি করছে শ্যানন, এই সময় হাজির হলো বেন টেটলো। 'শুনলাম তোমরা বাবাকে গ্রেপ্তার করেছ?'

'ঠিক। ওর বিচার হবে।'

'আমার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ...?'

'এখনও না।'

'বাবার সঙ্গে দেখা করা যাবে?'

'আপত্তির কারণ দেখি না।'

গানবেল্ট খুলে রাখল বেন টেটলো। শ্যাননের দিকে তাকাল। 'এসবে তোমার ভূমিকা কি?'

'ডেপুটি।'

'একজন খুনী!'

'যা খুশি বলতে পারো, তবে আমি যেচে কখনও ঝামেলা বাধাইনি।'

'এবার,' তিক্ত কণ্ঠে বলল বেন, 'বাবাকে নিশ্চয়ই হত্যা করবে?'

'অনর্থক ঝগড়া বাধাতে যেয়ো না,' শান্ত কণ্ঠে জবাব দিল ফ্র্যাঙ্ক। 'তোমার বাবা জোর করে এ-শহরটা দখল করে নিতে চেয়েছিল, প্রাপ্য সাজা পাবে সে...আইনসঙ্গতভাবে।'

ওর কণ্ঠে এমন কিছু ছিল, বিশ্বাস করল বেন টেটলো। জবাব না দিয়ে করিডর ধরে এগোল সে।

কয়েক বছর বয়স বেড়ে গেছে যেন জেরেড টেটলোর, পাথরের মত কঠিন দৃষ্টি তার চোখে। 'বেন, হ্যাভালিককে খবর দাও! এখান থেকে বেরোতে চাই আমি!'

'তোমাকে জোর করে বের করবে?'

'বোকার মত কথা বোলো না,' বিরক্তির সঙ্গে বলল জেরেড টেটলো, 'নইলে কীভাবে?'

'না, আদালতে দাঁড়াতে হবে তোমাকে।'

'আমাকে?' চেহারা বেঁকে গেল বুড়োর। 'ছিচকে চোরের মত বিচার হবে জেরেড টেটলোর? ভাবতেও পারিনি আপন ছেলের মুখে একথা শুনতে হবে! জলদি বেরোও! আমি বলছি হ্যাভালিকের কাছে যাও!'

'এর মধ্যে আমি নেই, বাবা। এই ঝামেলা শেষ হবার পর তোমার টাকার প্রয়োজন হবে, আশ্রয় লাগবে, আমি হ্যাভালিককে জানাব তুমি এখানে, কিন্তু আইন ভাঙার ব্যাপারে আমাকে পাবে না।'

বেনের গমন পথের দিকে চেয়ে রইল জেরেড টেটলো, ঘৃণা ফুটে উঠল দৃষ্টিতে। ক্রোধে ঘুরে দাঁড়াল সে, বাংকের দিকে এগিয়ে গেল।

নিজের অস্ত্র তুলে নিল বেন। 'আমার গরু সরিয়ে নিতে বাধা নেই তো?'

'মোটেই না,' বলল মেসি, 'তবে অন্যান্য র‍্যাঞ্চারের ক্ষতিপূরণের জন্যে তোমার কিছু গরু রেখে দেয়া হবে।'

গম্ভীরভাবে মাথা দোলাল বেন। 'আপত্তি নেই। আমার লোকের সাহায্যেই

গরু ভাগ করে দেব।'

'কম্বওঅশের পুবে টেক্সাস ফ্ল্যাট নামে একটা জায়গা আছে, রিজটা পুব দিকে দেয়ালের কাজ করবে, ওখানে তোমার গরু রাখতে পারো,' গরু নিয়ে যাবার পথ বাতলে দিল শ্যানন।

'ধন্যবাদ,' শ্যাননদের সামনে অস্বস্তি বোধ করছে বেন। বেরিয়ে যেতে উদ্যত হলো সে, দোরগোড়ায় পৌঁছে ইতস্তত করল, 'কারপেন্টারের ব্যাপারটায়,' বলল সে, 'আমার হাত ছিল না।'

'জানি,' ডেস্ক থেকে মুখ তুলে তাকাল মেসি। 'তোমার সঙ্গে আমাদের বিরোধ নেই, বেন।'

'কার্লসনকে গ্রেপ্তার করছ তোমরা,' আবার বলল বেন, 'ও নির্দোষ।'

'আমরা দেখব ব্যাপারটা,' কথা দিল মেসি, 'নির্দোষ হলে ছাড়া পাবে।'

যেমন হঠাৎ শুরু, তেমনি অবসান হলো সঙ্কটের। হর্সহেডের ব্যবসাবাণিজ্য আবার শুরু হলো, স্টেজ কোচের আসা-যাওয়া ড্রামার আর অন্যান্য যাত্রীর আগমন ঘটল। গভর্নরের অফিস থেকে একজন প্রতিনিধি এল সাক্ষীদের জবানবন্দী নিতে। ঘোষণা করা হলো, মামলার নিস্পত্তির জন্যে বিশেষ আদালত গঠন করা হবে।

জেলেই আছে জেরেড টেটলো। হ্যাভালিক বা অ্যান্ডি টেটলোর কোন খবর নেই। উপত্যকা থেকে দলের অবশিষ্ট সদস্যরা শহরে ফিরেছে, মিসেস কারপেন্টার এবং নিজের ক্ষতিপূরণ গ্রহণ করার জন্যে বব আর্লির বাসায় উঠেছে রিটা উইলিয়ামস।

শহরের বিভিন্ন বাড়ির চিমনি থেকে ক্ষীণ ধোঁয়ার রেখা অলস ভঙ্গিতে আকাশের দিকে উঠে যাচ্ছে। কুয়াশাচ্ছন্ন সকালে নতুন উদ্দীপনায় দিন শুরু হলো হর্সহেডে। এস-আর রেঞ্জে রিটার গরু চরে বেড়াচ্ছে।

এল প্যাসো থেকে জীগার নামে একজন ল-ইয়ার এল জেরেড টেটলোর পক্ষে মামলা পরিচালনা করার জন্যে। জ্যাক হ্যারোওর হত্যাকাণ্ডসহ আরও অন্তত দশ বারটা অভিযোগে তার বিচার হবে। এখন কদাচিৎ শহরে আসে বেন টেটলো। মাসের শেষের দিকে একবার শ্যাননের সঙ্গে দেখা করতে এল সে। ওয়েস্টওঅটর হোটেলে রিটার সঙ্গে ডিনার করছিল শ্যানন।

'শুনলাম তুমি গরু কেনার কথা ভাবছ?'

'হ্যাঁ। বসো?'

ইতস্তত করে চেয়ারের দিকে হাত বাড়াল বেন। 'কতগুলো লাগবে? নগদ টাকা দরকার আমাদের।'

'দামের ওপর নির্ভর করছে। যতগুলো সাধ্যে কুলোয়।'

'ন্যায্য দামেই দেব আমি,' ব্যাখ্যা করল বেন, 'অন্য জায়গায় বেচতে হলে অন্তত দেড়শো মাইল পথ পাড়ি দিতে হবে, ফলে গরু শুকিয়ে যাবে, তাছাড়া বড় কথা, হাতে সময় নেই।'

দীর্ঘ সময় দর কষাকষি করল ওরা। অবশেষে ভ্যালি-অভ-দ্য-হুইস্পারিং উইন্ড-এ

হস্তান্তর করা হবে, এই শর্তে এক হাজার গরু কেনার চুক্তি করল শ্যানন।

বেন বিদায় নিলে রিটার দিকে তাকাল শ্যানন।

'ক্যাটল ড্রাইভে ওর সঙ্গে তুমিও থাকবে?' জিজ্ঞেস করল রিটা।

'নিশ্চয়ই। কেইন আর শর্টিকে নেব সঙ্গে। গরুগুলো একবার উপত্যকায় আনতে পারলেই আর ভয় নেই,' রিটার বাহুতে হাত রাখল শ্যানন। 'গরু রেখে তারপর তোমাকে নিতে আসব।'

রিটার চোখে উদ্বেগের ছায়া পড়ল। 'এখনও হ্যাভালিকের কথা ভাবছ?'

'হয়তো। দুদিন আগে ড্রাই ওঅশে দশ বারটা ঘোড়ার ট্র্যাক দেখেছে মেহ্‌লার। বেন না বললেও, জানি তার গরু খোয়া যাচ্ছে।'

'বেনের গরু চুরি করছে, ওরা?'

'একে চুরি বলবে না ওরা। অ্যান্ডি ওদের সঙ্গে আছে, গরুর পালে তারও অধিকার কম নয়। এখনও নিজেদের ফরটির লোক হিসেবে ভাবছে ওরা।'

'টেটলোর সাজা হলে হ্যাভালিক বিদায় নেবে?'

'না,' সত্যি কথা বলাই ভাল, ভাবল শ্যানন। 'মনে হয় না। আমার মোকাবিলা না করে যাবে না, আমাকে হত্যা করতে চায় ডি হ্যাভালিক!'

দশ

টেক্সাস ফ্ল্যাটের সীমানায় দাঁড়িয়েছিল বেন টেটলো, এই সময় বাকস্কিনের পিঠে গরুর পালের দিকে এগিয়ে গেল ফ্র্যাঙ্ক শ্যানন। ক্লান্ত দেখাচ্ছে ওকে, চেহারায় উদ্বেগের ছাপ।

'তোমার গরু আলাদা করে রেখেছি,' বলল বেন। 'বেশির ভাগ বাছুর।'

সাবধানে গরুগুলো জরিপ করল শ্যানন। জড়াজড়ি করে দাঁড়িয়ে নেই ওরা, কি ধরনের গরু পেতে যাচ্ছে বুঝতে অসুবিধে হলো না। বেন ওকে আজেবাজে কিছু গছিয়ে দেয়ার চেষ্টা করেনি।

'ভালই তো মনে হচ্ছে,' বলল ও, 'তোমার কথাই সই, গোনার ঝামেলায় যেতে চাই না।'

কাউহ্যান্ডদের নির্দেশ দেয়ার জন্যে ঘুরে দাঁড়াল বেন। শ্যাননের কাছে এসে দাঁড়াল মেহ্‌লার। 'এক হাজারের কম না, সিনর। বেশিও হতে পারে।'

'হ্যাঁ!'

রেকাবে দাঁড়িয়ে কর্মীদের নির্দেশ দিল বেন। পালের দিকে এগিয়ে গেল রাইডাররা। মন্থর গতিতে শুরু হলো চলা। বিশাল গরুর পালকে এগোতে দেখে মৃদু উত্তেজনা বোধ করল শ্যানন। কদিন পর এগুলোর মালিক হতে যাচ্ছে ও, এগুলো ওর নিজস্ব রেঞ্জে চরে বেড়াবে। এই প্রথম নিজের কিছু সম্পত্তি হতে যাচ্ছে।

'ভাল একটা জায়গা পেয়েছ, মনে হচ্ছে,' পুরোভাগে ওর সঙ্গে যোগ দিয়ে

জিজ্ঞেস করল বেন টেটলো।

'এলাকার সেরা। শীতের জন্যে খড় জমিয়ে রাখতে হবে, কিন্তু ঘেসো জমিগুলো দারুণ পেয়েছি, বেশির ভাগ ওয়েস্টার্ন রেঞ্জের তুলনায় অনেক গরু পুষতে পারব। কয়েকটা শাখা উপত্যকা আছে, কাজে লাগানো যাবে।'

বেশ কয়েক মাইল নীরবে এগোল ওরা।

'বাবার কি হবে?' আচমকা জিজ্ঞেস করল বেন টেটলো।

'বলতে পারব না। আমার বিশ্বাস এদেশের জনমত বদলে যাচ্ছে। লোকজন এখন আইনের শাসন চায়, সেজন্যে যে কোন ত্যাগ স্বীকারে দ্বিধা করবে না। নেস্টররা আসছে এদিকে, তাদের অনেকেই আশা করবে এই মামলাটার নিষ্পত্তি আদালতে হোক।'

'এই যে পরিবর্তনের কথা বলছ, এর ফলে তোমার কিংবা হ্যাভালিকের মত লোকদের অসুবিধে হবে না?'

'মোষের পালের মত আমরাও আজকাল পুরোনো হয়ে যাচ্ছি। সেজন্যেই গরু কিনেছি আমি। নিজের গরু পুষব, আর দূরে থাকব ঝামেলা থেকে।'

টেক্সাস ক্যানিয়ন আর নর্থ ফর্কের মাঝে ক্রমশ সংকীর্ণ হয়ে যাওয়া ফোকরের দিকে তাকাল শ্যানন। ওর মনের কথা বুঝতে পেরেই যেন হঠাৎ ওকে অতিক্রম করে গেল কেইন ইউস্টন, এগোল টেক্সাসের দিকে। নর্থ ফর্কের দিকে গেল শর্টি। উদ্যত পিস্তল হাতে ঝোপঝাড় আর পাথর স্তূপ তন্নতন্ন করে খুঁজল।

'কিছুই অপরিবর্তনীয় থাকে না,' বলল শ্যানন। 'মানুষকে সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে হয়। অতীতকে ধরে রাখা যায় না। একই পথে সারাজীবন চলাও যায় না, নতুন পথে চলতে শেখাটাই আসল কথা।'

বেনের দিকে তাকাল ও। 'তুমি তা শিখেছ।'

কাঁধ ঝাঁকাল বেন। 'বাবা বলে আমি নাকি আমার মায়ের মত হয়েছি।'

'তা হতে পারে। তোমাদের এই প্রজন্মের তুমি প্রথম, তোমার ছেলেপুলে হবে, ওদের বেশিরভাগ তোমার পথ বেছে নেবে।'

টেক্সাস ফ্ল্যাট থেকে নর্থ পয়েন্টের দিকে গেছে ট্রেইলটা, উত্তরে বাঁক নিয়েছে। রাতের আগেই ওরা ডার্ক লেকে পৌঁছুতে পারবে, ভাবল শ্যানন। ওখান থেকে পুবে পর্বতমালার দিকে গেছে একটা ট্রেইল, সেখান থেকে উপত্যকায়। এখন যেহেতু কেউ পিছু ধাওয়া করছে না, উপত্যকার অবস্থান গোপন করা তাই অপ্রয়োজনীয়; ঘুরপথে যাবার দরকার নেই। ঠিক দুপুরে 'নচ'-এর ভেতর দিয়ে এগোল ওরা। নচের দূরবর্তী প্রান্তের কাছে দুপুরের খাবারের জন্যে থামল। শ্যাননের দিকে এগিয়ে এল কেইন ইউস্টন, স্যাডল থেকে নামল। তার চওড়া চোয়ালে খোঁচা খোঁচা দাড়ির জঙ্গল, রুক্ষ কঠিন দেখাচ্ছে। বিশাল শরীর নিয়ে বেড়ালের মত নিঃশব্দে শ্যাননের কাছে এল সে, হাঁটু গেড়ে বসল। মাথা নেড়ে পশ্চিমে ইঙ্গিত করল। 'আমাদের কাছাকাছি আছে ওরা। ওদিকে টাটকা ট্র্যাক দেখলাম।'

'কতগুলো?'

'পাঁচজনের। পুবেও কয়েকজনকে দেখেছে শর্টি।'

খাবার শেষ করে উঠে দাঁড়াল শ্যাননন। সদলে বসে থাকা বেন টেটলোর দিকে এগিয়ে গেল। 'দলবল নিয়ে পাহাড়ে ওত পেতেছে হ্যাভালিক,' বলল। 'তোমরা শুধু গরু সামলাবে, আর কিছু করার দরকার নেই, হ্যাভালিককে আমাদের হাতে ছেড়ে দাও।'

পুরো দলের ওপর নজর বোলাল ও। এরা সবাই ফরটির রাইডার ছিল, পাহাড়ের ওই লোকগুলোর সঙ্গে কাজ করেছে। অবশ্য এরা সৎ লোক, গানম্যান নয়, কাউহ্যান্ড। ক্যাটলড্রাইভ আর দৈনন্দিন কাজে শ্যাননের পরিচয় পেয়েছে।

গরুর মাংস আর সিমের দানাভরা প্লেট থেকে মুখ তুলে তাকাল রুক্ষ চেহারার একজন।

'পঁচিশ তিরিশজনের বিরুদ্ধে তিনজন?'

নড়েচড়ে বসল স্যুইড কার্লসন। 'হ্যাভালিককে আমার পছন্দ নয়, তাছাড়া লড়াই শেষ হয়ে গেছে। সাহায্য লাগলে বোলো, আমি আছি।'

'ধন্যবাদ।'

রুক্ষ চেহারা মাটিতে থুতু ফেলল। 'আমি গরু সামলাব।'

নীরব বসেছিল বেন টেটলো, এবার মুখ তুলল। 'সীমা অতিক্রম করলে পস্তাতে হবেই। আমি একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি, অটল থাকব তাতে! আমার কথা হলো, হ্যাভালিক বা অ্যান্ডিকে সাহায্য করার কথা ভাবছে এমন কেউ এখানে থাকলে এখনই বিদায় হও। গোলমাল হলে যাদের ইচ্ছে সামলাবে, ইচ্ছে হলে শ্যাননকে সাহায্য করতে পারো। এটা তোমাদের ব্যক্তিগত ব্যাপার। আমি গরুর কাছে থাকব। আপন ভাইয়ের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরতে পারব না। আরেকটা কথা। শ্যাননকে যারা সাহায্য করবে, অ্যান্ডির কাছ থেকে তারা দয়া আশা কোরো না। দেখে শুনে গুলি করবে না ও। অ্যান্ডি আমার ভাই, কিন্তু ওর হাতে কেউ মারা যাক আমি চাই না।'

আগুনের কাছ থেকে সরে গেল সে। বিছানার দিকে এগিয়ে গেল কেইন ইউস্টন। অতিরিক্ত পিস্তলটা বের করে নিয়েছে। জোড়া পিস্তল হাতে থাকলে ওর সঙ্গে পাল্লা দেয়ার লোক পাওয়া মুশকিল। শ্যানন একবার ওকে হারিয়েছিল, কিন্তু ওই একবারই।

শিঙ দুলিয়ে উত্তরে এগিয়ে চলল গরুর পাল। ধুলোর মেঘে ঢাকা পড়ল চারদিক। গরুর হাম্বা রব আর কাউহ্যান্ডের চিৎকার ছাড়া আর কোন শব্দ নেই। সবার সামনে ট্রেইল স্কাউট করতে করতে এগোচ্ছে শ্যানন।

বিপদের আশঙ্কা করছে সবাই। অলস ভঙ্গিতে এগোচ্ছে কেইন ইউস্টন, টুপির তোবড়ানো কিনারার নিচে অবিরাম সতর্ক নজর বোলাচ্ছে তার চোখ।

হ্যাভালিক যদি হামলা চালানোর পরিকল্পনা নিয়েও থাকে, উপত্যকায় পৌঁছুনোর আগে তা করবে না সে। শ্যাননের সঙ্গে বেনের চুক্তির শর্ত না জানা থাকলেও দলের লোকদের মতামতের কথা তাকে ভাবতে হবে। তবে বলা যায় না, হামলা চালিয়ে বসতেও পারে।

উপত্যকায় না পৌঁছুনো পর্যন্ত এগুলো টেটলোর গরু। কিন্তু ওখানে যাবার

সঙ্গে সঙ্গে মালিকানা শ্যাননের ওপর বর্তাবে, হামলা করায় বাধা থাকবে না।

দিন গড়িয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশ অস্থির আর বিরক্ত হয়ে উঠল শ্যানন। দ্রুত ব্যাপারটার নিষ্পত্তি চাইছে ও। পালের সামনে এগোচ্ছে, মুহূর্তের জন্যেও দৃষ্টি স্থির হচ্ছে না, সমগ্র অস্তিত্ব সজাগ।

নিজের জীবন ছাড়াও অনেক কিছু আজ হুমকির মুখে। নিজের কাছে, রিটার কাছে বাঁধা ও। কিন্তু বিপদ যখন আসবেই, তাড়াতাড়ি আসুক, চুকে যাক সব ঝামেলা।

শ্যাননকে চেনে কেইন ইউস্টন, তাই সতর্ক নজর রাখছে ওর ওপর। অ্যাকশন শুরু হলে মারাত্মক পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে। ফ্র্যাঙ্ক শ্যাননের সহ্য ক্ষমতা অনেক, কিন্তু কেইন বুঝতে পারছে, তারও শেষ সীমায় পৌঁছে গেছে ও।

হঠাৎ বাতাসে ধুলোর গন্ধ পেল শ্যানন। ঘোড়া ঘুরিয়ে দূরে সরে গেল ও। ওদের পথের ওপর দিয়ে যাওয়া চারটে ঘোড়ার ট্র্যাক খুঁজে পেল। সাঁই করে বাকস্কিন ঘুরিয়ে ওদের পিছু নিল।

ট্রেইল থেকে বড়জোর পঞ্চাশ গজ দূরে একটা পাথরের আড়ালে একসঙ্গে অপেক্ষা করছিল ওরা। বালির ওপর দিয়ে বাকস্কিনের আগমন টের পেল না।

উরুর ওপর ডানহাত স্থির রেখে রাশ টেনে ঘোড়া থামাল শ্যানন। 'ঝামেলা করার মতলব, না এমনি যাচ্ছ?'

বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে ঝট করে তাকাল ওরা। চারজনই শক্তপোক্ত গড়নের লোক।

'তোমার তাতে কি?' বিশালদেহী চওড়া চোয়ালঅলা একজন বলল।

কঠিন দৃষ্টি শ্যাননের চোখে। পুরো এক মিনিট চুপ করে রইল। বুঝতে পারছে কি যেন মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে বুকের ভেতর। ঘোড়া আরও সামনে বাড়াল ও।

'তোমরা ফরটি রাইডার। ওই গরুগুলো আমার র‍্যাঞ্চে পৌঁছুনোর আগ পর্যন্ত ফরটিরই থাকবে, কিন্তু আমি চাই না আজেবাজে লোকজন আমার গরুর আশপাশে ঘুরঘুর করুক। ঠাট্টা করছি ভেবে থাকলে পিস্তলের দিকে হাত বাড়াতে পারো।'

খুদে ক্যানিয়নে দীর্ঘসময় নীরবতা বিরাজ করল। চওড়া চোয়াল প্রতিবাদ করতে চাইল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারল, মৃত্যুর দিকে তাকিয়ে আছে সে।

ক্রোধ জেগে উঠল শ্যাননের বুকে। আরও সামনে এগোল। মনিবের মনোভাব বুঝতে পেরে কাঁপতে শুরু করেছে বাকস্কিন। 'কই, বের করো! গোলমাল করতে চাইলে শুরু করে দাও? নয়তো ছোটো, সীমানা পেরোনোর আগে থামবে না।'

চওড়া চোয়ালের লড়াই করার ইচ্ছে, খেপে গেল সে। 'কক্ষনো পালাব না! আমি–!' পিস্তলের বাঁট জাপটে ধরল। বাকস্কিনের পেটে স্পার দাবাল শ্যানন।

আতঙ্কিত খরগোশের মত সামনে লাফ দিল বাকস্কিন। প্রচণ্ড ধাক্কা লাগল প্রতিপক্ষের ঘোড়ায়, ভারসাম্য হারিয়ে টলে উঠল ওটা, আছড়ে পড়ল। অশ্বারোহী দলের মাঝখানে নিজেকে আবিষ্কার করল শ্যানন, গুলি করল না, পিস্তলের ব্যারেল

দিয়ে আঘাত হানতে লাগল।

একজনের ঠিক খুলিতে লাগল পিস্তলের ব্যারেল, স্যাডল থেকে পিছলে পড়ল সে। আরেকজনের গাল কেটে দুভাগ হয়ে গেল। পাঁই করে ঘোড়া ঘুরিয়ে ঝড়ের বেগে দক্ষিণে ছুটল সে, ক্ষত থেকে ঝরঝর করে রক্ত ঝরছে।

ঘোড়ার নিচ থেকে বেরোনোর চেষ্টা করছে চওড়া চোয়াল। অবশিষ্ট একজন মাথার ওপর দুই হাত তুলে পিছিয়ে গেল। এই প্রথম কাউকে এমন ক্রুদ্ধ হতে দেখছে সে।

'ছেড়ে দাও!' চিৎকার করল লোকটা, 'হার মানছি!'

যেমন খেপে উঠেছিল তেমনি হঠাৎ শান্ত হলো শ্যানন। 'যাও, সঙ্গীকে ঘোড়ার নিচ থেকে বের করো।'

গানবেল্ট খোলার জন্যে হাত বাড়াল লোকটা।

'দরকার নেই,' বলল শ্যানন। 'পিস্তল থাকুক। লাগবে।'

সাবধানে স্যাডল থেকে নামল লোকটা। ধরাশায়ী ঘোড়ার লাগাম ধরে উঠতে সাহায্য করল ওটাকে। একই ভঙ্গিতে শুয়ে রইল চওড়া চোয়াল। 'আমার পা ভেঙে দিয়েছ!' তিক্ত কণ্ঠে বলল সে, 'গুঁড়িয়ে গেছে!'

'বাড়াবাড়ি করছিলে তুমি, অ্যামিগো। কাজ করার আগে পরিণামের কথা ভাবতে হয়।' স্যাডল থেকে নেমে পড়ল শ্যানন। 'তোমার পা বেঁধে দিচ্ছি। তারপর ইচ্ছে করলে আমাদের ক্যাম্পে আসতে পারো, চলাফেরা করার অবস্থা নেই তোমার।'

দুজনে মিলে লোকটার পা বেঁধে দিল। ব্যান্ডেজ বাঁধা শেষ হবার আগেই জ্ঞান ফিরে পেয়ে গোঙাতে শুরু করল অন্যজন। ঝট করে তার দিকে তাকাল শ্যানন। 'ওর পিস্তল বের করে নাও। হঠাৎ গুলি করে বসতে পারে।'

ইতস্তত করল লোকটা। 'আমাকে বিশ্বাস করছ?' কণ্ঠে অবিশ্বাস।

'তুমি কঠিন মানুষ,' বলল শ্যানন, 'কিন্তু নির্বোধ নও।'

ধরাশায়ী লোকটার ঘোড়া ধরল শ্যানন, তারপর নিজেরটা। মেক্সিক্যান হ্যাট দুহাতে মাথা ধরে রেখেছে।

'ক্যাম্পের দিকে যাব আমরা,' বলল শ্যানন। 'এই যে মাথা ফাটা, গোলমাল করবে না কেটে পড়বে, বলে ফেলো!'

'গোলমাল?' যন্ত্রণায় চোখমুখ কুঁচকে তাকাল লোকটা। 'গোলমালের সাধ মিটে গেছে আমার!'

সন্ধ্যা নাগাদ উপত্যকায় পৌঁছুল ওরা, সামনে ছেঁড়া ছেঁড়া কুয়াশায় ঢাকা বিস্তৃত প্রান্তর। দূর পাহাড়ের সন্ধ্যার নীল রঙ, সুউচ্চ চূড়াগুলো এখনও অস্তগামী সূর্যের লালচে আভায় উজ্জ্বল লাগছে।

'খোদা!' রুদ্ধশ্বাসে বলল বেন টেটলো, 'কি সুন্দর!'

ওদের পেরিয়ে গেল গরুর পাল। দুদিন একনাগাড়ে চলার পর এই প্রথম তাজা ঘাস পানি আর ফুলের গন্ধ পেয়েছে। আপনাআপনি ছুটতে শুরু করল ওরা। ছড়িয়ে পড়ে ঘাসে মুখ দাবাল।

হঠাৎ একটা শব্দ শুনে কান পাতল সবাই। বাতাসে ফিসফিস গুঞ্জন, বোঝা যায় কি যায় না! কানখাড়া করে এগোল গরুর পাল, মাঝে মাঝে থেমে মুখ ভরে ঘাস তুলে নিচ্ছে।

'এটাই আমার ঠিকানা,' বলল শ্যানন।

একসঙ্গে উপত্যকার ওপর দিয়ে কেবিনের দিকে নীরবে এগোল সবাই।

সকালে ফরটি রাইডাররা বিদায় নিল। শুধু কেইন ইউস্টন আর শর্টি রইল শ্যাননের সঙ্গে। হ্যাভালিক বা তার দলের দেখা নেই।

দুদিন পর। রেঞ্জের প্রান্তে গরুর পালের মাঝে ঘুরতে ঘুরতে ফ্র্যাঙ্কের পাশে ঘোড়া থামাল রিটা। 'এবার, ফ্র্যাঙ্ক?' জিজ্ঞেস করল, 'একসঙ্গে থাকব আমরা?'

'এখন নয়। হ্যাভালিক এখনও বেঁচে।'

'তাতে কি? আমি তো ভয় পাই না।'

জবাব দিতে গিয়েও চুপ করে রইল শ্যানন।

ঘোড়ায় চেপে র‍্যাঞ্চে ফিরে এল ওরা। সিঁড়িতে বসে শিস বাজাচ্ছিল শর্টি, ওরা কাছে আসতে মুখ তুলে তাকাল তারপর মাথা নেড়ে জিন চাপানো ঘোড়ার পাশে দাঁড়ানো এক আগন্তুককে দেখাল। 'টেটলো তোমার সঙ্গে দেখা করতে চায়। এর হাতে খবর পাঠিয়েছে।'

অচেনা লোকটাকে জরিপ করল শ্যানন। 'হ্যাভালিকের কোন খবর জানো?'

'খুব বেশি নয়।' স্বীকার গেল আগন্তুক। 'দলের প্রায় সবাই ওকে ছেড়ে গেছে। খেপে আছে সে। আমিও তার সঙ্গে ছিলাম, কিন্তু সহ্য করতে না পেরে চলে এসেছি। অ্যান্ডি ছাড়া আর কারও পক্ষে ওর সঙ্গে তাল মেলানো কঠিন।'

'কজন আছে তার সাথে?'

'ছ'জন হবে। ওয়েস্টকে মেরে ফেলেছে। অন্যরা সুযোগ মত কেটে পড়েছে।'

'টেটলো কি চায়?'

'জানি না।'

লিভারি আস্তাবলের সামনে বাকস্কিন রেখে কেইনকে ওটার যত্ন নিতে বলল শ্যানন। আদেশ পালন করল সে। দুজন একসঙ্গে সেতু পেরিয়ে পুব শহরের দিকে এগোল।

ওরা শেরিফের কামরায় ঢুকলে মুখ তুলে তাকাল লিল মেসি। 'আরে, তোমরা যে! অনেকদিন পর! টেটলো তোমাকে খুঁজছে, ফ্র্যাঙ্ক।'

'সবার খবর কি?'

'খুব ভাল! গত দুসপ্তাহ শহরে কোন মারপিট বা গোলাগুলি হয়নি। ব্যবসা-বাণিজ্যও জমে উঠেছে।'

সেলে যাবার দরজা খুলে দিল শেরিফ। করিডর ধরে এগোল শ্যানন। টেটলোর সেলের সামনে থামল। হ্যাভালিক বা অ্যান্ডি ওকে জেল ভেঙে নিয়ে যাবার চেষ্টা করেনি, কিন্তু এতটুকু নরম হয়নি টেটলো। গরাদের সামনে এসে দাঁড়াল বুড়ো। 'তুমি আসবে ভাবিনি,' নিষ্প্রাণ কণ্ঠে বলল। তারপর চুপচাপ গরাদ

ধরে দাঁড়িয়ে রইল সে, দৃষ্টিতে বিজয়ের আভাস। ওর চেহারা জরিপ করল শ্যাননন।

'বেনের কাছ থেকে তোমার কিছু গরু কিনেছি। চমৎকার গরুগুলো,' বলল ও।

'গরু বিক্রি করার অধিকার ওকে কে দিয়েছে—তাও আবার তোমার কাছে!'

'পুরুষ মানুষের মত ঠিক কাজ করেছে ও।'

বিভ্রান্ত শ্যানন। কেন ওকে ডেকে পাঠিয়েছে বলেনি জেরেড টেটলো। অপেক্ষায় রইল ও।

'ইউস্টনের দিকে খেয়াল রেখো, যদি ভাল চাও,' বলল টেটলো, 'তোমার সাথে ওকেও হত্যা করার কথা ভাবছে অ্যান্ডি।'

'কেইনের সঙ্গে না লাগলেই ভাল করবে সে। কেইন সম্পর্কে কিছু জানো না তুমি, জেরেড টেটলো, অ্যান্ডিও জানে না। অবিশ্বাস্য ক্ষিপ্র সে।'

এক মুহূর্ত ইতস্তত করল ও। 'আমাকে ডেকেছ কেন?'

ওর দিকে চেয়ে রইল জেরেড টেটলো। তারপর ঘুরে দাঁড়াল। 'বলব না,' হঠাৎ বলল সে।

মস্তিষ্কে মৃদু সতর্ক সঙ্কেত অনুভব করল শ্যানন। সাবধানে ঘাড় ফিরিয়ে করিডর বরাবর তাকাল। শেষ মাথায় একটা জানালা, কিন্তু কাউকে দেখা গেল না। টেটলোর ওপর চোখ রেখে গরাদের কাছ থেকে সরে এল ও।

টেটলোর কালো কোট কোঁচকানো, গালে খোঁচা খোঁচা দাড়ি—নীচ…কোণঠাসা অর্ধভুক্ত নেকড়ের মত লাগছে।

'তাহলে গেলাম,' বলল শ্যানন।

সামনে এগিয়ে দরজার হাতলে হাত রাখল ও, হঠাৎ কথা বলে উঠল জেরেড টেটলো, 'হয়তো দেখতে চেয়েছিলাম মরার আগে মানুষের চেহারা কেমন হয়।'

ইতস্তত করল শ্যানন, মাথার ভেতর দ্রুত চিন্তা চলছে। অবশেষে বেরিয়ে এসে দরজা আটকে দিল ও।

মুখ তুলে তাকাল মেসি, চারদিকে চট করে একবার নজর বুলিয়ে ওকে পাশ কাটিয়ে দরজার দিকে এগিয়ে গেল শ্যানন। দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে রাস্তার এ মাথায় ও মাথায় চোখ বোলাল।

'কি বলল?'

জবাব দিল না শ্যানন। বাইরে রাস্তায় নেমে থমকে দাঁড়াল। সেতুর ঠিক মাঝখানে সরাসরি এদিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে এক লোক।

অ্যান্ডি টেটলো, কেইন ইউস্টনের ওপর চোখ।

বারান্দার চালার নিচে বিশালদেহী কেইন ইউস্টন।

এক পা সামনে এগোল অ্যান্ডি, তারপর উদ্ধত ভঙ্গিতে বলে উঠল, 'ইউস্টন, এবার!'

চালার ছায়া থেকে বেরিয়ে এল কেইন, ঘাড় বাঁকিয়ে একটু সামনে ঝুঁকে রয়েছে, পিস্তলের বাঁটের কাছে নড়াচড়া করছে হাতের আঙুল। রাস্তায় নেমে এল সে. কথা বলল না।

এসব ব্যাপারে অভিজ্ঞ শ্যানন বুঝতে পারল, বিস্মিত হয়েছে অ্যান্ডি। কেইন সম্পর্কে অনেক কিছু জানা থাকা সত্ত্বেও অ্যান্ডিকে বলেনি হ্যাভালিক'। অ্যান্ডির হাবভাবে মনে হচ্ছে সহজে কেইনকে হত্যা করার কথা ভেবেছিল সে। কিন্তু বিশাল কেইনের মাঝে ভয়ের লেশমাত্র নেই। শিকারী সিংহের মত সহজ পদক্ষেপে রাস্তায় নেমে এসেছে–বিপজ্জনক!

'আমি তোমাকে খুন করতে যাচ্ছি, ইউস্টন!' চুপচাপ দাঁড়ানো কেইনের দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে বলল অ্যান্ডি টেটলো। অপ্রয়োজনীয় এই চিৎকারের মধ্যে দিয়ে পরিষ্কার হয়ে গেল সবকিছু।

বেড়ালের মত নিঃশব্দে সামনে এগোল কেইন ইউস্টন। এই প্রথম বিপদ টের পেল অ্যান্ডি। ভয় পাওয়া দূরে থাক, এই লোকটা আগ্রহের সঙ্গে লড়াইকে স্বাগত জানাচ্ছে।

এক পা পিছিয়ে গেল সে, পিস্তলের দিকে এগিয়ে গেল তার দু'হাত।

খাপ থেকে বেরিয়ে এল পিস্তল দুটো, কিন্তু অ্যান্ডির আঙুল ট্রিগারে চেপে বসার আগেই আগুন ঝরাল ইউস্টনের পিস্তল। অ্যান্ডির কাঁধে লাগল একটা বুলেট, এক কদম পিছিয়ে গেল সে, লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো তার গুলি। আরেকটা বুলেট গাঁথল বুকে, দুটো আশ্রয় নিল পেটে। গুলি করল অ্যান্ডি, সেতুর রেলিংয়ে লাগল ওটা। রেলিংয়ের ওপর আছড়ে পড়ল সে, নিজেকে সামলানোর চেষ্টা করল, সোজা হয়ে দাঁড়াল অবশেষে। মৃত্যুর আগে আবার ইউস্টনের মুখোমুখি হতে চাইল, কিন্তু সামান্যতম দয়া দেখাল না কেইন।

ট্রিগার টিপতে এগিয়ে গেল সামনে। টেটলোর হাঁটুতে লাগল একটা বুলেট, আরও একটা পেটে আশ্রয় নিল, আবার রেলিংয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ল অ্যান্ডি, তারপর রেলিং ভেঙে বিশফুট নিচে ক্রীকের তলদেশে।

যেমন শুরু, তেমনি হঠাৎ শেষ হলো গোলাগুলি। ছুটে এসে শ্যাননের পাশে দাঁড়াল লিল মেসি। ক্ষতবিক্ষত অ্যান্ডির মৃতদেহের দিকে তাকিয়ে রইল কেইন ইউস্টন। ক্রীকের পানি ক্রমশ লাল বর্ণ ধারণ করছে।

'দেশটা,' বলল একজন পথচারী, 'শেষ করে দিল টেটলোদের। এবার ওদের পথে নামা উচিত।'

'সাবধান,' ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল ইউস্টন, 'নিশ্চয়ই একা আসেনি সে।'

এ কথাই ভাবছিল শ্যানন। ব্যাপারটা এখন জলের মত পরিষ্কার। হ্যাভালিকের হাতে ওকে তুলে দেবে বলে ডেকে পাঠিয়েছিল জেরেড টেটলো। কাজ ভাগাভাগি করে নিয়েছে অ্যান্ডি আর হ্যাভালিক, কেবল অ্যান্ডিকে জানতে দেয়নি, তার প্রতিপক্ষের ক্ষমতা। হ্যাভালিকের স্বভাবই এরকম।

'আমাদের দুটো প্যাকহর্স লাগবে,' বলল শ্যানন। 'বেশি করে রসদ নিতে চাই আমি। আগে বাককে নিয়ে আসি।'

ঘুরে দাঁড়াল শ্যানন, সেতু পেরিয়ে আস্তাবলের দিকে পা বাড়াল। গুলির শব্দে দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে ডাক্তার ব্লেইন, লরি ওয়েবস্টারের সঙ্গে কথা বলছে। ডিলানের ক্লাব জমজমাট। স্যাভোরি'স-এর সিঁড়িতে কয়েকজন লোক বসে আড্ডা দিচ্ছিল, বিরাট লিভারি আস্তাবলে ঢোকার আগে চট করে একবার ওদের ওপর

নজর বোলাল শ্যানন।

আস্তাবলের অভ্যন্তর শীতল, নাদি আর ঘোড়ার গন্ধ ভুরভুর করছে। কোন স্টলে পা ঠুকল একটা ঘোড়া, নাক দিয়ে শব্দ করল। চোখ ঘুরিয়ে ওর দিকে তাকাল কয়েকটা ঘোড়া। বাক-কে নিয়ে ট্রাফের দিকে এগিয়ে গেল ও। কোথাও কেউ নেই। আবার আস্তাবল হয়ে বিশাল করালে ঢুকল ও।

করালের পেছনে ওয়্যাগন ইয়ার্ড, তার পাশে আরও একটা করাল, ডিলানের ঘোড়া থাকে এখানে।

করালগুলোকে পেছনে ওয়্যাগন ইয়ার্ড থেকে পৃথক করেছে সারিবদ্ধ গাছপালা। ইয়ার্ডে বিশাল সব পুরোনো ওয়র ওয়্যাগন। উঠোনের ঠিক মাঝখানে দুটো ফ্রেইট ওয়্যাগন, এক সঙ্গে নয়–খানিকটা দূরে দূরে। আকাশের দিকে নাক তুলে এক লাইনে আরও পাঁচটা ওয়্যাগন দাঁড়িয়ে আছে। বাকি ওয়্যাগনগুলো উঠোনের একপাশে রাখা।

ওয়্যাগনগুলোয় তেল দিয়ে চলাচলের উপযোগী করে তোলা হচ্ছে। ওয়্যাগন কর্মীরা এখন খেতে গেছে, কেউ নেই উঠোনে, উত্তপ্ত সূর্যের নিচে চারদিক নিস্তব্ধ।

দরজা আটকে দিল শ্যানন, উঠোন পেরিয়ে অপর করালে যাবে, হঠাৎ জুতোর মৃদু শব্দ হলো। স্থির হয়ে গেল শ্যানন, সবগুলো ইন্দ্রিয় সজাগ হয়ে উঠল।

চারদিক নীরব। পায়ের নিচে বালি উত্তাপ ছড়াচ্ছে। কটনউডের পাতা নাচছে। কান খাড়া করে রইল ও। কিন্তু আর কোন শব্দ কানে এল না। একটা ফ্রেইট ওয়্যাগনের আড়ালে লুকিয়ে পড়ল ফ্র্যাঙ্ক, হাঁটু গেড়ে বসে বিশাল চাকার স্পোকের ফাঁক দিয়ে পুরো ইয়ার্ড জরিপ করল।

প্রথমে নড়াচড়ার কোন শব্দ শোনা গেল না, তারপর স্পোকের ভেতর দিয়ে হঠাৎ স্পারে সূর্যের আলোর প্রতিফলন ধরা পড়ল চোখে।

জিন্স-এ মুছে হাত শুকাল শ্যানন। ওর রোদে পোড়া তামাটে চেহারা কঠিন শীতল, চোখজোড়া এখন আরও সবুজ। একটু নিচে নামাল ও টুপির কিনারা, পিস্তলের বাঁটে হাত রেখে খাপের ভেতর আলগা করে নিল ওগুলো। আবার জুতোজোড়া দেখতে পেল ও এবং ছোট ছোট দুটো পা!

হ্যাভালিক…!

চট করে উঠে দাঁড়াল শ্যানন, হালকা পায়ে দ্রুত করাল সীমানার ওয়্যাগনগুলোর দিকে দৌড় দিল। ওগুলোর আড়ালে গাঢাকা দিয়ে হ্যাভালিক যেখানে লুকিয়েছিল সেদিকে তাকাল। বন্দুকবাজ উধাও।

আশপাশে চোখ বুলিয়ে ইতস্তত করল শ্যানন। মোটামুটি এক একর এলাকা জুড়ে উঠোন, অন্তত তিরিশটা ওয়্যাগন রয়েছে এখানে। হ্যাভালিক ওকে দেখতে পেয়েছে, ধরে নিল শ্যানন, ওকে ঘায়েল করার চেষ্টা করছে: একটু আগে ও যেখানে ছিল নির্ঘাত সেখানে গেছে সে। হ্যাভালিক জানে না, তার ফাঁদে পা দেয়নি শ্যানন।

চোখ ছোট করে স্পোকের ফাঁক দিয়ে তাকাল ও। ওর মুখের কয়েক ইঞ্চি দূরে এসে বিঁধল একটা বুলেট, কাঠের কুচি ছিটাল, নিঃশব্দ উঠোনে প্রচণ্ড শোনাল

গুলির শব্দ।

লাফিয়ে পেছনে সরে গেল শ্যানন, তাল সামলাতে না পেরে লুটিয়ে পড়ল। মুখের কাছে বিশাল চাকার কেন্দ্রে এসে লাগল আরও একটা গুলি, গ্রীজের ছিটা এসে লাগল চোখেমুখে। চট করে উঠে ওয়্যাগনের পেছনে ছুটে গেল শ্যানন। একই সময়ে তিরিশ গজ দূরের আরেকটা ওয়্যাগনের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল হ্যাভালিক। একসঙ্গে গুলি করল দুজন।

শ্যাননের শার্টের কলারে লাগল হ্যাভালিকের গুলি। অক্ষত হ্যাভালিক গা ঢাকা দিল।

চিৎকার করে উঠল শ্যানন, 'বেরিয়ে এসো, ডি! ফয়সালা হয়ে যাক!'

জবাব নেই। পেছনে নড়াচড়ার আওয়াজ। পাঁই করে ঘুরেই দেখল হ্যাভালিকের এক অনুচর, ডেভ, শটগান বাগিয়ে ছুটে আসছে। গুলি করল শ্যানন, গর্জন ছাড়ল শটগান। কিন্তু লক্ষ্য ভেদ করল ফ্র্যাঙ্কের গুলি, ডেভের শার্টের পকেটে একটা ফুটো তৈরি করল, হাঁটু ভাঁজ হয়ে গেল তার। আকাশের দিকে তেড়ে গেল শটগানের গোলা।

সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে ওয়্যাগনের ওপরের প্রান্ত ধরল শ্যানন, শরীর ঘুরিয়ে নিঃশব্দে ওয়্যাগনে উঠে পড়ল। উবু হয়ে কান পাতল। শেষ খবর পেয়েছিল শ্যানন, হ্যাভালিকের সঙ্গে ছ'জন লোক রয়েছে।

অ্যান্ডি টেটলো মারা গেছে, এবার মরল ডেভ।

অপেক্ষা করতে লাগল ও। খুঁজে বের করুক ওরা। ওয়্যাগনের এক পাশের একটা ফোকর দিয়ে তাকিয়ে কাউকে না দেখে আবার মাটিতে নেমে এল শ্যানন, নড়াচড়ার আভাস পেয়ে ওয়্যাগনের অন্যপাশে চলে এল।

খোলা জায়গার ওপর দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে হ্যাভালিক, ওকে দেখে থমকে দাঁড়াল। ঘুরল চরকির মত। পুরোনো টুপির ধূসর কিনারার নিচে চোখজোড়া জ্বলে উঠল তার। হ্যাভালিকের পিস্তলজোড়া উঠে আসছে, দেখল শ্যানন, ওর কোমরের বেল্ট তাক করছে। একসঙ্গে গুলি করল ওরা।

শ্যাননের শার্টের হাতায় টান পড়ল। কুঁকড়ে গেল হ্যাভালিক।

পিস্তল বাগিয়ে হ্যাভালিকের দিকে ছুটে গেল শ্যানন। পিস্তল তুলল হ্যাভালিক, কিন্তু শ্যাননকে দৌড়ে আসতে দেখে পিছিয়ে গেল। দাঁড়িয়ে পড়ল শ্যানন, হাঁটু গেড়ে বসে চোখের পলকে পর পর তিনবার ট্রিগার টিপল। প্রতিটি গুলি হ্যাভালিকের গায়ে লাগল, খিস্তি ঝেড়ে আরও পিছিয়ে গেল সে, ঠোঁটের জায়গা হঠাৎ লাল হয়ে গেল তার, গলগল করে রক্ত বেরিয়ে এল। গুলি করল হ্যাভালিক, শ্যাননের পাঁজর ছুঁয়ে গেল বুলেট। আবার ট্রিগার টিপল ও।

বুলেটের ধাক্কায় কেঁপে উঠল হ্যাভালিক, কুঁকড়ে এতটুকু হয়ে গেল, বিকৃত হলো চেহারা। আবার গুলি করল সে। স্পোকের ফাঁক দিয়ে উঁকি দিচ্ছিল একটা বন্দুকের ব্যারেল, সেটা লক্ষ্য করে বাঁ হাতের পিস্তলের ট্রিগার টিপল শ্যানন।

এবার হ্যাভালিকের একপাশে চলে এল ও, বাধ্য হয়ে ঘুরে দাঁড়াল গানম্যান। বাঁ দিকে সরে আবার গুলি করল শ্যানন, হ্যাভালিকের পাঁজরের কাছে শার্টের ধুলো উড়ল।

তিক্ত কণ্ঠে খিস্তি ঝেড়ে লুটিয়ে পড়ল হ্যাভালিক। উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করে ব্যর্থ হলো, আবার মুখ থুবড়ে মাটিতে পড়ল সে।

পাহাড়ে হারিয়ে গেল প্রতিধ্বনির শব্দ। খোলা উঠোনে ঋজু ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে রইল ফ্র্যাঙ্ক শ্যানন—সতর্ক!

বড্ড গরম পড়েছে। গাল বেয়ে এক ফোঁটা ঘাম গড়িয়ে পড়ল। রোদে ভোঁ ভোঁ শব্দে উড়ছে প্রকাণ্ড একটা মাছি। গাছের পাতা নড়ছে…নড়াচড়ার শব্দে চরকির মত ঘুরল ও।

উঠে দাঁড়িয়েছে হ্যাভালিক, মাতালের মত টলছে, রক্ত আর ধুলায় একাকার তার কাপড়চোপড়। আবার গুলি করল শ্যানন, হ্যাভালিকের দাঁতে লাগল গুলিটা। সটান হাত পা ছড়িয়ে চিত হয়ে পড়ল সে, আর নড়ল না।

আড়াল ছেড়ে লাফ দিয়ে বেরিয়ে এসে বেড়ার উদ্দেশে ঝাঁপ দিল একলোক, কিন্তু খুব মন্থর, বেড়ার প্রান্ত ধরে লাফ দেয়ার মুহূর্তে চট করে ট্রিগার টিপল শ্যানন, মুঠি আলগা হয়ে গেল লোকটার, ওপাশে গড়িয়ে পড়ল।

ওয়্যাগন ইয়ার্ডে ঢুকল কেইন ইউস্টন, সঙ্গে ডিলান আর্লি আর মেসি।

ঘোড়ার দিকে এগিয়ে গেল শ্যানন, স্যাডলে উঠে বসল, রাস্তায় এসে পাইননাট স্যালুনের দিকে এগোল, গলাটা একটু ভেজানো দরকার।

আবার যখন বেরিয়ে এল, দুটো প্যাক হর্সের লাগাম ধরে ঘোড়ার পিঠে বাইরে অপেক্ষা করছে কেইন ইউস্টন। স্যাডলে চাপল শ্যানন, একসঙ্গে শহরের বাইরে রওনা হলো ওরা।

ওদের দেখে এগিয়ে এল রিটা। কেইন দাঁড়াল না, কিন্তু রিটার জন্যে অপেক্ষা করল শ্যানন। ও কাছে এলে বলল, 'হর্সহেডে একজন পাদ্রী আছে, আমাদের বোধ হয় তার কাছে যাওয়া উচিত।'

ওর মুখের দিকে তাকাল রিটা। 'তাহলে…ঝামেলা মিটল?'

'হ্যাঁ।'

'কষ্ট হয়েছে খুব?'

'বেশি তাড়াহুড়ো করে ফেলেছিল ডি হ্যাভালিক।'

হাতে হাত রেখে নীরবে এগোল ওরা। হঠাৎ থেমে রিটাকে কাছে টানল শ্যানন। ঘোড়াদুটো কাছাকাছি এল।

ঠিক তখন হাওয়া বইল, পাইনের পাতা আলোড়িত হলো। কান খাড়া করল ঘোড়াগুলো।

ভ্যালি-অভ-দ্য-হুইস্পারিং-উইন্ড তখন নীরব। কেবল মৃদু হাওয়া উপত্যকার নতুন বাসিন্দাদের ফিসফিস করে স্বাগত জানাচ্ছে।

***